চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 52 Saturday, 21 January, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৫২ সংখ্যা ❋ ৬ মাঘ, ১৪২৯, শনিবার, ২১ জানুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

কলকাতার ফুটপাতগুলি ভবঘুরে-মুক্ত করা হবে ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ শহরকে সুন্দর করে তুলতে হবে। এমনই পরিকল্পনা নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। আর শহরের সৌন্দর্যায়ন বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রথমেই ফুটপাতগুলি ভবঘুরে-মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। একইসঙ্গে সমস্ত ভবঘুরেকে পুরসভার শেল্টার হোমে থাকতে হবে এবং বহিরাগতরা আর ভবঘুরে হয়ে থাকতে পারবে না বলেও কড়া বার্তা দিয়েছেন পুরমন্ত্রী। এদিন ফুটপাত থেকে ভবঘুরেদের সরানো প্রসঙ্গে কলকাতার মেয়র বলেন, ''কলকাতার ফুটপাত সম্পূর্ণ খালি করতে হবে। বাড়ি থেকে এসে ভবঘুরেরা বসে পড়ছে, তা হবে না। শহরকে সুন্দর করে তুলতে হবে।'' সাউদার্ন অ্যাভিনিউ, কালীঘাট সহ দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন এলাকার ফুটপাতগুলি নোংরা হয়ে যাচ্ছে। এপ্রসঙ্গেই জঞ্জাল ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্তা আধিকারিকদের ভবঘুরে গণনার কাজ শুরু করার নির্দেশ দেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, ''বোরো ভিত্তিক গণনার কাজ শুরু করতে হবে। কোথায় কত ফুটপাতে ভবঘুরে বা সংসার বানিয়ে বহিরাগতরা বসে রয়েছে, তা আগে জানতে হবে। এলাকাভিত্তিক কত এরকম ফুটপাত দখল হয়ে রয়েছে, তার রিপোর্ট এলেই পুলিশকে বলা হবে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে। সকলের আধার কার্ড আছে কিনা, বহিরাগত কারা আছে, সব খতিয়ে দেখা হবে।'' এই পদক্ষেপের মাধ্যমে একদিকে যেমন কলকাতার ফুটপাত পথচারীদের হাঁটার উপযুক্ত হয়ে উঠবে, তেমনই বহিরাগতদেরও হদিশ মিলবে। সমস্ত ভবঘুরেকে পুরসভার আশ্রয়স্থলে থাকতে হবে বলেও কড়া বার্তা দিয়েছেন মেয়র। তিনি বলেন, ''কলকাতা পুরসভা বিভিন্ন জায়গায় আরবান হোম শেল্টারগুলি বানিয়েছে। সেখানে এইসব ফুটপাতবাসীদের ঢুকিয়ে দিতে হবে। তাদের জন্যই ওই ব্যবস্থা করা হয়েছে।'' এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় যে ফুটপাতের উপর শিশি, বোতল জড়ো করে রাখা থাকে, সেগুলিও আর থাকবে না বলে জানিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম।

বাংলাকে দেড় হাজার কোটি দিল কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ একশ দিনের কাজ ও আবাস যোজনা খাতে বাংলার পাওনা প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা এখন ঝুলিয়ে রেখেছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। তা কবে রিলিজ করা হবে তা এখনও অনিশ্চিত। তবে কেন্দ্রীয় করের অংশ বাবদ বাংলার পাওনা ১৬৫০ কোটি টাকা আপাতত ছেড়েছে মোদি সরকার। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্য থেকে আদায় করা কেন্দ্রীয় করের ৪১ শতাংশ রাজ্যেরই পাওনা। সেই খাতে কয়েক মাস আগে কিছু টাকা রিলিজ করেছিল অর্থমন্ত্রক। ফের ওই খাতে ১৬৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বাংলাকে।

ঝালদায় তৃণমূলের চেয়ারম্যানকে সরিয়ে দিল হাইকোর্ট

দায়িত্বে নিহত তপনের স্ত্রী পূর্ণিমা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ ঝালদা নিয়ে রাজ্যের দুই সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তিকালীন নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। ১০ ফেব্রুয়ারি আবার দু'পক্ষের বক্তব্য শুনবে উচ্চ আদালত। বিচারপতি অমৃতা সিংহের নির্দেশ, আপাতত পুরসভার চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ সামলাবেন নিহত কংগ্রেস নেতা তপন কান্দুর স্ত্রী পূর্ণিমা কান্দু। কংগ্রেসের শীলা চট্টোপাধ্যায় পুরসভার চেয়ারম্যান হওয়ার পর তাঁর কাউন্সিলর পদই খারিজ করে দেয় প্রশাসন। এ বিষয়ে আগেই আদালতে যাওয়ার কথা জানিয়েছিল কংগ্রেস। শুক্রবার কংগ্রেসের আইনজীবী কৌস্তুভ বাগচী এ বিষয়ে উচ্চ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দুপুর ৩টের সময় শুনানির জন্য মামলাটি তালিকাভুক্ত হয়। মামলার শুনানিতে সরকারি কৌঁসুলির উদ্দেশে বিচারপতি অমৃতা সিংহ বলেন, ''আদালতের নির্দেশে বৈঠকের মাধ্যমে ১৭ জানুয়ারি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। ১৮ তারিখ তাকে সরিয়ে দিয়ে নতুন এক জনকে নির্বাচিত করলেন। হেরে যাওয়া রাজনৈতিক দলের থেকে সুদীপ কর্মকারকে নির্বাচিত করলেন। আদালতকে একটু সম্মান করুন।'' সরকারি কৌঁসুলি আদালতকে বলেন, ''এরা সকলেই পৌর প্রতিনিধি। পৌর আইন অনুযায়ী যে কোনও প্রতিনিধিকে মনোনীত করতে পারে প্রশাসন। এই উত্তর শুনে বিচারপতি পাল্টা তাঁর উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, ''যাঁরা হেরে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে থেকে কেন চেয়ারম্যান মনোনয়ন করা হচ্ছে? প্রশাসনের এত তাড়া কিসের?'' এর পরই বিচারপতি সিংহ তাঁর নির্দেশে জানান, পরবর্তী নির্দেশ জারি না হওয়া অবধি ১৮ জানুয়ারি নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে সরানোর নির্দেশ উপর স্তগিতাদেশ বজায় থাকবে। তত দিন অবধি পুরসভার দায়িত্ব সামলাবেন কংগ্রেস কাউন্সিলর তথা প্রয়াত কংগ্রেস নেতা তপন কান্দুর স্ত্রী পূর্ণিমা। বিচারপতি আরও জানান, ৮ ডিসেম্বরের যে চিঠির উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে সরানো হয়েছে, সেই চিঠি শীলা চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া হয়নি। ১০ ফেব্রুয়ারি মামলাটির পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা। আদালতের এই সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে কংগ্রেসের আইনজীবী কৌস্তুভ বাগচী জানান, কংগ্রেসের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের শাসকদল গায়ের জোরে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে চেয়েছিল। আদালতের শুক্রবারের নির্দেশের পরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জয় হল বলে দাবি করেছেন তিনি। পুরসভায় বহু টানাপড়েনের পর গত মঙ্গলবার পুরপ্রধান হিসাবে শপথ নেন ঝালদা পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শীলা। ঝালদায় কাজ শুরু করে কংগ্রেসের পুরবোর্ড। কিন্তু তার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রশাসনের নির্দেশে খারিজ হয়ে যায় তাঁর কাউন্সিলর পদই। শীলার জায়গায় ঝালদা পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর সুদীপকে পুরপ্রধানের দায়িত্ব দেয় রাজ্য সরকার। যা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধে। বুধবার সরকারি নির্দেশ জারি হলেও বৃহস্পতিবার তা প্রকাশ্যে আসে। তার পরেই জরুরি বৈঠকে বসে কংগ্রেস। শীলাকে সরিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলর সুদীপকে পুরসভার দায়িত্বে বসানোর পিছনে ষড়যন্ত্র দেখছে কংগ্রেস। এই 'ষড়যন্ত্রে'র শেষ দেখতে আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিষয়টিকে পাল্টা 'প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত' বলে আখ্যা দেয় তৃণমূল। গত বছর ১৩ মার্চ খুন হন কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু। তার পর থেকেই ডামাডোল শুরু ঝালদায়। আদালতের নির্দেশে বর্তমানে যে খুনের তদন্ত করছে সিবিআই। ১২ আসনের ঝালদা পুরসভায় ৫ জন করে কাউন্সিলর তৃণমূল ও কংগ্রেসের। ২ জন কাউন্সিলর নির্দল হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে তাঁদের মধ্যে একজন যোগ দেন কংগ্রেসে। গত ২১ নভেম্বর আস্থাভোট হয় ঝালদা পুরসভায়। সেখানে নির্দলের সমর্থন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করে কংগ্রেস। অপসারিত হন তৃণমূলের পুরপ্রধান সুরেশ আগরওয়াল। জবা মাছোয়ার নামে এক কাউন্সিলরকে পুরপ্রধান হিসাবে তুলে ধরে তৃণমূল। সেই মামলা আবার পৌঁছয় আদালতে। এর আগে আদালত জানিয়েছিল, শীলা বা জবা নন, আগামী এক মাস ঝালদা পুরসভার দায়িত্ব সামলাবেন পুরুলিয়ার জেলাশাসকই। সেই সময় সমস্যার কথা জানিয়ে রাজ্যপালকে চিঠি দিয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। পাশাপাশি, প্রশাসক নিয়োগে রাজ্যের উদ্যোগও আটকে গিয়েছিল আদালতে। সম্প্রতি আদালতে জমা পড়ে জেলাশাসকের পাঠানো রিপোর্ট। সেই রিপোর্ট দেখার পর কলকাতা হাই কোর্ট জানিয়ে দেয়, পুরপ্রধান পদে শপথ নিতে পারবেন শীলা। মঙ্গলবারই তিনি শপথ নেন। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর কাউন্সিলর পদ খারিজ করে দেওয়া হয়। অভিযোগ, নির্দল হিসাবে ভোটে জিতে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন শীলা। তার পর তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে পুরপ্রধান হন তিনি। তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়, যা 'দলত্যাগ বিরোধী আইন'-এর পরিপন্থী।

'ভোট দিলেই রাস্তা মিলবে', বনগাঁয় দিদির দূত কাকলির মন্তব্যে তুঙ্গে আলোড়ন

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০ জানুয়ারিঃ 'দিদির দূত' হয়ে বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার শুক্রবার গিয়েছিলেন বনগাঁয়। সেখানে এক গ্রামবাসী, কাকলির কাছে আর্জি জানান, দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ থাকা ওই এলাকার একটি রাস্তা যাতে ঠিকঠাক করে দেওয়া হয়। কিন্তু কাকলি যখনই জানেন ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির তখনই স্পষ্ট বলে দেন, ''আগে তৃণমূলকে ভোট দিয়ে জেতান, তারপর রাস্তা হবে।'' এদিন বনগাঁর চৌবেড়িয়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নহাটা বাজারে 'দিদির দূত' কর্মসূচিতে গিয়েছিলেন কাকলি। সেখানে প্রথমে কৃষ্ণ মন্দিরে পুজো দেন বারাসতের সাংসদ। তারপর সেখান থেকে বেরনোর পর স্থানীয় বাসিন্দা সাবিত্রী দাস কাকলিকে বলেন, ''৮৭-র মোড় এলাকার রাস্তাটা দীর্ঘদিন ধরে খারাপ।'' সেকথা শুনে কাকলি জানতে চান, এই এলাকায় পঞ্চায়েত সদস্য কে? জবাবে সাবিত্রী জানান, সদস্য বিজেপির। তা শুনেই কাকলি জানান, ''আগে তৃণমূলকে ভোট দিয়ে জেতান। তারপর রাস্তা হবে।'' এরই মধ্যে ওই মহিলা সাংসদের মুখের উপর স্পষ্ট বলেন, ''আমরাও তাহলে পঞ্চায়েতে তৃণমূলকে ভোট দেব না। দেখি তার পর কীভাবে পঞ্চায়েত

দাঁড় করায় তৃণমূলরা।'' এরপরই কাকলি ঘোষদস্তিদার বলেন, ''কিছুই হবে না। চাল পাবে না, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাবে না, কন্যাশ্রী পাবে না, স্বাস্থ্যসাথী পাবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে কিছুই পাবে না।'' পরে সাবিত্রী দাস বলেন, ''আমাদের ভোট দিতে হবে, ভোট দেব। উনি তো বললেন ভোট দিলে...।'' তবে এদিনের এই ঘটনার পর কাকলি ঘোষদস্তিদার অবশ্য নিজের বক্তব্যেই অনড়। ''আমি মজা করছিলাম দেখলেন না। সব নম্বর লিখে নিয়েছি''। বলার পরও কাকলিকে বলতে শোনা গেল, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় না থাকলে ওই জায়গায় কী হবে? ৪০ বছর যাদের ভোট দিয়েছে তারা তো ফেলে রেখে দিয়েছে। রাস্তাও করেনি, কোনও উন্নয়নই করেনি। এটা তো প্রমাণিত অন্য লোককে ভোট দিলে তারা কাজ করতে পারে না।''

হাইকোর্টের কড়া পর্যবেক্ষণ

'বাংলার শিক্ষক বদলিতে জঙ্গলের নিয়ম বন্ধ হোক'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ শিক্ষক বদলি নিয়ে এবার কড়া অবস্থান কলকাতা হাইকোর্টের। প্রয়োজন পড়লে যে কোনও জেলার যে কোনও স্কুলেই যে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বদলি করা হতে পারে, আদালতের বক্তব্যে তা কার্যত স্পষ্ট। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে এক শিক্ষকের বদলি সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে এই মামলার শুনানি চলাকালীন, তিনি মন্তব্য করেন, ''কোনও জঙ্গল আইন চলতে পারে না। যত শিক্ষক বদলির মামলা আছে, এবার থেকে নির্দিষ্ট আইন প্রয়োগ করেই হবে। কলকাতার শূন্য ছাত্রের স্কুলের শিক্ষককে হাওড়ায় যেতেই হবে।'' শিক্ষক বদলির ক্ষেত্রে 'প্রশাসনিক বদল' সংক্রান্ত যে গাইডলাইন তাতেই মান্যতা আদালতের। অর্থাৎ এই আইন অনুযায়ী, যে কোনও শিক্ষককে প্রয়োজনে যে কোনও জায়গায় বদলি করতে পারবে শিক্ষা দফতর। কলকাতায় যদি কোনও স্কুলে ছাত্র না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে শিক্ষককে অন্য জায়গায় যেতে হবে। আইন করে এটা মেনে চলার কথা বলে আদালত।

ইতিমধ্যেই শিক্ষক বদলি সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের একটি পোর্টাল রয়েছে, নাম উৎসশ্রী। যদিও কোনও শিক্ষক অন্যত্র যেতে চান, তাহলে সেখানে আবেদন করতে পারেন। তারপর নির্দিষ্ট নিয়ম মাফিক সেই জায়গায় তাঁকে বদলি করে দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, অনেক সময় প্রবণতা দেখা যায়, বদলির নির্দেশিকার ক্ষেত্রে অধিকাংশ শিক্ষক চান কলকাতা কিংবা শহরতলিতে চলে আসতে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু, বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বা বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা যিনি, যখনই এই মামলা শুনেছেন একই বক্তব্য রেখেছিলেন, এটাই যদি প্রবণতা হয়ে যায় তাহলে গ্রামের স্কুলের চিত্র ভয়াবহ হবে। এমনও দেখা গিয়েছে, ১০০র উপর ছাত্র থাকলেও শিক্ষক রয়েছেন একজন। এমনকী একজনও অঙ্কের শিক্ষক সেখানে নেই। সেই স্কুলগুলির ছাত্র ছাত্রীর ভবিষ্যৎও প্রশ্নের মুখে পড়তেই পারে। এমনকী সেই স্কুল যদি মাধ্যমিক হয়, পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে কী করে সে প্রশ্নও সামনে এসেছিল। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু শুক্রবার তাঁর এজলাসে মামলা চলাকালীন এ নিয়ে অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) সৌমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য চান। জানতে চান, কেন এমন কড়া গাইডলাইন হবে না, যার মাধ্যমে রাজ্য সরকার নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন কোথায় বদলি করা হবে। এদিন এজি আদালতে জানান, শিক্ষাদফতর চাইলে তা পারে। এরপরই আদালত জানায়, শিক্ষা দফতর নির্দেশ দেওয়ার সাতদিনের মধ্যে তা পালন করতে হবে। শিক্ষক যদি না পালন করেন তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবে শিক্ষা দফতর।

চার্জশিট গোপন নথি, প্রকাশ করা যাবে না সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারিঃ বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত ও বিচারাধীন বন্দিদের জন্য সুখবর শোনাল দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার বলেছে, অপরাধের তদন্ত শেষে তদন্তকারী সংস্থা আদালতে যে চার্জশিট পেশ করে থাকে, তা গোপন নথি। আদালত বাদে অন্যত্র তা প্রকাশ করা যাবে না। প্রসঙ্গত, চার্জশিট হল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পাওয়া অপরাধের তদন্তের বিবরণ এবং তথ্যপ্রমাণের ঘোষণাপত্র। যার ভিত্তিতে আদালত চার্জ গঠন করে মামলার শুনানি শুরু করে আদালত। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট একটি মামলায় চূড়ান্ত রায়ে বলেছে, চার্জশিট মোটেই পাবলিক ডকুমেন্ট নয়। তা প্রকাশ করা যায় না। তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে এটা মাথায় রাখতে হবে। এখন পুলিশ, সিবিআই, ইডি-সহ সমস্ত তদন্তকারী সংস্থা আদালতে চার্জশিট পেশ করার পর সেটির কপি সরকারিভাবে প্রকাশ না করলেও সরকারের আইনজীবী তার নির্যাস সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ করে থাকেন। এছাড়া, ক্ষেত্রবিশেষে চার্জশিটের কপিও সংবাদমাধ্যমের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট মামলায় দাবি করা হয়েছিল, সরকারিভাবেই চার্জশিট প্রকাশ করা হোক। তদন্তকারী সংস্থা তাদের ওয়েবসাইটে সেগুলি আপলোড করুক। যাতে সাধারণ মানুষ অনলাইনে সেগুলি প্রত্যক্ষ করতে পারেন। কিন্তু আদালত বলেছে, চার্জশিট আর এফআইআর এক নয়। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট কয়েক বছর আগে এক ঐতিহাসিক রায়ে বলে প্রতিদিন থানাগুলিতে যে সব অভিযোগ বা এফআইআর দায়ের হচ্ছে তার কপি সংশ্লিষ্ট পুলিশের ওয়েবসাইটে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আপলোড করতে হবে। কে কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, কোন কোন ধারায় মামলা হয়েছে, ইত্যাদি-সহ এফআইআর-এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তাতে থাকতে হবে। সেই মতো এখন সব থানার অভিযোগের দৈনিক খতিয়ান পরদিন যে কেউ দেখে নিতে পারেন। প্রশ্ন ওঠে তাহলে চার্জশিট কেন গোপনীয়। আইনজীবীদের মতে, এফআইআরের বক্তব্য গোপন থাকে না। কারণ, অভিযোগকারীর প্রকাশ্যে মুখ খোলার সুযোগ রয়েছে। তিনি সরাসরি সংবাদমাধ্যমের সামনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারেন। অন্যদিকে, অভিযুক্তের সুযোগ রয়েছে, এফআইআরে উল্লেখিত অভিযোগের বিষয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরার। কিন্তু চার্জশিটের ক্ষেত্রে সেই সুযোগ থাকে না। তাছাড়া, আদালত মনে করে, চার্জশিটও একজন ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়। মামলার শুনানি শেষে আদালত বিচার করবে অভিযোগের সত্যতা কতটুকু। অনেক ক্ষেত্রেই আদালত চার্জশিটের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হয় না। অভিযুক্তকে রেহাই দেয়। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে তদন্তকারী সংস্থাগুলির দ্বারা দায়ের করা ফৌজদারি মামলায় চার্জশিটের কপি ওয়েবসাইটে রাখা যাবে না। বিচারপতি এমআর শাহ এবং সিটি রবিকুমারের বেঞ্চের বক্তব্য, চার্জশিট সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানের পরিপন্থী। চার্জশিট কোনও 'পাবলিক ডকুমেন্ট' নয় এবং তা অনলাইনে প্রকাশ করা যাবে না। কারণ, এরফলে চার্জশিটের অপব্যবহার করা হতে পারে।

বিচারপতি মান্থার এজলাসের সামনে বিক্ষোভ

৯ আইনজীবীকে সাসপেন্ড করার সুপারিশ বিসিআইয়ের

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারিঃ বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগে ৯ জন আইনজীবীকে সাসপেন্ড করার সুপারিশ করল বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার তিন সদস্যের কমিটি। বিক্ষোভের অভিযোগ ওঠার পর বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি এসেছিল কলকাতা হাইকোর্টে। সেই কমিটির সদস্যরা

হাইকোর্টে ঘুরে, সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কথা বলে দিল্লিতে রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন। তারপরই শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের ৯ আইনজীবীকে সাসপেন্ড করার সুপারিশ করা হল। এই পদক্ষেপ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে আইনজীবী মহল। সম্প্রতি বিচারপতি মান্থার বাড়ির সামনে পোস্টার পড়তে দেখা যায়। বিচারপতি বাড়ির সামনে রাতের অন্ধকারে পোস্টার পড়ার অভিযোগ ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। এরপর এজলাসের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগ ওঠে আইনজীবীদের একাংশের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগ পৌঁছয় বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ায়। এরপরই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি আসে কলকাতায়। তাঁরা আদালত চত্বর ঘুরে দেখেন, এজির সঙ্গে কথা বলেন, সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখেন। সেই কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছিল, তার ভিত্তিতেই এই সুপারিশ করা হয়েছে। তবে সেই ৯ আইনজীবী কারা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি এই প্রসঙ্গে বলেন, ''একজন আইনজীবী হিসেবে খারাপ লাগছে। তবে, এই পদ্ধতিতে স্বাগত জানাচ্ছি। সাধারণ মানুষ বিচার পেতে আদালতে আসেন। কোনও আইনজীবীর অধিকার নেই আদালত বয়কট করার। সুপ্রিম কোর্ট একবার নয়, বারবার বলেছে একথা। মানুষ যেখানে ন্যায়বিচার পেতে চায়, সেখানে আটকানো হলে, তাঁরা কোথায় যাবেন?' উল্লেখযোগ্য মহলের মতে, সাধারণত খুব গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ না গেলে এভাবে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। তবে এ ক্ষেত্রে কড়া পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে সাসপেনশন কতটা কার্যকর হবে, সেটাই দেখার।

বঙ্গে ফের জেলায় জেলায় কেন্দ্রীয় দল! ১০০ দিনের প্রকল্প-সহ ১১টি প্রকল্প নিয়ে মেগা ট্রিপ! কবে শুরু?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ ১০০ দিনের গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্প, গ্রামীন সড়ক যোজনা-সহ ১১ টি প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার জন্য রাজ্যে আগামী সপ্তাহেই আসছে কেন্দ্রীয় দল। ২৩ শে জানুয়ারি থেকে কেন্দ্রীয় দল পরিদর্শন শুরু করবে। প্রত্যেকটি জেলায় ৮ দিন ধরে পরিদর্শন করবে কেন্দ্রীয় দল। প্রথম দফায় পুরুলিয়া, হুগলি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা পরিদর্শন করবে কেন্দ্রীয় দল। পরবর্তী দফায় পশ্চিম মেদিনীপুর উত্তর ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে পরিদর্শন করবে কেন্দ্রীয় দল। ছুটির দিনেও পরিদর্শন করবে কেন্দ্রীয় দল। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক ও করবে কেন্দ্রীয় দল। কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে বিস্তারিত সূচি দিয়ে জানানো হলো নবান্নকে। নবান্ন সূত্রে খবর পুরুলিয়া জেলায় ২৩শে জানুয়ারি থেকে ৩০শে জানুয়ারি, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ৩১শে জানুয়ারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি, হুগলি জেলায় ২৩শে জানুয়ারি থেকে ৩০ শে জানুয়ারি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ৩১শে জানুয়ারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ২৩শে জানুয়ারি থেকে ৩০শে জানুয়ারি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ৩১শে জানুয়ারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পরিদর্শন করবে কেন্দ্রীয় দল। বৃহস্পতিবারই ১০০ দিনের গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্প সহ রাজ্যে এগারোটি প্রকল্পের তদন্ত করতে কেন্দ্রীয় দল আসার কথা কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রক জানিয়েছে নবান্নকে। তারপরেই এদিন বিস্তারিত সূচি দিয়ে দেওয়া হল। প্রাথমিকভাবে এই ৬ জেলায় পরিদর্শন করলেও আরও ছয় জেলায় পরিদর্শন করার কথা কেন্দ্রীয় দলের। একশো দিনের গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প থেকে আবাস যোজনায় রাজ্যে কি কাজ হয়েছে তা পর্যালোচনা করতে ন্যাশানাল লেভেল মনিটারিং (এনএলএম) দলের নামে আবার আসছে এই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। যারা দেখতে চায় এতদিন বরাদ্দ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজ কতটা হয়েছে। সুবিধাভোগী কারা। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নোয়ন মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব অমিত শুক্লা রাজ্যকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে ১২ জোলায় এই

এনএলএম দল পৌঁছে যাবে। প্রসঙ্গত চলতি আর্থিক বছরে এখনও পর্যন্ত একশো দিনের গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে রাজ্য এক পয়সাও পায়নি। উপরন্তু গত আর্থিক বছরের শেষ চার মাসে এই প্রকল্পের কাজ হওয়ার পর ৬ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে। গ্রামীণ আবাস যোজনার অনুমোদন দিলেও বরাদ্দ টাকা পায়নি। স্বল্প সময়ের মধ্যে ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার উপভোক্তা তালিকা চূড়ান্ত করার পর বারে বারে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল এনএলএম দল পাঠিয়ে তালিকা যাচাই করা হচ্ছে। টাকা দেওয়া হচ্ছে না। যা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। রাজ্য এই বিষয়ে চিঠিও দিয়েছে কেন্দ্রকে। রাজ্যের বক্তব্য, তদন্ত হোক পাশাপাশি বরাদ্দ পাঠাক কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার টাকা প্রথম কিস্তির টাকা টুকু দিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে এই দলটি পশ্চিমবঙ্গে বারোটি জেলায় যাবেন। এই জেলাগুলি হল পুরুলিয়া, বীরভূম, আলিপুরদুয়ার, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নোয়ন মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব জানিয়েছে, ১১টি কর্মসূচির কাজ ও তার প্রভাব এনএলএম পর্যালোচনা করবে। এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি হল, একশো দিনের গ্রামীণ কর্মসংস্থান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, এনআরএলএম বা আনন্দধারা, গ্রামীণ ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়স্ক যুবকদের স্কিল ডেভোলপমেন্ট বা দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্যা যোজনা, এনএসএপি বা গ্রামীণ প্রবীনদের পেনশন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, ডিজিটাল ইন্ডিয়া ল্যান্ড রেকর্ড, স্বাস্থ্য কর্মসূচির জন্য সাংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনা, গ্রামীণ স্বনির্ভর প্রকল্প, গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক বিকাশে সমীক্ষা এবং গ্রামীণ এলাকার বেসিক তথ্য ভান্ডার সংক্রান্ত কর্মসূচি। চিঠিতে পরিস্কার করে জানানো হয়ে, এই এনএলএম দল প্রতিটি জেলার নূন্যতম তিনটি ব্লকে যাবে। প্রতিটি ব্লকে ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত রিদর্শন করবে। সেখানে কেন্দ্রীয় অর্থ কিভাবে খরচ হয়েছে তার খুঁটিনাটি খোঁজ খবর নেবেন। এব্যাপারে সারা জেলাপ্রশাসন ও জেলাপরিষদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এব্যাপারে তাদের সবধরনের প্রশাসনিক সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে।

দুর্নীতিবাজরা বেনামি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশ গিয়ে থাকতে পারেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ জাল পাসপোর্ট তৈরি করে বেনামে বিদেশে গিয়ে থাকতে পারেন শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত একাধিক ব্যক্তি। শুক্রবার এই মামলার শুনানি চলাকালীন এমনই আশঙ্কার কথা জানালেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন সিবিআইকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন তিনি। এদিন আদালতে বিচারপতি সিবিআইয়ের আইনজীবীকে বলেন, ''অভিযুক্তদের পাসপোর্ট কি পরীক্ষা করেছেন? তারা কতবার বাইরে গিয়েছেন তা কি দেখেছেন? আপনাদের কি মনে হয়? পাসপোর্ট জাল করা সম্ভব? আমার মনে হয় এটা সম্ভব। বেনামি পাসপোর্ট থাকে অনেকের। বেনামি একাধিক পাসপোর্ট থাকতে পারে। খুঁজে বার করার চেষ্টা করুন। সামনের মাসে আমি আপনাদের কাছে রিপোর্ট চাইতে পারি।'' সিবিআইয়ের তদন্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''হচ্ছেটা কী? আমার কাছে বিষয়টা একঘেয়ে হয়ে গেলে বাইরের লোকের কাছেও একঘেয়ে হয়ে যাবে। ইডি আধিকারিকদের সঙ্গে প্রয়োজনে কথা বলুন। পদক্ষেপ করুন।'' জবাবে সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, পাসপোর্ট খতিয়ে দেখতে গেলে আলাদা করে অনুমতি নিতে হবে। বিচারপতির এহেন নির্দেশে প্রশ্ন উঠছে, তবে কি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে বলে সুনির্দিষ্ট কোনও খবর রয়েছে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে?

শুক্রবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারিঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম উর্দ্ধমুখী অব্যাহত রয়েছে। তবুও আজ শুক্রবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় আটমাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।শুক্রবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলায় ভিডিওকন-কর্তা বেণুগোপাল ধুতকে জামিন দিল বম্বে হাই কোর্ট

মুম্বই, ২০ জানুয়ারিঃআপাতত স্বস্তি পেলেন ভিডিয়োকন-কর্তা বেণুগোপাল ধুত। শুক্রবার তাঁকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছে বম্বে হাই কোর্ট। ব্যাঙ্ক প্রতারণার অভিযোগে তাঁকে গত ২৬ ডিসেম্বর গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। জামিনের আর্জি জানিয়ে আগেই হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এই শিল্পকর্তা। বেণুগোপালের অভিযোগ ছিল, তাঁকে নিয়ম মেনে গ্রেফতার করা হয়নি।ধুতের আইনজীবীও হাই কোর্টকে জানান, তাঁর মক্কেল তদন্তে সব রকম সহযোগিতা করার পরেও সিবিআইয়ের তরফে আদালতে দাবি করা হয় যে, তিনি তদন্তে অসহযোগিতা করছেন। তদন্তকারী সংস্থার এই দাবিকে ' মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেন ধুতের আইনজীবী। বম্বে হাই কোর্টের বিচারপতি রেবতী মোহিতে দেরে এবং পিকে চহ্বাণের ডিভিশন বেঞ্চে ধুতের আইনজীবী সন্দীপ লাড্যা জানান, কোনও রকম আগাম নোটিস না দিয়েই ভিডিওকন-কর্তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাই এই গ্রেফতারিকে 'অবৈধ বলে আদালতে সওয়াল করেন তিনি। সিবিআইয়ের কৌঁসুলি রাজা ঠাকরে ধুতের জামিনের আর্জির বিরোধিতা করেন। দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে দুই বিচারপতি ভিডিয়োকন-কর্তাকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।প্রসঙ্গত, আইসি আইসিআই ব্যাঙ্ক থেকে ৩ হাজার ২৫০ কোটি টাকার ঋণ নিয়ে প্রতারণার অভিযোগ ওঠে বেণুগোপালের বিরুদ্ধে। ওই কাণ্ডে আগেই ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সিইও তথা এমডি চন্দা কোছরকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। পাশাপাশি, চন্দার পাশাপাশি তাঁর স্বামী দীপক কোছরকেও গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। যদিও দীপককে তার আগেই গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। গত ৯ জানুয়ারি এই মামলায় জামিন পান চন্দা। তার পরই জামিনের আর্জি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন বেণুগোপাল।

সন্দেহভাজনদের খোঁজে তল্লাশি

রাজৌরি (জম্মু ও কাশ্মীর), ২০ জানুয়ারি ঃ রাজৌরি জেলার নওশেরা সেক্টরের নিয়ন্ত্রণ রেখা সংলগ্ন একটি গ্রামে ২৪ ঘন্টা আগে সেনাবাহিনীর ইউনিফর্মে দেখা যাওয়া সন্দেহভাজন সশস্ত্র লোকদের অনুসন্ধান শুক্রবার অব্যাহত । নিরাপত্তা বাহিনী এখনও তাদের কোনও খোঁজ পায়নি।বৃহস্পতিবার স্থানীয় লোকজনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী

কালভৈরব ও কাশী বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন করলেন বিজেপি সভাপতি জেপি নড্ডা ও মুখ্যমন্ত্রী

বারাণসী, ২০ জানুয়ারি ঃ দুদিনের বারাণসী সফরের শেষ দিনে শুক্রবার কোতোয়াল বাবা কালভৈরব এবং কাশীর বাবা বিশ্বনাথের দরবারে যথাযথভাবে উপস্থিত হলেন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বাবা কালভৈরবের দরবারে পুজো দেওয়ার পর বিজেপি সভাপতি ও মুখ্যমন্ত্রী পথে বটুক সর্দারের চায়ের দোকানে গাড়ি থামিয়ে চা পান করেন। দোকানদারের পর তিনি দোকানদারের প্রশংসা করে বললেন, চা ভাল হয়েছে। এই সময়ে হর-হর মহাদেবের ঘোষণার সাথে সাথে বিজেপি কর্মীরাও বিজেপি সভাপতি এবং মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান। এর আগে, বিজেপি সভাপতি এবং মুখ্যমন্ত্রী দর্শন ও পূজার জন্য সার্কিট হাউস থেকে কালভৈরব মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। লহুরাবীর স্কোয়ার এবং ময়দাগিন (মাইদাগিন-চক রোডে টাউন হল গ্রাউন্ডের প্রধান ফটকের সামনে) পৌঁছানোর সাথে সাথেই বিজেপি কর্মীরা শাঁখ বাজিয়ে ফুল বর্ষণ করে দলীয় সভাপতিকে স্বাগত জানায়। দর্শন পুজোর পর পুলিশ লাইন থেকে হেলিকপ্টারে গাজীপুরের উদ্দেশে রওনা দেন বিজেপি সভাপতি ও মুখ্যমন্ত্রী।গাজীপুরে পৌঁহারি বাবার আশ্রমে পূজা শেষে আয়োজিত বুথ কমিটির বৈঠকে অংশ নেন দুই নেতা। এরপর তিনি নন্দ রেসিডেন্সি, বংশী বাজার, গাজীপুরে প্রাক্তন সেনাদের সাথে মতবিনিময় ও সম্মাননা জানান। এদিন বিকেলে গাজীপুরের আইটিআই গ্রাউন্ডে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেবেন। বিজেপির কাশী অঞ্চলের মিডিয়া ইনচার্জ নবরতন রাথি জানিয়েছেন, দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা বিকেল ৩টায় গাজীপুর জেলা বিজেপি অফিসে পৌঁছাবেন। সেখানে তিনি লোকসভা স্টিয়ারিং কমিটি এবং জেলা আধিকারিকদের বৈঠকে অংশ নেবেন। এরপর বিকাল ৩.৩০ মিনিটে গাজীপুর হেলিপ্যাড থেকে বিকাল ৪টায় বাবাপুর বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন। সেখান থেকে নয়াদিল্লির উদ্দেশে রওনা হবেন তিনি।

আইআইটির ডিরেক্টরের ভূমিকায় অসন্তোষ বিচারপতি মান্থার

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃখড়্গপুর আইআইটি-তে ছাত্রের রহস্যমৃত্যুতে প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টরের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। বিচারপতির ক্ষোভ, এক জন ছাত্রের মৃত্যুকে কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব দিতে চাইছেন না। শুক্রবার এমনই পর্যবেক্ষণ দিলেন তিনি।আদালতের নির্দেশ মতো আগামী ২৪ জানুয়ারি খড়্গপুর আইআইটির ডিরেক্টরের আদালতে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওই দিন হাজিরা দিতে পারবেন না বলে জানান। বিষয়টি আদালতের নজরে নিয়ে আসা হয়। এর পর বৃহস্পতিবার তা অতিক্রম করে দিন নির্ধারিত করা হয়।শুক্রবার হাই কোর্টে হাজিরা দেন ডিরেক্টর ভি কে তিওয়ারি। আইআইটি-র ডিরেক্টরের আইনজীবী অনিন্দ্য মিত্র জানান, ওই ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করছে। এর জন্য অনুসন্ধান কমিটি গঠা হয়েছে। এর পর শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি রিপোর্ট দেয়। তার ভিত্তিতে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গড়া হয়েছে।বিচারপতি মান্থার পর্যবেক্ষণ, ' নির্দেশের পরও তারা (আইআইটি কর্তৃপক্ষ) উদাসীন। এটা উচিত নয়।'' এর পরই বিচারপতির প্রশ্ন, ' আইআইটি-র ডিরেক্টর কি আদালতের ভাষা বোঝেন না? তাঁর সন্তানের সঙ্গে হলেও কি এমনই আচরণ করতেন?'' ডিরেক্টরের উদ্দেশে বিচারপতি মান্থা বলেন, ' সন্তান হারিয়েছেন, তাঁদের কথা ভাবুন। বুঝবেন, ওই বাবা-মায়ের কষ্ট। যাঁরা পয়সার অভাবে গুয়াহাটি থেকে আসতে পারছেন না। আর আপনি কোর্টের তলব এড়িয়ে টোকিয়ো যেতে চাইছেন! ওই বাবা-মায়ের কাছে কোনটা জরুরি?''

১১ বছর পর ব্যঙ্গচিত্র-কাণ্ডের ফৌজদারি মামলা থেকে নিষ্কৃতি অম্বিকেশের

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ ১১ বছর পর ব্যঙ্গচিত্র-কাণ্ডের ফৌজদারি মামলা থেকে নিষ্কৃতি মিলল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রিডার ডঃ অম্বিকেশ মহাপাত্রের। বৃহস্পতিবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে এখবর জানিয়েছেন। এতে নেটনাগরিকদের সমর্থন ক্রমেই বেড়ে চলেছে।তিনি আদালতের সংশ্লিষ্ট নথি যুক্ত করে ফেসবুকে লিখেছেন, প্রায় ১১ বছর পর ব্যঙ্গচিত্র-কাণ্ডের ফৌজদারি মামলা থেকে নিষ্কৃতি মিলল। রাজ্যের সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, শাসকদল এবং দুষ্কৃতীদের শত বে-আইনি এবং অসাংবিধানিক বাধা সত্ত্বেও। এই জয় গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকের গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতার জয়।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংন্দ্যোপাধ্যায় এবং তকালীন দুই তৃণমূল সাংসদের কার্টুন নিয়ে মামলায় জড়িয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র-সহ পাঁচ জন। রসিকতার জেরে কেন পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করেছিল, তা নিয়েও বিতর্ক চলেছিল বিস্তর। ঘটনার ন'বছর পরে, ২০২১-এর ১৫ সেপ্টেম্বর সেই মামলা থেকে আংশিক রেহাই পান অম্বিকেশবাবু। আলিপুরের মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশ, চার্জশিটে পুলিশ অম্বিকেশবাবুর বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারায় যে অভিযোগ এনেছিল, সেই ধারা তাঁর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য নয়। এর পর পুরো নির্দোষ প্রমাণিত হলেন তিনি।তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ওই ৬৬এ ধারা ২০১৫ সালে বাতিল করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। অম্বিকেশবাবুর বিরুদ্ধে ২০১২ সালে দায়ের হওয়া মামলায় ওই ধারায় অভিযোগ এনেছিল পুলিশ। চার্জশিট দেওয়ার সময়ে অম্বিকেশবাবু এবং সুব্রত সেনগুপ্তকে অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। অম্বিকেশ বাবুদের আবাসনের বাসিংদা এবং গ্রেফতারের সময়ে আবাসন কমিটির সম্পাদক সুব্রতবাবু প্রয়াত হয়েছেন প্রায় তিন বছর আগে।অপর একটি ফেসবুক পোস্টে অম্বিকেশবাবু এদিন লিখেছেন, ২০১৬। রাজ্যবাসী তথা দেশবাসী তথা বিশ্ববাসী টিভির পর্দায় দেখেছে, একজন পুলিশ কর্তা সহ রাজ্যের শাসকদলের ১২ জন হাত পেতে ঘুষ নিচ্ছে। অভিযুক্ত রাজ্যের শাসকদলের এক দাপুটে নেতা, সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী বর্তমানে বিরোধী দলনেতা এবং কেন্দ্রের শাসকদলের নেতা। রাজ্যের শাসকদল বিরোধী দলনেতাকে আগে হাত পেতে ঘুষ নিতে দেখেনি, কিন্তু বর্তমানে দেখছে। বাকিদের আগেও হাত পেতে ঘুষ নিতে দেখেনি এবং আজও দেখতে পাচ্ছে না। আর কেন্দ্রের শাসকদল এখন কাউকেই হাত পেতে ঘুষ নিতে দেখতে পাচ্ছে না। ধান্ধার পুঁজিবাজারে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নবতম পণ্য।

মেঘালয়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এক মন্ত্রী সহ পাঁচ বিধায়কের পদত্যাগ

শিলং, ২০ জানুয়ারি ঃ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট বাজিয়ে দিয়েছেন ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। এরই মধ্যে এক মন্ত্রী সহ পাঁচ বিধায়ক পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগীরা যথাক্রমে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারগরি দফতরের মন্ত্রী তথা হিল স্টেট পিপলস পার্টির রেনিকটন এল টংখার, কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত দুই বিধায়ক পিটি সকমি ও মেরালবর্ন সায়েম, সদ্য তৃণমূল কংগ্রেসি শিটলাং পালে এবং নির্দলীয় ল্যাম্বর মালঙ্গিয়াং। মন্ত্রী সহ পাঁচ বিধায়কই ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক পার্টি (ইউডিপি)-তে যোগ দেবেন বলে ইতিমধ্যে তাঁরা ঘোষণা করেছেন।বিধায়কদের পদত্যাগ প্রসঙ্গে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-র রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সদস্য ডব্লিউআর খারলুখি বলেছেন, ৬০ সদস্যের মেঘালয় বিধানসভায় তাঁর অর্ধেক বিধায়কের সংখ্যা অতিক্রম করতে সক্ষম। আসন্ন নির্বাচনে এনপিপির পক্ষে অ্যান্টি -ইনকামবেন্সি কোনও ফ্যাক্টর নয়। বরং একটি মজবুত প্রো-ইনকামবেন্সি মনোভাব পার্টির জন্য কাজ করছে। স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ২০২১ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনে তিনটি আসনেই এনপিপি প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন।তৃণমূল প্রসঙ্গে এনপিপি-র রাজ্য সভাপতি ডব্লিউআর খারলুখি বলেন, ' জয়ের সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল। আমরা অর্ধেক আসন অতিক্রম করব। মেঘালয়ে তৃণমূল অলীক স্বপ্ন দেখছে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা নাজেহাল করে এই রাজ্যের মানুষকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন তাঁরা। মানুষ তাঁদের কথায় বিশ্বাস করবে না। গোয়া, ত্রিপুরায় গোহারা হেরে এখন মেঘালয়ে এসেছেন, যে আশা নিয়েই আসুন না-কেন, সে গুড়ে বালি।'তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না ধরে সভাপতি ডব্লিউআর খারলুখি বলেন, নিজের রাজ্য সরকারের চরকায় তেল দিন তিনি। মেঘালয়ে প্রো-ইনকামবেন্সি বিরাজ করছে, অ্যান্টি -ইনকামবেন্সি নয়। আমাদের সরকার নিয়মিত রিপোর্ট কার্ড জনসাধারণের সামনে পেশ করছে। ভোটের সময় মেঘালয়ের এনপিপি সরকারকে নতুন করে রিপোর্ট কার্ড নিয়ে জনতার কাছে যেতে হবে না, বলেন তিনি। খারলুখি বলেন, এনপিপি-নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে বিধানসভা নির্বাচনের আগে দুর্নীতির অভিযোগ ' মিথ্যাচার এবং ছলনা' ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিশ্বজয়ের হাতছানি, বিএএফটিএ পুরস্কারের জন্য মনোনীত শৌনক সেনের অল দ্যাট ব্রেদস

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি ঃ বিএএফটিএ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে বাঙালি পরিচালক শৌনক সেনের তথ্যচিত্র অল দ্যাট ব্রেদস । গত বৃহস্পতিবার, ১৯ জানুয়ারি এই কথা নিজেই জানিয়েছেন শৌনক । পরিচালকের কথা তাঁর ছবি ২০২৩ সালের বিএএফটিএ পুরস্কারের জন্য তথ্যচিত্র বিভাগে সেরা পাঁচটির মধ্যে একটি হিসেবে মনোনীত হয়েছে।শৌনক সেনের অল দ্যাট ব্রিদস ছবিটি সেরা তথ্যচিত্র বিভাগে অল দ্য বিউটি অ্যান্ড দ্য ব্লাডশেড, ফায়ার অব লাভ, মুনেজ ডেড্রিম এবং নভালনি ছবির সঙ্গে মনোনয়ন তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। চরম পর্যায়ে এই বাকি চার ছবির সঙ্গেই লড়াই হবে শৌনকের ছবি অল দ্যাট ব্রিদসের। গত মাসে ছবিটি বিএ এফটিএ লং লিস্টে জায়গা করে নিয়েছিল। সেই তালিকায় মোট নয়টি ডকুমেন্টারি ছবি ছিল। দিল্লির প্রেক্ষাপটে এই ছবিতে দুই ভাইয়ের গল্প দেখা যাবে। মহম্মদ সৌদ এবং নাদিম শেহজাদের গল্প উঠে এসেছ এই ছবিতে। তাঁরা তাঁদের জীবন আহত পাখিদের উদ্ধার করতে এবং তাদের সেবা শুশ্রুষা করতে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এই পাখিগুলো মূলত কালো ঘুড়ির আঘাতে আহত হয়েছে। এমনটাই দেখা যাবে এই ছবিতে।

ইউক্রেনে সম্প্রতি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় রুশ রাষ্ট্রদূতকে কানাডার তলব

অটোয়া, ২০ জানুয়ারি ঃ ইউক্রেনে সম্প্রতি রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বেশ কয়েকজন বেসামরিক লোক নিহত হয়েছেন। আর এইহামলার ব্যাখ্যা জানতে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে কানাডা। গত বৃহস্পতিবার এ খবর জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ।কানাডা গত বুধবার রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে তলব করে। এ নিয়ে গত এক বছরে চতুর্থবারের মতো রাষ্ট্রদূত ওলেগ স্টেপানোভকে তলব করে দেশটি।কানাডার বিদেশমন্ত্রী মেলানি জোলি বলেছেন, নিরপরাধ নাগরিকদের ওপর রাশিয়ার বর্বরতা আমরা কোনওভাবেই সহ্য করব

উত্তর প্রদেশে বিনিয়োগের আহ্বান সে রাজ্যের মন্ত্রীদের, বললেন যোগী সরকার সুরক্ষা নিশ্চিত করবে

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃবর্তমানে সমগ্র দেশের মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ এবং সুবিধাজনক রাজ্য হয়ে উঠেছে উত্তর প্রদেশ। উত্তর প্রদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে একথা বলেছেন সে রাজ্যের শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রী নন্দ গোপাল গুপ্তা নন্দী উত্তর প্রদেশ ব্যবসায়িক শিখর সম্মেলন-২০২৩-বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মন্ত্রী নন্দ গোপাল গুপ্তা নন্দী বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা এতটাই ভালো যে সেখানে শিল্পপতিদের নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। শিল্প সংস্থাগুলিকে এগিয়ে যাওয়ার আবেদন জানিয়ে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, যোগী সরকার সমস্ত সমস্যা দূর করবে।গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের একটি ভিডিও বার্তা দেখানো হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন বিভাগের পক্ষ থেকে সরকারের পরিচালিত শিল্পোন্নয়নের প্রকল্প নিয়ে একটি উপস্থাপনাও করা হয়। গত মঙ্গলবার কলকাতার একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী নন্দ গোপাল গুপ্তা নন্দী বলেন, ২০১৪ সালের পর থেকে এ দেশের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে, ভারত বিশ্বগুরু হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের দায়িত্ব নরেন্দ্র মোদীর হাতে, আর উত্তর প্রদেশের দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের হাতে। বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল যাতে প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছয় তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার ক্রমাগত কাজ করেছে। যার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে উত্তর প্রদেশ শিল্পের জন্য সেরা স্থান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ২০১৭ সালের আগে উত্তর প্রদেশ বিমারু রাজ্য হিসাবে পরিচিত ছিল, কিন্তু ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে উত্তর প্রদেশ হয়ে উঠেছে উত্তম প্রদেশ এবং এখন সেরা রাজ্য হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।তিনি বলেন, আমরা যখন সরকারে আসি, তখন উত্তর প্রদেশে মাত্র দু'টি বিমানবন্দর চালু ছিল, বর্তমানে রাজ্যে ৯টি বিমানবন্দর চালু রয়েছে। আগে মাত্র ২৪টি জায়গা থেকে বিমান ওঠানামা করত এবং বর্তমানে ৯০টিরও বেশি জায়গায় পরিচালিত হচ্ছে। আগামী সময়ে ১৯টি বিমানবন্দর থাকবে যার মধ্যে পাঁচটি আন্তর্জাতিক এবং বাকিগুলি অভ্যন্তরীণ হবে। জেওয়ার বিমানবন্দর শুধমাত্র নির্বাচনী ঘোষণা হিসেবে রয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বর্তমানে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে।তিনি বলেন, ব্যবসা সহজ করার জন্য আমাদের সরকারের প্রতিশ্রুতি এখানকার অনেক শিল্পপতিকে অনুপ্রাণিত করেছে। করোনার সময় ড্রোন দিয়ে সার্ভে করে মাত্র ১৪ মাসে উত্তর প্রদেশের বৃহত্তম ডেটা সেন্টার তৈরি করা হয়েছিল, যা ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার। এটি শিল্পের প্রতি উত্তর প্রদেশের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। বর্তমানে যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে আইন-শৃঙ্খলা শুধু উত্তর প্রদেশ নয়, সারা দেশের জন্য উদাহরণ হয়ে উঠেছে। নন্দী বলেছেন, উত্তর প্রদেশে ৩৭.৭ শতাংশ এক্সপ্রেসওয়ে রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ১৭ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্য পূরণ করা। শীঘ্রই আমাদের উত্তর প্রদেশের জিডিপি এক ট্রিলিয়ন করতে হবে। বাংলার বিনিয়োগকারীরা এতে অনেক সাহায্য করতে পারেন। উত্তর প্রদেশের দায়িত্ব হবে এখান থেকে বিনিয়োগকারীদের প্রতিটি অর্থ নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখা।উত্তর প্রদেশের শ্রমমন্ত্রী অনিল রাজভর বলেছেন, বর্তমানে বিনিযোগের জন্য উত্তর প্রদেশে মতো ভালো পরিবেশ বিশ্বের আর কোথাও নেই। বিশ্বের ১৬টি দেশ সারা দেশে বিনিয়োগ প্রচারের জন্য প্রোগ্রাম করছে। অনিল বলেছেন, রাজ্যের শ্রম মন্ত্রকের দায়িত্ব পাওয়ার পরেই মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শ্রম আইনকে সরল করতে এবং শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সমস্যাগুলি দূর করতে বলেছিলেন। আমরা এটা শেষ করেছি। বর্তমানে কেউ উত্তর প্রদেশে শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীদের কষ্ট দিতে পারবে না। কেউ এমনটা করলে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। বিশেষ করে বুন্দেলখণ্ড করিডোর উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, এই করিডোরটি আগামী সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় হতে চলেছে, কারণ প্রতিরক্ষা করিডোর তৈরি করা হয়েছে এবং উত্তর প্রদেশ সরকার এখানে বিনিযোগের জন্য সমস্ত ধরণের সহায়তা দেবে। তিনি বলেন, সরকার আপনাদের সাহায্য করতে প্রতিটি পদক্ষেপে আপনাদের পাশে আছে। রাজ্য শিল্প দফতরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ময়ুর মহেশ্বরী, প্রধান সচিব মুকেশ কুমার মেশরাম, কৃষি পণ্য কমিশনার এবং ইউপি সরকারের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব মনোজ কুমার সিং, বারজার পেইন্টের এমডি এবং সিইও অভিজি রায়ও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী দয়াশঙ্কর সিং এবং অজিত সিং পালও। উল্লেখ্য, বিভিন্ন মেট্রো শহরে দেশীয় বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে দেখা করার আগে টিম যোগী বিশ্বের ১৬টি দেশের ২১টি শহরে রোড শো এবং বি২জি মিটিং পরিচালনা করে ৭.১২ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ পেয়েছে।

কর্ণাটকে উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ২০ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার কর্ণাটকের ইয়াদগির জেলার কোদাকাল-এ সেচ, পানীয় জল এবং জাতীয় মহাসড়ক সম্পর্কিত উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইয়াদগিরে জল নিরাপত্তা, কৃষকদের কল্যাণ এবং সংযোগ সম্পর্কিত প্রকল্পগুলি শুরু করা হচ্ছে, যা এই অঞ্চলকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে। তিনি বলেন, আগামী ২৫ বছরের জন্য দেশ নতুন সংকল্প বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। এই ২৫ বছর প্রতিটি ব্যক্তি এবং দেশের প্রতিটি রাজ্যের জন্য অমৃত কাল। এই সময়ের মধ্যে আমাদের উন্নত ভারত গড়তে হবে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের সরকার ইয়াদগিরসহ দেশের এ ধরনের শতাধিক জেলা উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচি শুরু করেছে। বিগত সরকার যেসব জেলাকে পিছিয়ে থাকা জেলা ঘোষণা করেছিল, আমরা সেসব জেলায় উন্নয়নের আকাঙ্খাকে উৎসাহিত করেছি। তিনি বলেন, আমাদের সরকার ভোট ব্যাংকের রাজনীতি নয়, উন্নয়নের জন্য।

গণতন্ত্রের জয়, সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া অম্বিকেশের

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃপশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে ১১ বছর ধরে মামলা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত জিতেছেন অধ্যাপক অম্বিকেশে মহাপাত্র। শুক্রবার এই জয়কে তিনি চিহ্নিত করলেন গণতন্ত্রের জয় হিসাবে।২০১২ সালে সমাজমাধ্যমে একটি মিম শেয়ার করেছিলেন অম্বিকেশ। সে সময় রেলমন্ত্রীর পদ থেকে দীনেশ ত্রিবেদীকে সরিয়ে মুকুল রায়কে বসানো হয়েছিল। সেই নিয়েই সত্যজি রায়ের ' সোনার কেল্লা' ছবির একটি সংলাপ মিম হিসাবে শেয়ার করেছিলেন অম্বিকেশবাবু। তাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীনেশকে প্রসঙ্গে নবনিযুক্ত রেলমন্ত্রী মুকুলকে বলছেন, ' দুষ্টু লোক ভ্যানিশ।'' ২০১২ সালের ১২ এপ্রিল অম্বিকেশবাবুকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তিনি জামিন পান। চার্জশিট দিয়ে মামলা চালিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ।কেন এত বছর ধরে চালানো হল মামলাটি, তা-ও জানিয়েছেন অম্বিকেশবাবু। প্রচারমাধ্যমকে তিনি বলেন, ' বছর ধরে মামলা ফেলে রাখার কারণ, একটা বার্তা সাধারণ মানুষকে দেওয়া যে, সরকারকে প্রশ্ন করা যাবে না। সমালোচনা করা যাবে না। সেটা যাতে না করে, সে কারণেই গ্রেফতার, পুলিশি হেফাজত।''দীর্ঘদিন ধরে এই মামলা চলার জন্য রাজ্য সরকারের দিকেই আঙুল তুলেছেন অম্বিকেশবাবু। তিনি বলেন, ' নাগরিক অধিকার হনন করার জন্য, আক্রমণ করার জন্য, স্তব্ধ করার জন্য পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনীকে কাজে লাগিয়ে রাজ্য সরকার এই কাজটা করেছিল। এখনও সেই কাজে তারা সচেষ্ট। সেখানে দাঁড়িয়ে এই জয় সংবিধানের পক্ষে, নাগরিক অধিকারের পক্ষে, গণতন্ত্রের পক্ষে জয়।'' তিনি এ-ও বলেন, ' গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যাঁরা লড়াই করছেন, এই জয় তাঁদের উৎসাহ দেবে।''

কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে খাবার ডেলিভারি সংস্থা সুইগি

মুম্বই, ২০ জানুয়ারি ঃ এবার কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটল খাবার ডেলিভারি সংস্থা সুইগি। ৩৮০ জন কর্মীকে ছাঁটাই করতে চলেছে সুইগি । কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্তের জন্য শুক্রবার দু ঃখপ্রকাশ করেছেন সুইগির সিইও।সংস্থার এক মুখপাত্র এই খবর জানিয়েছে। ইতিমধ্যে কর্মীদেরকে এই সংবাদ জানিয়ে দিয়েছে সুইগি। এই কঠিন সিদ্ধান্তের জন্য সংস্থার সিইও দু ঃখপ্রকাশ করেছেন। এদিন কর্মীদের মেল করে সুইগির প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও শ্রীহর্ষ ম্যাজেটি লিখেছেন, ' টিম ছোট করার জন্য খুব কঠিন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে চলেছি পুনর্গঠন অনুশীলনের অংশ হিসাবে। এই প্রক্রিয়ায়, আমরা ৩৮০ জন প্রতিভাবান সুইগস্টারকে বিদায় জানাব । এটি একটি অত্যন্ত কঠিন সিদ্ধান্ত এবং এটির মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আপনাদের সকলের কাছে অত্যন্ত দু ঃখিত।'যে কর্মীদের বরখাস্ত করছে সুইগি তাদের কাজের মেয়াদ এবং গ্রেডের ভিত্তিতে তিন থেকে ছয় মাসের বেতন নগদ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পরিবর্তনশীল বেতন বা

কাশ্মীরে তুষারপাতের জন্য শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় সড়ক বন্ধ, বিমান চলাচল ব্যাহত

শ্রীনগর, ২০ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার সকাল থেকে কাশ্মীরের বেশিরভাগ অংশে তুষারপাতের কারণে শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় মহাসড়ক বন্ধ হয়ে গেছে এবং উপত্যকায় বিমান চলাচল ব্যাহত হয়েছে বলে স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে।পহেলগাম এবং গুলমার্গের পর্যটন শহরগুলিতে, সেইসাথে অনন্তনাগ, কুলগাম, শোপিয়ান, পুলওয়ামা, বুদগাম এবং কুপওয়ারা, গান্ডারবাল এবং শ্রীনগরের উপরের এলাকায় তুষারপাত রেকর্ড করা হয়েছে।শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় মহাসড়কের উভয় দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীরকে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সংযোগকারী সড়কপথ তুষারপাতের বন্ধ হয়েছে ।অন্যদিকে রাজধানী দিল্লিসহ উত্তর ভারতে শৈত্যপ্রবাহ কিছুটা হ্রাস পেলেও কুয়াশা অব্যাহত রয়েছে রেলপথে। ভারতীয় রেলওয়ের এক আধিকারিক শুক্রবার জানিয়েছেন, কুয়াশার কারণে উত্তর রেলওয়ে জোনে ১৬টি ট্রেন নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বিলম্বে চলছে।আধিকারিক জানিয়েছেন, এই ট্রেনগুলির বেশিরভাগই চলে বিহার থেকে। বিহারের দ্বারভাঙ্গা, গয়া, মুজাফফরপুর এবং গয়া থেকে চলা ট্রেনগুলি নির্ধারিত সময়ে এক ঘণ্টা থেকে চার ঘণ্টা পিছিয়ে চলছে।উল্লেখ্য, কুযাশার কারণে প্রায.এক মাস ধরে ট্রেন চলাচলে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। জানুযারির প্রথম পাক্ষিকে রাজধানী এবং শতাব্দীর মতো এক্সপ্রেস ট্রেনের উপর প্রভাব প।ছিল। কিছু ট্রেন এমনকি ২০ থেকে ২৪ ঘঃটা দেরিতে গন্তব্যে পৌঁছেছিল। অন্যদিকে সিমলার হিমাচল প্রদেশে বৃষ্টি ও তুষারপাতের কারণে ঠান্ডার প্রকোপ বেড়েছে। প্রবল তুষারপাতের কারণে সিমলা জেলার উঁচু এলাকায় যাওয়ার প্রধান রাস্তাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। সিমলা পুলিশ তার ফেসবুক পেজে জানিয়েছে, সকাল থেকেই নারকাঃদায.রামপুর-সিমলা জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ। পুলিশ জানায়, সিমলা-চৌপাল সড়কের জানালা, খাদাপাথরের কাছে সিমলা-রোহরু সড়ক বন্ধ রয়েছে। চোপালে প্রায় ৩-৪ ইঞ্চি এবং নারকান্দায় প্রায় ৫ ইঞ্চি বরফ পড়েছে। এসব এলাকায় এখনো তুষারপাত হচ্ছে। সিমলার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জাখুও বরফে ঢাকা।সিমলার কাছে একটি পর্যটন কেন্দ্র কুফরিতে তাজা তুষারপাতের ফলে রাস্তাটি পিচ্ছিল হয়ে গেছে। স্থানীয় প্রশাসন তুষার পরিষ্কারের জন্য যন্ত্রপাতি মোতায়েন করেছে। রাস্তা থেকে তুষার পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত পর্যটকদের এসব রুটে ভ্রমণ না করার আহ্বান জানিয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন।রাজ্যের উপজাতীয় জেলা লাহৌল-স্পিতি, কিন্নর, কুল্লু এবং চাম্বার উচ্চতর এলাকাযও তুষারপাত হচ্ছে। সমতল ভূমিতে ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি হচ্ছে। তুষারপাতের কারণে মানালি-লেহ জাতীয় সড়ক এবং লাহৌল-স্পিতির দারচা-শিঙ্কুলা সড়ক অবরুদ্ধ। আবহাওয়া দফতর আগামী ২৪ ঘন্টা রাজ্যের উচ্চতর অঞ্চলে তুষারপাত এবং সমতল ভূমিতে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে।অন্যদিকে দেহরাদুনর,উত্তরাখণ্ডের উঁচু এলাকায় তুষারপাত স্থানীয় নাগরিকদের দুর্ভোগ বাড়িয়ে দিয়েছে। শৈত্যপ্রবাহের কবলে গোটা রাজ্য। এদিকে, এই মরসুমে দ্বিতীয়বার তুষারপাত হয়েছে মুসৌরি ও ধনৌলতিতে। আবহাওয়া দফতরের এক কর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন।তাঁর মতে, বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানী দেরাদুনে বৃষ্টি হয়েছে। ভূতাত্ত্বিক উত্থানের কারণে লাইমলাইটে আসা জোশিমঠের দুর্যোগ-বিধ্বস্ত সুনীল গ্রামে তুষারপাত সমস্যা বাড়িয়েছে। এ কারণে তাপমাত্রা কমে গেছে। সকালে ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে হরিদ্বার ও উধম সিং নগর।আবহাওয়া দফতরের একটি আপডেট রয়েছে- মুসৌরিতে গভীর রাতে বৃষ্টির পর চর দুকান ও লাল তিব্বায় মৌসুমের দ্বিতীয় তুষারপাত হয়েছে। ধানৌলতি, বুরাংশখণ্ড, সুরকান্দা ও নাগটিব্বাতেও তুষারপাত হয়েছে। চামোলি জেলার আউলি, বদ্রীনাথ, হেমকুন্ড এবং নীতি মানা উপত্যকায় তুষারপাত হয়েছে।শুক্রবার চতুর্থ দিনেও কেদারনাথে তুষারপাত হয়েছে। কেদারনাথে চার ফুট পর্যন্ত বরফ জমেছে। কুমায়ুনের সীমান্তবর্তী পিথোরাগড় জেলার রাজারম্ভ, পাঁচচুলি, নন্দা দেবী, নন্দাকোট প্রভৃতি উচ্চ হিমালয় শৃঙ্গে সকালে তুষারপাত হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২১জানুয়ারি ঃশনিবার, ৬মাঘ মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২১জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৬ মাঘমাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৬ মাঘ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ৬ মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃ বিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃ রাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৩.০৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৫.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮১শতকরা এবং ৫১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শুক্রবার । জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১৮মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজঃ ৫ টা -১৭মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃমানসিক শান্তির জন্য নিজেকে কিছু দান এবং দাতব্য কাজে নিয়োজিত করুন। বিলম্বিত টাকাকড়ি পরিশোধ হয়ে যাওয়ার দরুণ আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে।।

বৃষ রাশিঃআজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন। শুভ দিন।

মিথুন রাশিঃএকটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া এবং রসিদের টাকা প্রদান

কর্কট রাশিঃআপনার দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা সারাতে হাসি চিকিৎসা ব্যবহার করুন কারণ এটি সব সমস্যার সেরা প্রতিষেধক।

সিংহ রাশিঃবিবাহের যোগ । সংসারে শান্তি ফিরে আসতে পারে

কন্যা রাশিঃঅন্যের সমালোচনায় সময় নষ্ট করবেন না- এতে শরীরের ক্ষতি হয়। শুভ দিন হবে

তুলা রাশিঃযা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার

বৃশ্চিক রাশিঃআপনার শরীর রিচার্জ করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম ।

ধনু রাশিঃকিছু পরিবারের কিছু সদস্য তাঁদের ঈর্ষণীয় ব্যবহারের দ্বারা আপনাকে বিরক্ত করতে

মকর রাশিঃআপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা অর্থ ব্যয় হবেই।

কুম্ভ রাশিঃআপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। যদি আপনার মনে হয় যে আপনার পর্যাপ্ত অর্থ নেই, তবে অর্থ পরিচালন এবং সঞ্চয় সম্পর্কে কোনও প্রবীণের পরামর্শ নিন। আর্থিক সংকট কাটবেআজ

মীন রাশিঃমদ্যপান করবেন না- এতে ঘুমের ব্যাঘাত হয় এবং গা। বিশ্রাম হয় না। আপনার একটি বন্ধু আপনাকে আজ একটি বড় পরিমাণ ঋণ দিতে বলতে পারে। নিয়ন্ত্রণে রাখুন এবং ভালোবাসেন তাঁর সাথে যোগাযোগ করুন এবং দিনটির সেরা উপযোগ করুন।

বাঁকড়ায় রেললাইনের ধার থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ জানুয়ারি ঃ হাওড়ার ডোমজুড় থানা এলাকার বাঁকড়ায় রেল লাইনের ধার থেকে উদ্ধার হয় এক যুবকের দেহ। স্থানীয় বাসিন্দারা রেললাইনের ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন ওই যুবককে। বাঁকড়া ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশকর্মীরা এসে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে পাঠায়। চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত যুবকের নাম কৃষ্ণ পাণ্ডুই। বয়স ২১ বছর। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার কৃষ্ণ'র জন্মদিন ছিল। ওইদিন কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পর রাতে তার কোনও বন্ধু তাকে ফোন করে ডাকে। এরপরই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি সে। এরপর যুবকের মৃত্যুর খবর পান পরিবারের লোকেরা। মৃতের পরিবারের অভিযোগ তাকে গুলি করে খুন করা হয়েছে। যুবকের পেটে এবং কোমরে গুলির ক্ষত চিহ্ন পাওয়া গেছে। মৃতের দাদু বিশ্বনাথ পাণ্ডুই বলেন, কেউ একজন নাতিকে দেখে যেতে বলে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি নাতি সেখানে পড়ে রয়েছে। পাশে মোবাইল ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। গায়ে ফুটো হয়ে রয়েছে। পেটে গুলি লেগেছে। রাতে ১০-১০ মিনিট নাগাদ একটা ফোন পেয়ে নাতি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। কে ওকে ডেকেছিল জানিনা। এলাকার জনৈক বাসিন্দা সানি জানান, কিভাবে ঘটনাটা হয়েছে তা দেখতে সকালে ৭-৮ জন মিলে সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জানায় ওখানে যারা পার্টি করছিল তারাই গুলি করে খুন করেছে। খুনিদের নাম জিজ্ঞাসা করলে তা জানাতে সে অস্বীকার করে। সাড়ে ১১টা নাগাদ ঘটনা ঘটে। এদিকে, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডোমজুড় থানার পুলিশ।

বিলাসবহুল গাড়ি ধাক্কা মারল টোটোয়, মৃত্যু মহিলার

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২০ জানুয়ারি ঃ বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কা টোটোকে। মৃত এক গৃহবধূ। টোটোয় করে মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাবার পথে দুর্ঘটনা। শুক্রবার সকাল সাতটা নাগাদ ঘটে এই ঘটনা। হাওড়ার বালির সাঁপুইপাড়া এলাকায় এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘাতক গাড়ি ও চালক পলাতক। জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো টোটো চালিয়ে মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন সুমন সাহা। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী সুপ্রিয়া। বালির সাঁপুইপাড়া এলাকায় একটি চারচাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে এদের টোটোতে। রাস্তায় একদিকে ছিটকে পড়েন গৃহবধূ সুপ্রিয়া। অন্যদিকে পড়ে যায় তাঁদের মেয়েও। ওই অবস্থাতেই গাড়িটি না থামিয়ে সুপ্রিয়াদেবীকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় বেপরোয়া গতিতে আসা ওই ঘাতক গাড়ি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা সুপ্রিয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ। ঘাতক গাড়ি ও চালক পলাতক। তাদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে। এদিনের ঘটনা সম্পর্কে জনৈক বাসিন্দা বলেন, সকালে সামনে ঝাঁট দেওয়ার সময় দেখলাম একটা গাড়ি ধাক্কা মারে টোটোকে। টোটোর ভিতরে থাকা মহিলা বাচ্চাকে নিয়ে পড়ে যান। এরপর হঠাৎই গাড়িটি চাপা দিয়ে চম্পট দেয়। এলাকার অপর বাসিন্দা অর্কজিত মজুমদার জানান, স্বামী তাঁর স্ত্রী ও বাচ্চাকে নিয়ে টোটোয় করে যাচ্ছিলেন। স্বামী নিজেই টোটো চালাচ্ছিলেন। ওভারটেক করতে গিয়ে একটি গাড়ি ধাক্কা মারে। বাচ্চাটা বাঁদিকে পড়ে। মহিলা ডানদিকে পড়েন। তখন গাড়িটা ধাক্কা মেরে প্রথমে দাঁড়িয়ে পড়ে। তখন এলাকার বাসিন্দারা ছুটে আসে। তখনই গাড়িটা মহিলাকে চাপা দিয়ে চলে যায়। বাড়িতে ওই মহিলার ৯ মাসের বাচ্ছা আছে। এদিকে, দোষীদের কড়া শাস্তি দাবি করছেন এলাকার বাসিন্দারা। দিনের পর দিন এমন ঘটনা ঘটছে। এখানে এরা এমনভাবে গাড়ি চালায় যখন তখন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই ছোট রাস্তায় হাইরোডের মতো দ্রুত গাড়ি চালায়। এরা রাতে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। এই মহিলার যা হল তাঁকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কারোর সঙ্গে আর যাতে এমন ঘটনা না হয় সেই জন্য এদের কড়া শাস্তি হওয়া দরকার বলে বাসিন্দাদের অভিমত।

গুরুত্বপূর্ণ সেতু ভেঙে নতুন করে তৈরি করার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ টালা সেতুর পর রাজ্য সরকার উত্তর কলকাতার সঙ্গে শহরতলীর যোগাযোগের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ সেতু ভেঙে নতুন করে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী মাস থেকেই চিৎপুর সেতু ভেঙে নতুন করে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে কে এম ডি এ সূত্রে জানা গেছে। সেতু ভাঙার আগে ওই সেতুর তলায় বসবাসকারি পরিবারগুলির পুনর্বাসনেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য দুটি জায়গা চিহ্নিত করা হযেছে। প্রয়োজনে রেলের কাছ থেকেও জমি চাওয়া হতে পারে। সেতু ভাঙার দিনক্ষণ ও পুনর্বাসনের বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে কে এম ডি এ কর্তৃপক্ষ একটি বৈঠক ডাকছে। সেই বৈঠকে কলকাতা পুরসভা, পুলিশ ও রেল কর্তাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ শাসনকালে ১৯৩৪ সালে নির্মিত চিৎপুর সেতু কলকাতার প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ সেতুগুলির মধ্যে অন্যতম। ২০১৯ সালে টালা সেতু ভাঙার পর এই সেতুর ওপর যানবাহনের চাপ বহুগুণে বেড়ে যায়। নতুন টালা সেতু তৈরি হওয়ার পর কে এম ডি এ এই সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নতুন ভাবে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়।

৪ দিন শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখায় বাতিল একাধিক ট্রেন, আশঙ্কায় যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ মেরামতির কাজের জন্য আজ অর্থাৎ শুক্রবার থেকে চারদিন বাতিল শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখার একাধিক ট্রেন। অফিস টাইমে চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার যাত্রীরা। কার্যত বাদুরঝোলা হয়ে গন্তব্যে যাচ্ছেন আমজনতা। তবে শুধু বনগাঁ শাখা নয়, মেরামতির কাজের জন্য মেইন শাখাতেও বাতিল একাধিক ট্রেন। জানা গিয়েছে, দত্তপুকুরে মেরামতির কাজ করা হবে। সেই কারণে বাতিল করা হচ্ছে শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখার বহু ট্রেন। শুক্রবার থেকেই বাতিল বেশ কিছু ট্রেন। তবে শনিবার বাতিলের সংখ্যা বাড়বে। এদিকে অধিকাংশ অফিসই খোলা থাকে শনিবার। ফলে ভোগান্তির আশঙ্কা প্রবল। শুক্রবার (২০ জানুয়ারি) ঃ ১. ৩৩৮৬৪ আপ শিয়ালদহ-বনগাঁ লোকাল ২. ৩৩৮৫৮ ডাউন বনগাঁ-শিয়ালদহ লোকাল। শনিবার (২১ জানুয়ারি) ঃ ১. ৩১৬২৯ আপ শিয়ালদহ- রানাঘাট লোকাল। ২.৩১৬৩৬ ডাউন রানাঘাট- শিয়ালদহ লোকাল ৩. আপ শিয়ালদহ বনগাঁ লোকাল (৩৩৮১১, ৩৩৮১৩, ৩৩৮৬৩) ৪. ডাউন শিয়ালদহ বনগাঁ লোকাল (৩৩৮১২, ৩৩৮৫৩, ৩৩৮১৮) ৫. ৩৩৬৫১ আপ শিয়ালদহ-হাবরা লোকাল ৬. ৩৩৬৫২ ডাউন হাবরা-শিয়ালদহ লোকাল। রবিবার (২২ জানুয়ারি) ঃ ১. আপ শিয়ালদহ-বনগাঁ লোকাল (৩৩৮১১, ৩৩৮১৩, ৩৩৮১৫, ৩৩৮৬৩) ২. ডাউন বনগাঁ- শিয়ালদহ লোকাল (৩৩৮১২, ৩৩৮১৮, ৩৩৮২২, ৩৩৮৫৮) ৩. ৩৩৬৫১ আপ শিয়ালদহ-হাবরা লোকাল ৪. ৩৩৬৫২ ডাউন হাবরা-শিয়ালদহ লোকাল রবিবার বাতিল থাকবে বেশ কয়েক মেইন শাখার ট্রেনও। সেই তালিকায় রয়েছে বারাকপুর লোকাল, ২৩ জানুয়ারি (সোমবার) ঃ ১. আপ শিয়ালদহ-বনগাঁ লোকাল (৩৩৮১১, ৩৩৮১৫, ৩৩৮১৩) ২. ডাউন বনগাঁ- শিয়ালদহ লোকাল (৩৩৮১২, ৩৩৮২২, ৩৩১৮) ৩. ৩৩৬৫১ আপ শিয়ালদহ-হাবরা ৪.৩৩৬৫২ ডাউন হাবরা-শিয়ালদহ।

পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির কৃষি জমিকে কৃষি সেচ যোজনায় আনা হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ রাজ্যে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলি সহ অন্যান্য জেলার কৃষির উন্নয়নে বাংলা কৃষি সেচ যোজনা প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত ৪৩ হাজার ৪৫৫ হেক্টর কৃষি জমিকে এর আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এই অনুশেচ প্রকল্প থেকে এক লক্ষ ১৩ হাজার ৮৫১ জন কৃষক উপকৃত হয়েছেন বলে নবান্নে কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৮-১৯ সালে চালু হওয়া এই প্রকল্পে খরচের ৫৫ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাকি ৪৫ শতাংশ রাজ্য সরকার বহন করে। কৃষককে শুধুমাত্র পণ্য পরিষেবা করের খরচ বহন করতে হয়।

আবার ভুয়ো কল সেন্টারের হদিশ বিধাননগরে, গ্রেফতার ৬ মহিলা সহ ২১

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ কল সেন্টারে হাওয়ালা যোগ। সেক্টর ফাইভের ভুয়ো কল সেন্টারে হানা দিয়ে ৬ মহিলা সহ ২১ জনকে গ্রেফতার করলো বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস। একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ নথি। পুলিস সূত্রে খবর, সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের ইপি ব্লকের গ্লোবসিন ক্রিস্টাল টাওয়ার বিল্ডিংয়ের ছয় তলায় রেনেসাঁ ইনফো ওয়েব প্রাইভেট লিমিটেড নামের একটি ভুয়ো কল সেন্টার চালু করেছিল ইকো পার্ক থানা এলাকার বাসিন্দা পরাগ কুন্ডু। সেই ভুয়ো কল সেন্টার থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ফোন করতো প্রতারকরা। নিজেদের মার্কিন টেলিকম সংস্থার কর্মী হিসাবে পরিচয় দিয়ে ইন্টারনেট স্পিড বৃদ্ধি এবং ম্যালওয়্যার অ্যাটাক থেকে সুরক্ষার জন্যে অ্যান্টিভাইরাস সাপোর্ট সংক্রান্ত বিষয় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতো। সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে বিদেশি মুদ্রায় লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা করতো এই চক্র। সূত্রের খবর এই ভাবে কয়েক কোটি টাকা প্রতারণা করে এই চক্র। অবশেষে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস সূত্র মারফত খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে হানা দেয় সেক্টর ফাইভের ভুয়ো কল সেন্টারে। সেখান থেকে সংস্থার দুই ডিরেক্টর পরাগ কুন্ডু এবং সঞ্জয় চন্দ্র দাস সহ ২১ জনকে গ্রেফতার করে পুলিস। পুলিস সূত্রে খবর এই চক্রের আড়ালে রয়েছে হাওয়ালা যোগ। এদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিস জানতে পারে এই চক্র বিদেশি নাগরিকদের থেকে প্রতারণা করার সময় তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ব্যাংক একাউন্টে টাকা জমা করতে বলতো। পরবর্তীতে সেই টাকা হাওয়ালা মাধ্যমে দিল্লির এক ব্যবসায়ীর কাছে পৌঁছাত। সেখান থেকে টাকা কলকাতার এক ব্যবসায়ীর মাধ্যমে এসে পৌঁছাত পরাগের কাছে। পুলিস সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এই অফিস এবং পরাগের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মোট ৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা নগদ উদ্ধার করেছে তারা। এছাড়াও ৪২ টি কম্পিউটার, ২৩ টি স্মার্ট ফোন, ২৬ টি ডেবিট কার্ড, ৩ টি হার্ড ডিস্ক, ১৬ টি চেক বুক, ৪ টি ব্যাংক পাসবুক, ৪ টি প্যান কার্ড, দুটি রাউটার সহ একাধিক ভিকটিম ডেটা উদ্ধার করেছে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস। শুক্রবার অভিযুক্তদের বিধাননগর আদালতে তোলা হবে। মূল অভিযুক্তদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে বলে পুলিস। এই চক্রের সঙ্গে জড়িতদের বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস।

জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় বহডু থেকে নিখোঁজ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার নাবালিকা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২০ জানুয়ারি ঃ আবারও জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় জয়নগর টাউন থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে উদ্ধার এক নাবালিকাকে শুক্রবার পাঠানো হল বারুইপুর মহকুমা আদালতে। পড়াশোনায় ফাঁকি দেওয়ায় বাবা-মা বকাবকি করায় বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে গত বৃহস্পতিবার আত্মীয়ের বাড়িতে চলে যায় এক নাবালিকা। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর থানার বহড়ু মাঝের পাড়া এলাকায়। ওই নাবালিকা বহড়ু গালর্স হাইস্কুলের ছাত্রী। বৃহস্পতিবার ঐ নাবালিকার পরিবারের তরফে জয়নগর থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়। আর তাঁর পরেই জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশ মেনে এস আই সায়ন ভট্টাচার্য্য ঘটনার তদন্ত নেমে ২৪ ঘন্টার মধ্যে জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের মতিলাল পাড়ায় ওই নাবালিকার আত্মীয়ের বাড়ি থেকে শুক্রবার সকালে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে। আর শুক্রবার ওই নাবালিকাকে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়, আর এদিন ওই নাবালিকার মা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, পড়াশোনায় ফাঁকি দিচ্ছিল বলে বকাবকি করায় স্কুলে যাবার পথেই ও পালিয়ে যায়। জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা মেয়েকে ফিরে পাই। আর এজন্য জয়নগর থানার পুলিশকে অজস্র ধন্যবাদ। পুলিশের এত সুন্দর কাজে আমরা সত্যিই খুশি। পুলিশের এই কাজের জন্য এলাকার মানুষও খুশি।

দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে দিনভর প্রচার করলেন রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২০ জানুয়ারি ঃ দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে দিনভর প্রচার করলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত মন্ত্রী পুলক রায়। উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বালিচাতুরী পঞ্চায়েতের একাধিক এলাকায় এদিন শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ বালিচাতুরী পঞ্চায়েতের মাঝীপাড়া থেকে দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেন। বালিচাতুরী, মহেশ্বর পুরের একাধিক এলাকায় প্রচার করেন। মহেশ্বরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের চকলেট বিতরন করেন, এবং

বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের খাবার পরিদর্শন করেন, পরে মহেশ্বরপুরের জনৈকা ঝর্না সাঁতরার বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সারেন। মন্ত্রীর সঙ্গে প্রচারে ছিলেন হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামপুর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সেখ নাসরিন, বালিচাতুরী পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামল কুমার পুরকাইত, হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সেখ হাসিবুর রহমান, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দুলাল কর প্রমুখ। অপরদিকে আমতা ১ নং ব্লকের ভান্ডারগাছা পঞ্চায়েতের একাধিক এলাকায় দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে সারাদিন প্রচার করেন বাগনানের বিধায়ক অরুনাভ সেন। বাগনান ২নং ব্লকের চন্দ্রভাগ অঞ্চলের একাধিক এলাকায় প্রচার করেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়। বাগনান কেন্দ্রের অন্তর্গত চন্দ্রভাগ গ্রাম পঞ্চায়েতে দিদির সুরক্ষা কবচ অনুষ্ঠানে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অরূপ রায়। শুক্রবার সকালে মন্ত্রী অরূপ রায় কানাইপুর শীতলা মন্দিরে পুজো দিলেন। তারপর মন্ত্রী বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের অভাব, অভিযোগ ও সমস্যা শুনলেন। মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন। দুপুরে রবিভাগ হেরিটেজ কলেজে কর্মীদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারলেন। তারপর বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে এই কর্মসূচি পালন করলেন। এদিন তিনি আইসিডিএস সেন্টারে ভিসিট করেন। মধ্য হাওড়ার বিধায়ক মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে তাঁরা মানুষের ঘরের দুয়ারে গিয়ে তাঁদের সমস্যার কথা শুনছেন। এদিনের কর্মসূচি তারই অঙ্গ । তৃণমূল সরকারের ১৫ টি জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা যাতে সবাই পান তার জন্যই এই কর্মসূচি বলে জানান রাজ্য মন্ত্রী সভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য অরূপ রায় । এদিন মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে খুশি এলাকার মানুষ। সাধারণত দিদির নির্দেশে এই দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি বিধায়করা নিজ কেন্দ্রে ছাড়াও অন্য কেন্দ্রে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। তার ফলে সাধারণ মানুষ অনেক খোলা মনে নিজেদের সমস্যার কথা বিধায়ক কিংবা বিধায়িকাদের জানাতে পারছেন। যেমন অরূপ রায় শুক্রবার এসেছেন বাগনানে। আর বাগনানের বিধায়ক অরুণাভ সেন গিয়েছেন আমতায় । বাগনানে এদিন মন্ত্রী অরূপ রায়ের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বাগনান কেন্দ্র তৃণমূল কিষান ক্ষেত মজদুর এর সভাপতি চন্দ্রনাথ বসু, স্থানীয় তৃণমূল নেতা মানস বসু, পঞ্চানন দাস, তৃণমূল নেত্রী মৌসুমী সেন সহ পঞ্চায়েতের কর্মীরা। এই দিদির সুরক্ষা কবচ অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষ আরও বেশি সরকারের কাছে সুযোগ সুবিধা পাবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। উলুবেড়িয়া ২ নং ব্লকের বানীবন অঞ্চলের একাধিক এলাকায় দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে প্রচার করেন, পাঁচতলার বিধায়ক গুলশান মল্লিক চড়া পাঁচলা এলাকায় প্রচার করেন।

লিজ যুক্ত জমিকে মুক্ত জমি করার সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার লিজ যুক্ত জমি কে লিজ মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দোকান ঘর নির্মাণ এবং ফ্ল্যাট তৈরির জন্য নির্দিষ্ট জমি ছাড়াও ৯৯ বছর বা তার অধিক সময়ের জন্য লিজ প্রাপ্ত আবাসিক এবং বাণিজ্যিক জমির ক্ষেত্রে এই সুবিধা পাওয়া যাবে বলে পূর্ত এবং নগর উন্নয়ন দপ্তর থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। এই জন্য শুধুমাত্র অনলাইনে www.wburbanservices.gov.in এই ওয়েবসাইটে আবেদন করা যাবে।

আজ কলকাতার বিস্তীর্ণ অংশে জল বন্ধ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ জলের পাইপ লাইন মেরামত এবং বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজের কারণে আজ শনিবার কলকাতার বিস্তীর্ণ অংশে জল সরবরাহ বন্ধ রাখবে কলকাতা পুরসভা। শুক্রবার গার্ডেনরিচ পরিশোধন প্রকল্পের জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে বলে কলকাতা পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে। কলকাতার বহু মানুষ পুরসভার জলের উপরে নির্ভরশীল। ফলে গোটা দিন জল বন্ধ থাকলে স্বাভাবিকভাবেই সমস্যায় পড়বেন মানুষ। সেই কারণে আগেভাগেই পুরসভার তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানানো হয়েছে। আজ সকাল ১০ টার পর থেকে গার্ডেনরিচ প্রকল্পে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। টলিগঞ্জ, যাদবপুর, চেতলা, বেহালা, গড়িয়াহাট, কসবা, দক্ষিণ কলকাতার ইএম বাইপাস লাগোয়া ওয়ার্ডগুলির বাসিন্দারা শনিবার রাত পর্যন্ত জল পাবেন না। পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের রক্ষাবেক্ষণ এবং পাইপ লাইনের মেরামতির কাজের জন্য জল বন্ধ রাখা হবে। এর ফলে দক্ষিণ কলকাতার একটি বড় অংশে আগামীকাল পুরসভার জল পৌঁছাবে না। রবিবার সকাল ৬ টা থেকে পুনরায় জল সরবরাহ করা হবে।

ডাটাকম উপকরণের প্রয়োজনীয়তা

ই-টেন্ডার নং: এসএনটি-৩৩-এনএফআর-২০২২-২৩-আরটি, তারিখ: ১৮-০১-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম ও স্থান: [illegible] ডাটাকম উপকরণের প্রয়োজনীয়তা। টেন্ডার মূল্য: ২৫,৯৯,৭৭৭.৩৭ টাকা, বিড সিকিউরিটি: ৫২,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৯-০২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ০৯-০২-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ ও নথিপত্র দেখার ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in।

সিনি. ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

[illegible] সিস্টেমের উন্নতকরণ

ই-টেন্ডার নং. এসএনটি-৩৭-এনএফআর-২০২২-২৩-আরটি তারিখ: ১৮-০১-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। [illegible] টেন্ডার রাশি: ৮,৬৬,০৬০/- টাকা। বায়না রাশি: ১৬,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৯-০২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা এবং খোলা হবে: ০৯-০২-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

মণ্ডল সিগনাল এন্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বাস্তবায়নের পথে কাশফুল দিয়ে তৈরি বালিশ, শুরু প্রথম ধাপ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ জানুয়ারি ঃ কাশফুল দিয়ে তৈরি হবে বালিশ! হাওড়ার প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী যে সম্ভাবনাকে বতলে দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়নের পথে। ইতিমধ্যেই দেশের মধ্যে প্রথম এই ধরনের উদ্যোগ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ প্রশংসা কুড়িয়েছে। এবার রাজ্যের মধ্যে প্রথম হাওড়া জেলার সাঁকরাইল ব্লকে শুরু হল বালিশ তৈরির কাজ। ধূলাগড় পঞ্চায়েতে আইসিএআর, বিশ্ব বাংলা এবং রাজ্য প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে শুরু হয় কাশ বালিশ তৈরীর কাজ। স্বনির্ভর গোষ্ঠী মহিলা শুরু করেছেন প্রথম ধাপের কাজ। পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে শুরু হওয়া এই কাজে ব্যবহার করা হবে ৭৫ শতাংশ প্রাকৃতিক তুলো এবং ২৫ শতাংশ কাশফুল। তবে পরবর্তীতে এই পরিমাণ বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায় কিনা তা নিয়েও গবেষণা চলবে।

দক্ষিণবঙ্গে শীতের আমেজ কমার ফলে জ্বর, সর্দি, কাশিতে নাস্তানাবুদ শহরের বাসিন্দাদের একাংশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ পৌষের শেষ থেকে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় জেরবার বঙ্গজীবন। কাশি, জ্বর, সর্দিতে নাস্তানাবুদ শহরের বাসিন্দাদের অনেকেই। সঙ্গে হাজির পেটের সমস্যাও। বেশি করে উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে বয়স্ক ও শ্বাসের সমস্যায় ভোগা রোগীদের নিয়ে। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, বার বার আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে থাকলে এই ভোগান্তিও চলবে। এই মুহূর্তে যেমন কিছুটা ঠান্ডা থাকলেও পূর্বাভাস বলছে, আগামীকাল, শনিবার থেকেই বাড়তে পারে তাপমাত্রা। তাই সতর্কতাই হল এখন বাঁচার একমাত্র পথ। আলিপুর আবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়েছিল, দক্ষিণবঙ্গে শীতের প্রত্যাবর্তনের আর তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। সম্ভবত, আগামী ২৩ জানুয়ারি শেষ হতে চলেছে চলতি মরশুমের শীতের মেয়াদ। জানুয়ারি মাসের বাকি দিনগুলিতে আর তেমন পারদ পতনের সম্ভাবনা নেই। তবে সেই পূর্বাভাস কিছুটা ভুল প্রমাণ করে এক ধাক্কায় নামল কলকাতার তাপমাত্রা। শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে পৌঁছাল ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি নেমে তাপমাত্রা ১৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

e-TENDER NOTICE

Pradhan, Pantihal GP under Jagatballavpur Block, Howrah invites e-Tender vide NIT No. : Pant/37/2023, Pant/38/2023, Pant/39/2023, Pant/40/2023, Pant/41/2023, Pant/42/2023, Pant/43/2023, Pant/44/2023, Dated : 21/01/2023. Last Date of Submission of Bid : 31/01/2023 upto 11 A.M. For more information visit https://www.wbtenders.gov.in

The Principal, Govt. ITI Siliguri, Darjeeling, WB invites e-Tenders from agencies/parties dealing with repair and maintenance work for **Repair works of equipment and machineries of different trade workshops** at Govt. ITI Siliguri vide tender ID:2023_DTET_450911_1. Other details may be obtained from website- https://wbtenders.gov.in

Principal
Govt. ITI Siliguri

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-I, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/Z-I/BR-II/WD-11/L-85/22-23
Name of Work: **Installation of LED Letter Signage Board at 79, Bidhan Sarani with allied electrical works within Ward No.-11.** Estimated Amount: **Part 'A' – ₹ 1,54,972.28** and **Part 'B' – To be quoted.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.**

(2) NIT No.: KMC/Z-I/BR-II/WD-11/L-86/22-23
Name of Work: **Installation of LED Letter Signage Board at A.P.C. Road and Aurobinda Sarani Crossing (Khanna More) with allied electrical works in Ward No.-11.** Estimated Amount: **Part 'A' – ₹ 1,23,268.84** and **Part 'B' – To be quoted**. Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

(3) NIT No.: KMC/Z-I/BR-II/WD-11/L-87/22-23
Name of Work: **Installation of LED Letter Signage Board in front of Golbari (near Shyambazar Five Point) with allied electrical works within Ward No.-11.** Estimated Amount: **Part 'A' – ₹ 1,84,758.80** and **Part 'B' – To be quoted**. Earnest Money: **₹ 9,000.00.** Period of Completion: **10 days** (For Sl. No. 1 to 3). Last Date and Time of submission of Bid: **01.02.2023 at 3.00 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **21.01.2023 at 3.00 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD7/09/22-23
Name of Work: **Renovation of lighting arrangement at Akshoy Bose Lane, Nandalal Bose Lane and other places in Ward No.-07 under Br.-I.** Estimated Amount: **₹ 1,97,425.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **10 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **02.02.2023 at 1.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.01.2023 at 5.00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

(5) NIT No.: LTG/Z-1/33/22-23/23
Name of Work: **Improvement of lighting arrangements at infront of 70 No. Beliaghata Main Road Bustee in Ward No.-33.** Estimated Amount: **₹ 1,93,715.21.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **10 days.**

(6) NIT No.: LTG/Z-1/31/22-23/36
Name of Work: **Renovation & replacement of Fountain lighting, Cables & Penel at (Ramkrishna Samadhi Road) A.P.C. Park in Ward No.-31.** Estimated Amount: **₹ 1,49,712.85.** Earnest Money: **₹ 3,000.00.** Period of Completion: **15 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **03.02.2023 (12.00 noon)** (For Sl. No. 5 & 6). The bid forms and other details are available on and from **20.01.2023 (9.00 a.m.)** (For Sl. No. 5 & 6) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 5 & 6).

(7) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD3/20/22-23
Name of Work: **Renovation of street lighting system at Milk Colony and different places in Ward No.-03 under Br.-I.** Estimated Amount: **₹ 1,98,300.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **25 days.**

(8) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD3/19/22-23
Name of Work: **Miscellaneous electrical works of street lighting system at Birendra Nagar, Beer Para and other places in Ward No.-03 under Br.-I.** Estimated Amount: **₹ 1,96,040.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **21 days.**

(9) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD3/22/22-23
Name of Work: **Installation work of earthing, muffing and other allied electrical works of street lighting system at Belgachia Road and different other places within Ward No.-03.** Estimated Amount: **₹ 1,96,791.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **21 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **03.02.2023 at 1.00 p.m.** (For Sl. No. 7 to 9). The bid forms and other details are available on and from **21.01.2023 at 6.00 p.m.** (For Sl. No. 7 to 9). from the website **https:// etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 7 to 9).

(10) NIT No.: Z-1/L-13/W-13/22-23/KMC
Name of Work: **Routine maintenance of 4 Nos. water fountain in Ward No.-13.** Estimated Amount: **₹ 1,41,588.00.** Earnest Money: **₹ 2,900.00.** Period of Completion: **365 days.**

(11) NIT No.: Z-1/L-25/W-30/O & M/22-23/KMC
Name of Work: **Operation & maintenance of decorative lighting system including materials at N. M. Road, M. M. Road, Kankurgachi Road & other places in Ward No.-30, under Br.-III.** Estimated Amount: **₹ 2,50,524.14.** Earnest Money: **₹ 5,100.00.** Period of Completion: **365 days.**

(12) NIT No.: Z-1/L-21/W-14/22-23/KMC
Name of Work: **Installation work of A.C. machine, LED lights & some other electrical works at Murari Pukur Hindu Burial Ground in Ward No.-14.** Estimated Amount: **₹ 2,42,917.10.** Earnest Money: **₹ 4,900.00.** Period of Completion: **25 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **06.02.2023 (12.00 noon)** (For Sl. No. 10 to 12). The bid forms and other details are available on and from **19.01.2023 (5.00 p.m.)** (For Sl. No. 10 to 12) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 10 to 12).

The **Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-VI, KMC** invites tender online two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/EE_E/LTGVI/123/OM/7/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Annual comprehensive maintenance for A.C. machine installed at Five Storied Community Hall "Abahan" at James Long Sarani in Ward No.-123.** Estimated Amount: **₹ 3,31,794.00.** Earnest Money: **₹ 6,700.00.** Period of Completion: **365 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **30.01.2023 – 12.00 noon.** Bid opening date and time: **01.02.2023 – 2.00 p.m.** The bid forms and other details are available on **20.01.2023 (6.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No.: LTGVI/EE(E)/124/21/22-23
Name of Work: **Improvement of street lighting system at Bakul Tala, Muslim Para and other different areas in Ward No.-124.** Estimated Amount: **₹ 1,99,697.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **13 Days.**

(3) NIT No.: LTGVI/EE(E)/124/22/22-23
Name of Work: **Improvement of street lighting system at Chandal Para Road, Thakurpukur Station Road and other different areas in Ward No.-124.** Estimated Amount: **₹ 1,98,668.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **11 Days.**

(4) NIT No.: LTGVI/EE(E)/124/23/22-23
Name of Work: **Improvement of street lighting system at Majher Para, Natunpally and other different areas in Ward No.-124.** Estimated Amount: **₹ 1,99,282.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **12 Days.**

(5) NIT No.: LTGVI/EE(E)/143/16/22-23
Name of Work: **Improvement of street lighting system at Surya Sen Pally, Barma Colony and other different areas in Ward No.-143.** Estimated Amount: **₹ 1,95,623.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **31.01.2023 – 12.00 noon** (For Sl. No. 2 to 5). Technical Bid open date and time: **02.02.2023 (2.00 p.m.)** (For Sl. No. 2 to 5). The bid forms and other details are available on **24.01.2023 (6.00 p.m.)** (For Sl. No. 2 to 5) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 2 to 5).

The **Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-III, KMC** invites tender online, two part Bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2022-2023/269
Name of Work: **Installation of Mini-Mast at (1) Chandranath Chatterjee Street & Kansari Para Road Crossing and (2) 16 No. Beninandan Road in Ward No.-71, Br.-IX.** Estimated Amount: **₹ 1,70,647.58.** Earnest Money: **₹ 3,500.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **28.01.2023 (12.00 noon).** Bid opening date for Technical Proposals (online):: **31.01.2023 at 4.00 p.m.** The bid forms and other details are available on & from **17.01.2023 (4.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2022-2023/280
Name of Work: **Operation and maintenance of street lighting system in Ward No.-79.** Estimated Amount: **₹ 4,25,912.00.** Earnest Money: **₹ 8,600.00.** Period of Completion: **306 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **02.02.2023 (12.00 noon).** The bid forms and other details are available on & from **20.01.2023 (4.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2022-2023/279
Name of Work: **Operation and maintenance of street lighting system in Ward No.-77.** Estimated Amount: **₹ 3,97,938.00.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.** Period of Completion: **306 Days.**

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2022-2023/284
Name of Work: **Supply & delivery of LED street light fitting at CPT Colony, different bustee areas and other areas in Ward No.-80.** Estimated Amount: **₹ 4,80,548.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2022-2023/285
Name of Work: **Renovation of electrical wiring & accessories with allied electrical works at Store Office & Godown of Alipur Store in Br.-IX Office.** Estimated Amount: **₹ 2,96,199.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last Date and Time of completion of Bid: **28.01.2023 upto 2.00 p.m.** (For Sl. No. 3 to 5). The bid forms and other details are available on & from **20.01.2023 from 2.00 p.m.** (For Sl. No. 3 to 5) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 3 to 5). 1006/22-23

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৫২ সংখ্যা, শনিবার, ৬ মাঘ, ১৪২৯

নন্দীগ্রামের কৃষকেরা

তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী থাকার সময় থেকেই শুভেন্দু অধিকারী সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতেন। শুভেন্দু অধিকারী মনে করতেন নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ব্যাপারে তাদের অবদান রয়েছে। সেই অবদানে ভাগ বসাতে শুরু করে দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু শুভেন্দু মনে করেন তিনি না থাকলে নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলন এত বেশি করে মজবুত হতো না। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষকদের জমি অধিগ্রহণ করে শিল্প হবে না ডাক আন্দোলন শুরু করলে তাতে নন্দীগ্রামের কৃষকেরা এসে তাতে যোগদান করে। সেখানে কিন্তু শুভেন্দু কোনও জাদু কাজ করেনি। সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামই তৃণমূল কংগ্রেসকে শক্তিশালী ভিতের ওপরে বসিয়েছিল। বাম শক্তি পরাস্ত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক কৌশলের কাছে। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও সময়ে বলেননি যে সিঙ্গুরে কারখানা হবে না। তিনি বলেছিলেন, কিছু জমি ছাড় দিয়ে শিল্প কারখানা তৈরি করতে। কিন্তু টাটারা সেই জায়গা ছাড় দেওয়ার ব্যাপরে একেবারে নারাজ ছিল। সিঙ্গুরে কৃষকেরা যখন জমি আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিল তখন আবার নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণ করে সেখানে শিল্প করার ইচ্ছা প্রকাশ করে বামফ্রন্ট সরকার। কৃষক এবং শ্রমিকদের ভোট নিয়ে বাম দল সরকারে এসেছিল। শেষদিকে বাম দলের নেতারা কৃষক এবং শ্রমিকদের দিকে মুখ ফিরে তাকানোর সময় পায়নি। তারা তখন শিল্পপতিদের তোয়াজ করতে শুরু করে দিয়েছিল। শিল্পপতিদের তোয়াজ করার ফলে কৃষক এবং শ্রমিকেরা অবহেলিত হতে থাকে। সেই জায়গাটাকে দখল করে নিয়েছিলেন বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বাংলার কৃষক এবং শ্রমিকদের মনকে জয় করে শক্তিশালী বাম দলকে পরাস্ত করেন নেত্রী মমতা। আজকে বাম দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে সেই সময়ে কৃষক এবং শ্রমিকদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া একেবারে উচিত কাজ হয়নি। তার ওপরে কৃষক এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুলিশকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সিঙ্গুরে এবং নন্দীগ্রামে পুলিশ কৃষক পরিবারে ওপরে অত্যাচার করতে শুরু করে। পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের। কৃষক এবং শ্রমিকেরা যখন অত্যাচারিত হতে থাকলো তখনই কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাতার তলায় এসে উপস্থিত হয়েছিল গ্রাম বাংলার অসহায় কৃষক সম্প্রদায়। কিন্তু সেই সব ঘটনার কথাকে বিচার বিশ্লেষণ না করে একন শুভেন্দু অধিকারী বলতে শুরু করে দিয়েছেন অধিকারী পরিবারের সাহায্য নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস মেদিনীপুরে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। আসলে লড়াইটা হচ্ছে শুভেন্দু বনাম অভিষেকের। বহু কাল ধরে এই লড়াই জমতে শুরু করে দিয়েছিল। তা প্রকাশ পেতে দেরি করে। শুভেন্দু অধিকারী এখনও মনে করেন তাঁর সহযোগিতা পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস মেদিনীপুরে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। অধিকারী পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন না করলে মেদিনীপুরে কিন্তু শাসক দল রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারতো না। সামনে রয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শুরু হয়ে গেল রাজনৈতিক কাউন্টডাউন। তৃণমূল কংগ্রেসে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবারে শুভেন্দু অধিকারী দুর্গে গিয়ে উপস্থিত হয়ে সভা করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। কাঁথি হচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীর দুর্গ। আবার পাল্টা হিসাবে ডায়মণ্ড হারবারে সভা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধাকারী। দুই নেতা ঠিক আগেকার মতো ধারাাবহিক তর্জা করতে শুরু করে দিয়েছেন। রাজনৈতিক মহল এই তর্জার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঁথিতে সভা করার কথা আগেই ঘোষণা করেছিল দল। তারপরেই ডায়মণ্ড হারবারে সভা করা ব্যপারে উৎসাহ দেখাতে শুরু করেন শুভেন্দু অধিকারী। ইতিমধ্যেই শুভেন্দু অধিকারী ডিসেম্বর মাসকে ডেডলাইন বলে উল্লেখ করেছিলেন। এবারে পাল্টা হুমকি দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের দলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ। তিনি বলেছেন, খেলা টের পাবেন। তৃণমূল কংগ্রেস সভা করার জন্য প্রভাত কুমার কলেজের মাঠ পচ্ছন্দ করে। বাড়ির খুব কাছে সভা করা নিয়ে হাইকোর্টে গিয়েছিলেন বিরোধী দলের নেতা। কিন্তু কিছু শর্ত বেঁধে দিয়ে ওই মাঠেই সভা করার অনুমতি দিয়েছে আদালত। কুণাল ঘোষ বলেছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সভাকে আটকাতে আদালতে গিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তারপরে তিনি আবার ডায়মণ্ড হারবারে সভা করছেন। অভিষেকের সভাকে কেন্দ্র করে গোটা কাঁথি শহরে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা এবং ফেস্টুনে মুড়ে ফেলা হয়েছে। ডায়মন্ড হারবারে কুলপির দলনঘাটায় সভা করার অনুমতি চেয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। পরে লাইট হাউস মাঠে বিজেপি সভার করার অনুমতি দেয় আদালত। বিজেপি দলের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দীপক হালদার বলেছেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সভা করার অনুমতি পেতে প্রতিটি ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস হুমকি দেওয়ার ফলে ডেকরেটরদের মঞ্চ তৈরি করতে অসুবিধা হচ্ছে। শেষ বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকেই একে অপরের দিকে আঙ্গুল তুলতে শুরু করে দিয়েছিল। রাজনৈতিক মহলও ব্যানার্জি পরিবার এবং অধিকার পরিবারের লড়াই দেখার অপেক্ষায় রয়েছে। বছর খানেক আগে কয়লা এবং গোরু পাচারকে কেন্দ্র করে তর্জায় জড়িয়ে গিয়েছিলেন অভিষেক এবং শুভেন্দু। এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচন শুরু হওয়ার আগেই আবার দুই পক্ষ বিতর্ক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলো। এদিকে কাঁথির সভা শুরু হওয়ার আগে অধিকারী বাড়িতে চায়ের আমন্ত্রণ করা হয়েছে অভিষেকের। শুভেন্দু ভাই দিব্যেন্দু অধিকারী অভিষেককে চায়ের আমন্ত্রণ করেছেন।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

কারো সাহায্য যখন তুমি না পাও, তখন পিতার কাছে যাও। সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে নচেৎ অমানুষ সেই সন্তান।

রামকৃ

রামকৃষ্ণ কথা ও বাণী

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত।

সর্বত্যাগী ত্রৈলোক্যনাথ মহারাজ বাংলার বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন

সাটিরপোড়া বিপ্লবী কেন্দ্রের এই বিপ্লবী নৌকা চুরি করার দায়ে গ্রেফতার হন

রবীন্দ্রকুমার শীল্

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ক্ষুদিরাম মেদিনীপুরের হাটগেছিয়ায় সরকারি ডাকের টাকা লুট করে। পুজোর ছুটিতে ক্ষুদিরামকে তাঁর ভগিনীপতি অমৃতলাল রায় গাটগেছিয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। গুপ্ত সমিতির জন্য টাকা সংগ্রহ করতে সরকারি ডাক লুঠ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ক্ষুদিরাম। ডাক ঘাটাল সাবপোস্ট অফিস থেকে সোনাখালি যেত। ডাক হরকরা দাসপুর ধরে হাটগেছিয়া এসে হরেকৃষ্ণপুর ধরে সোনাখালি যেত। এই পথেই পরে সিমলা দীঘি। তার পাড় ধরে রাস্তা চলে গিয়েছে। সন্ধ্যা বেলায় টাকা লুঠ করে ক্ষুদিরাম। তারপরে সেই টাকা মেদিনীপুরে মঙ্গল সাঁতরার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ক্ষুদিরাম গভীর রাতে রণ'পা চেপে গোপীগঞ্জ চলে আসেন। ভোর বেলায় স্টিমারে করে কোলাঘাট। তারপরে সেখান থেকে ট্রেনে করে তিনি মেদিনীপুরে চলে যান। জীবদ্দশায় ক্ষদিরাম আর কোনও দিন হাটগেছিয়াতে ফিরে আসেন নি। এই ডাক লুঠ করা নিয়ে তাঁর দিদি অপরূপা একটি বিবরণ দিয়েছেন,'' ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের পূজার সময় আমরা হাটগেছ্যায় যাই। সেখানে লক্ষনীপূজার পর কালী পুজার মধ্যে কৃষ্ণপক্ষের এক সন্ধ্যার সময় ডাক-হরকরার মেল-ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সেই দিন সন্ধ্যার সময় জানতে পারি, ক্ষুদিরামই ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এক জন দেখেছিল- কিন্তু পুলিশ তদন্তের সময় কেউ কোন কথা বলেনি। এর ফলে নিরাপরাধ মঙ্গল দুলের হল আট মাস জেল। আমার কাছে ধরা পড়ে যাওয়াতে ক্ষুদিরাম সেই দিনই সকলের অগোচরে গভীর রাতে ধান-জমির জল কাদা ভেঙ্গে ৮ মাইল পথ হেঁটে গোপীগঞ্জের স্টীমার ধরে। তারপর কোলাঘাট হয়ে মেদিনীপুর চলে যায়।''

১৯০৮ সালে ৩ এপ্রিল হাওড়ার জেলার অন্তর্গত শিবপুরের শ্রীহরণ পাড়াতে এক ডাকাতি হয়। ডাকাত দলের কাছে ছোরা এবং পিস্তল ছিল। গহনা এবং নগদে প্রায় চারশো টাকা লুণ্ঠিত হয়। মানিকতলা বোমা মামলায় বিপ্লবী অরবিন্দ এবং বারীন্দ্রনাথ ঘোষ গ্রেফতার হওয়ার পর ডাকাতি বিপ্লবীরা বন্ধ করেনি। তারা সেই সময়ে ডাকাতি করতে শুরু করে ছিল বিপ্লবীদের মামলায় সাহায্য করার দিকে লক্ষ্য রেখে। ১৯০৮ সালে ২ জুন অনুশীলন ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাহ্রা গ্রামে ডাকাতি করে ২৫৮৩ টাকা লুঠ করে। এই ডাকাতি করা হয়েছিল একটি ধনী পরিবারের বাড়িতে। রাইফেল, রিভালবার, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে প্রায় ৫০ জন যুবক নৌকায় চেপে ডাকাতি করতে গিয়েছিল। গ্রামের লোক বাধা দেওয়াতে সংঘর্ষ শুরু হয় এবং গুলিতে কেউ কেউ আহত হয়েছিল। এই ডাকাতি করার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিক্রমপুরের শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন আশুতোষ দাশগুপ্ত এবং অমৃতলাল হাজরা। সংবাদ পেয়ে সাভার থানার পুলিশ ডাকাত দলের পিছু ধাওয়া করেছিল এবং তাদের ছোড়া গুলিতে সেই সময়ে গোপাল নামে একটি যুবকের মাথায় গুলি লাগে। সে মারা গেলে তার দেহ ভারি দ্রব্য বেঁধে নদীতে ফেলে দেওয়া হয় যাতে দেহটি ভেসে উঠতে না পারে। গোপালই ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রথম শহিদ। এই ডাকাতির বর্ণনা প্রসঙ্গে ত্রৈলোকনাথ চক্রবর্তী লিখেছেন, ''ডাকাইতেরা সম্ভবতঃ নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাড়ী আক্রমণ করিতে পারে নাই, তাহারা মধ্যরাত্রিতে আক্রমণ করিয়াছিল এবং যখন তাহাদের লণ্ঠন-কার্য শেষ হয় তখন প্রায় ভোর হইয়াছে। ডাকাইতেরা ডাকাইতি করিয়া নৌকায় উঠিয়াছে। নৌকার দাঁড়ী-মাঝির কাজও তাহারাই চালাইয়াছে। অপ্রশস্ত খালের মধ্য দিয়া ডাকাইতের দল নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে। ডাকাইত দেখার জন্য খালের দুই পাড়ে শত শত লোক নৌকার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়াছে। ডাকাউত ধরার জন্য বহু লোক বন্দুক, কোচ, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র -শস্ত্র লইয়া ডাকাইতদের আক্রমণ করিয়াছে। ডাকাইতের দল মাঝে মাঝে বন্দুক ছুঁড়িয়া লোকদিগকে ভয় দেখইতেছে। ইতিমধ্যে থানায় সংবাদ পৌঁছিয়াছে। দারোগা, পুলিশ কনস্টেবল বন্দুক সহ উপস্থিত হইয়াছে। খণ্ডযুদ্ধ সুরু হইয়াছে। এ ভাবে কয়েক ঘন্টা অতিক্রান্ত হইয়াছে। ডাকাইতের দল ছোট নদী হইতে বড় নদী ধালেশ্বরীতে পড়িয়াছে। চারিদিকে সংবাদ পৌঁছিয়াছে। বিভিন্ন থানার পুলিশ বাহিনী সহ দারোগারাও বন্দুক লইয়া ডাকাইত ধরার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। লড়াই চলিতেছে। ধলেশ্বরী নদীতে শত শত নৌকা সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশ হইয়াছে। উভয় পক্ষেই হতাহত হইয়াছে। সন্ধ্যা পর্যান্ত সমস্ত দিন এ ভাবেই চলিতেছে। ডাকাইতির সংবাদ ইতিমধ্যে ঢাকাতে পৌঁছিয়ছে। পুলিশ সুপারিন্টেডন্ট সাহেব ডাকাইত ধরার জন্য গুর্খা সহ 'লঞ্চ' যোগে রওনা হইয়াছেন। ডাকাইতেরা ছিল তরুণ যুবক। আহার নাই, নিদ্রা নাই, অনবরত পরিশ্রম করিতেছে। হতাহত হইতেছে। নৌকা গুলিবিদ্ধ হওয়ায় অনবরত নৌকায় জল উঠিতেছে। কয়েক জন জল সেচার কাজে নিযুক্ত আছে। কিন্তু সন্ধ্যার সময় প্রবল এক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। চারিদিকে অন্ধকার, ধলেশ্বরী নদী ক্রোধে উন্মত্ত হইয়াছে। ধলেশ্বরীর রুদ্র মূর্ত্তি, উত্তাল তরঙ্গমালা দেখিয়া বহু লোকের মনে ডাকাইত ধরা অপেক্ষা প্রাণ বাঁচানোর চিন্তাই প্রবল হইল। নিশার অন্ধকারে ডাকাইতের নৌকা যে কোথায় বিলীন হইয়া গেল, কেহ তাহার সন্ধান পাইল না''

শচীন্দ্রনাথ এবং শশী এই ডাকাতির পর ফেরার হয়ে গিয়েছিলেন। বহু দিন পরে কাশীতে দলের সঙ্গে আবার সংযোগ স্থাপন করে। অমৃতলাল পরে রাজাবাজার বোমা মামলায় ধরা পড়ে ও দণ্ডিত হন। এই ঘটনায় পাঁচ জন নিহত এবং কয়েকজন হতাহত হয়েছিল। ১৯০৮ সালে একটি বড় ধরনের ডাকাতি হয়েছিল ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত নড়িয়া গ্রামে। কিন্তু এই ডাকাতিতে ডাকাত দলের ভালো লাভ হয়নি। প্রায় ৩০-৪০ জন যুবক বন্দুক, রিভালবার প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে নৌকা করে উত্ত গ্রামে উপস্থিত হয়। তারা নৌকা থেকে নেমেই গুলি বর্ষন করতে শুরু করে। তার ফলে নৌকার মাঝিরা এবং গ্রামবাসীরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ডাকাত দলটি স্টিমার-অফিস এবং তিনতি বাড়িতে লুঠ করে মাত্র তিরিশ টাকা পেয়েছিল। লুঠ করে ফেরার পথে কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ফলে প্রায় ৬,৪০০ টাকার ক্ষতি হয়। সরকার পথ থেকে এক হাজার টাকার পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। দেখতে পাওয়া গিয়েছিল কয়েকটি যুবক পুলিশের বেশে রিভালবার সঙ্গে নিয়ে খানাতল্লাসির অজুহাতে বাড়িতে প্রবেশ করে লুঠ করতে থাকে। ডাকাত দল বাজিতপুরে ডাকাতি করতে গিয়ে সেখান থেকে ১৫০০ টাকা এবং বিঘাটির ডাকাতিতে ৫৩৬ টাকা পায়। বিঘাটি ডাকাতির মামলায় এক জনের ছয় বছর, দুই জনের পাঁচ বছর এবং আর এক জনের সাড়ে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। বাজিতপুর ডাকাতি কাণ্ডের মামলায় এক জনের দেড় বছর এবং আর একজনের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

বাজিতপুর ডাকাতির ঠিক আগেরদিন সাটিরপোড়া বিপ্লবী কেন্দ্রের ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী নৌকা চুরি করার দায়ে গ্রেফতার হন। ওই নৌকা চুরি সম্পর্কে এক বিবরণে তিনি লিখেছেন,'' সাটিরপোড়ার নিকট মাছিমপুর গ্রামে আমাদের শাখা সমিতি ছিল। সেই সমিতির সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক ছিল দুই ভাই। তাহারা উভয়েই পুলিশের গুপ্তচর ছিল। তাহারা খুব উৎসাহী, বিনয়ী এবং এতটা বাধ্য ছিল যে কেহ তাহাদের কোনরূপ সন্দেহ করেন নাই। মাছিমপুর সমিতিটি আমার এক সহকারীর অধীন ছিল। একদিন সংবাদ পাইলাম সদরে খেলার প্রতিযোগিতা হইবে। আমরাও এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিব মনস্থ করিলাম। ইহা জানিতে পারিয়া গুপ্তচর ভ্রাতৃদ্বয় আমার সহকারীর নিকট প্রস্তাব করিল য়ে তাহাদের এক প্রকার নৌকা আছে, বিনা ভাড়ার তাহারা নৌকার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবে। আমাদের নিজেদেরই নৌকা চালাইয়া যাইতে হইবে। আমি এই প্রস্তাবে রাজী হইলাম। নৌকা ছয় মাইল দূরে শীতলক্ষ্যার পারে ছিল- গুপ্তচর দুইটি আমাদিগকে রাস্তা দেখাইয়া লইয়া চলিল। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় আমরা নদীর ধারে এক নির্জ্জন স্থানে একটি নৌকা দেখিতে পাইলাম। গুপ্তচর ভ্রাতৃদ্বয় সহ আমরা মোট আঠার জন ঐ নৌকায় ছিলাম। ঢাকা কত দূর- যাইতে কত দিন লাগিবে, এতগুলি লোক লইয়া যাইতেছি- তাহারা রাস্তায় কি খাইবে- ইত্যাদি চিন্তা আমার মাথায় আসে নাই, নৌকাতে কোন আলো ছিল না; উপরন্তু আমরা সকলে নৌকা চালানো সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলাম। যাহা হউক, স্রোত আমাদের অনুকূলে ছিল, নৌকা চালিতে লাগিল। পরদিন প্রাতে ডাঙ্গা বাজারে আমাদের নৌকা পৌঁছিল।

সারা রাত্রি পরিশ্রমে সকলেই ক্ষুধার্ত্ত ছিল- বাজার নিকটে দেখিয়া চিঁড়া কিনিবার জন্য প্রস্তাব হইল। প্রস্তাবে আমার মুখ শুকাইয়া গেল। বলিলাম, টাকা তো আনি নাই। বন্ধু তখন আমাকে রক্ষা করিল। সে বলিল, টাকা আমার নিকট আছে।.. সেই টাকা হইতে চিড়া-গুড় কেনা হইল। এই সময় একটি গুপ্তচর বলিল, তাহার শরীর বিশেষ ভাল বোধ হইতেছে না, বাড়ীতেও একটু কাজ আছে। সে বাড়ীর কাজটুকু সারিয়া সেই দিনই স্টীমারে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছাবে এবং সেইখানে আমাদের সহিত দেখা করিবে। আমি তখন কোনও সন্দেহ করিতে পারি না, তাই তাহাকে চলিয়া যাইতে দিলাম। সে চলিয়া গেলে আমরা নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। গুপ্তচর ভাঙ্গা বাজারে নামিয়া নরসিংদী থানার দারোগা সব স্টীমারে নারায়ণগঞ্জ রওনা হইল।

আমাদের নৌকায় থালা, বাটি, ঘটি কিছু ছিল না, কাজেই খাইবার খুব অসুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু উৎসাহে ও আনন্দে কেহ তাহা গ্রাহ্য করে নাই। বৈকালে আমাদের নৌকা নারায়ণগঞ্জ পৌঁছিল। রাস্তায় যদুর খুব জ্বর হইয়াছিল। পূর্ব্ব-রাত্রিতে বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিল। আমাদের সঙ্গে বিছানাপত্র কিছু ছিল না। জ্বরের ঘোরে কতকটা অজ্ঞান অবস্থায় রহিয়াছে। সঙ্গে গুপ্তচরটি, আমাদের নৌকা নিরাপদে রাখিবে বলিয়া স্থির ছিল, সে তদানুসারে ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল। যদুর জন্য আমি ও বিনোদ নৌকায় রহিলাম। অপর সকলকে ঢাকা পাঠাইয়া দিয়া বলিয়া দিলাম, তাহারা ট্রেনে যাইয়া আমাদের সংবাদ দিবে। কিছুক্ষণ পর গুপ্তচরটি একটি হিন্দুস্থানী কনস্টেবলকে ময়লা কাপড় পরাইয়া বাসার চাকর সাজাইয়া আনিয়া আমাকে বলিল, সে তাহার এক আত্মীয়ের বাসার চাকর, সে নৌকা পাহারা দিবে। আমি নৌকার জন্য নিশ্চিত হইলাম। ঘন্টা খানেক পর দেখিতে পাইলাম, অনেকগুলি পুলিশ আমাদের দিকে দৌড়াইয়া ও লাফাইয়া আমাদের নৌকায় উঠিল। সারা নৌকা তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাসী করিল কিন্তু কিছুই পাইল না। অবশেষে আমাদের গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল।'' বিচারের প্রহসনের পর ত্রৈলোক্যনাথ সহ তিন জনের চারমাস কারাদণ্ড ও প্রত্যেকের ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হয়।

১৯০৮ সালে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গে দুটি এবং পূর্ববঙ্গে বাখরগঞ্জে একটি বড় ডাকাতি হয়েছিল। ২৯ নভেম্বর নদীয়া জেলার অন্তর্গত রায়তা গ্রামে এক ডাকাতিতে ১,৯১৫ টাকা লুঠ করা হয়। ২ ডিসেম্বর তারিখে হুগলী জেলার মরীহাল গ্রামে ডাকাতি করে ১৩০ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু বাখরগঞ্জের অন্তর্গত দেহারগতি গ্রামে ডাকাতি করে তিন হাজার টাকা লুঠ করা হয়েছিল। মরীহাল ডাকাতি সম্পর্কে মামলায় এক জনের সাত বছর কারাদণ্ড হয়। (ক্রমশ)

বাংলাদেশে নির্বাচনের হাওয়া এবং বিরোধিতার রাজনীতি

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হাওয়া. বইতে শুরু করেছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয়. সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের রণকৌশল এবং রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণ করতে বর্তমান সরকার ও ব্যস্ত রয়েছে। দল আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল ক্ষমতার ধারাবাহিকতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষা করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে যাতে মাননীয়. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দিনবদলের সনদ বাস্তবায়ন এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায়.থাকে। ঠিক তেমনি ভাবে প্রায. ১৫ বছরের অধিক সময.ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপি চেষ্টা করছে বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে আগামী নির্বাচনে জয় লাভ করে ক্ষমতায. আসার জন্য। একই সাথে বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলীয. জোট বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা চালিযে. যাচ্ছে সরকারকে বিব্রত করবার জন্য যাতে তারা জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে।গত রোজার আগে থেকেই বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট বিভিন্ন সভায. ঘোষণা দিয়েছিল যে ঈদের পরে তারা সরকার পতনের আংেদালন করবে। রোজার ঈদ পার হযে.কোরবানির ঈদ প্রায.আসন্ন। কিন্তু বিএনপির পক্ষ থেকে সেই রকম কোন আংে দালন সংগঠিত করবার প্রচেষ্টা দেখা যাযনি। কারন তারা খুব ভালোভাবেই জানে যে গত ১৫ বছরের অধিক সময.ক্ষমতার বাইরে থাকার ফলে এক দিকে যেমন দলীয. সমর্থকরা তাদের উপর আস্থা হারিযেছে, ঠিক তেমনিভাবে বাংলাদেশের জনগণ তাদের উপর আস্থা রাখতে পারছে না। এই কারণেই এই রাজনৈতিক জোটের নেতৃবৃন্দ সরকার বিরোধী বিভিন্ন ধরনের প্রপাগণ্ডা এবং অপকৌশলের রাজনীতির মাধ্যমে মানুষের মনে সরকার বিরোধী একটা অবস্থান তৈরি করবার চেষ্টা করে যাচ্ছে।গত ২৫ শে জুন মাননীয. প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু উদ্বোধন করবার পরে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলার সাথে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হযেছে। আমরা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং প্রিংট এবং ইলেকট্রনিক মিডিযার মাধ্যমে ওই অঞ্চলের মানুষের আবেগ এবং আনন্দের বহিঃপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছি। পদ্মা সেতুকে ঘিরে একদিকে যেমন মাননীয.প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের বিজয.উল্লাস রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে সেই অঞ্চলের ১৯টি জেলার মানুষের মধ্যে রয়েছে এক অন্যরকম আনন্দ। সেতুর উদ্বোধনের প্রায.১০ দিন অতিবাহিত হলেও মানুষের মধ্যে সেতুকে নিয়ে উন্মাদনা এখনো কমেনি। যদিও কিছু ক্ষেত্রে সেই উন্মাদনার মাত্রা অতিক্রম করেছে। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি পদ্মা সেতুতে অত্যন্ত জোরে মোটরসাইকেল চালাতে গিযে.দুই যুবক নিহত হয়েছে যা কখনো কাম্য নয়। ফলে, সরকার বাধ্য হয়েই পদ্মা সেতুতে মোটরসাইকেল চলাচল নিষিদ্ধ করেছে।নিজস্ব অর্থাযনে পদ্মা সেতু নির্মাণ বাংলাদেশের জন্য একটি বড় অর্জন.এ বিষযে. কোনো সন্দেহ নেই। ফলে এই অর্জন শুধু বর্তমান সরকারের অর্জন নয়, এই সেতুকে জনগণ বাংলাদেশের সক্ষমতা এবং আত্মমর্যাদার প্রতীক হিসেবে দেখছে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এই অর্জনকে আগামী নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার একটি হাতিযার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে যা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ এই অঞ্চলে দলমত নির্বিশেষে ব্যাপক জনগোষ্ঠী মাননীয. প্রধানমন্ত্রীকে আগামী নির্বাচনে সমর্থন জানাবে -এই প্রত্যাশা করা হচ্ছে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কারণ এই অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের কষ্ট লাঘব করেছে তারা। এই সেতুর মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষকে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের সাথে খুব সহসাই যুক্ত করা হয়েছে। এই সেতুর মাধ্যমে একদিকে যেমন এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে, ঠিক তেমনিভাবে এই সেতুর মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে আঞ্চলিক সহযোগিতার নতুন দ্বার উম্মোচিত হবে। আগামী নির্বাচনে এই সেতু বর্তমান সরকারি দলকে অনেকটা এগিয়ে রাখবে বিধায় অন্য দলের মাথাব্যথার কারণ হযে. দাঁড়িয়েছে।ফলে তারা বিভিন্ন সময. বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা এবং অর্ধসত্য তথ্য দিযে.জাতিকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এরিই মধ্যে বিএনপির মহাসচিব দাবি করে বেসেছেন যে এই সেতুর প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তাদের নেত্রী। আবার কখনোবা তারা এ রকম একটি স্থাপনাকে ভারতের একটি ছোট সেতুর সাথে তুলনা করছে। তবে পদ্মা সেতু কেন্দ্রিক এই দলটির অপপ্রচারে জনগণ বিভ্রান্ত হযনি। জনগণ খুব ভালোভাবেই বুঝেছে যে পদ্মা সেতু নির্মাণ অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং বিষয. ছিল যে চ্যালেঞ্জে বর্তমান সরকার উত্তীর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশের মতো অর্থনীতির দেশে এই ধরনের একটি সেতু নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়েছে এই কথা নির্দ্বিধায.বলা যায। আর এই আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করার সকল কৃতিত্ব মাননীয. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। কিছুদিন আগে শ্রীলঙ্কায. ঘটে যাওয়া. অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে বাংলাদেশের একটি গোষ্ঠী খুব উৎফুল্ল হযেছিল। তারা সেই সময. বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি বিষয. প্রচার করেছিল যে বাংলাদেশের অবস্থা অচিরেই শ্রীলংকার মত হবে। সে সময় বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তি বিবেচনায.নিযে.স্পষ্টভাবেই বলা যায.যে বাংলাদেশের অবস্থা শ্রীলঙ্কার মতো হবে না যা ইতোমধ্যেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এর মধ্যে চার মাস অতিবাহিত হলেও বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এমন কোন আঘাত আসে নি। তবে করোনা অতিমারির ক্ষতির কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিযেছে। আমাদের প্রত্যাশা বাংলাদেশ গত দুই বছর যেমন করোনাকে সফলভাবে মোকাবেলা করেছে, আগামী দিনেও সেরকম ভাবেই মোকাবেলা করবে। বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশার মূল কারণ হচ্ছে সরকার প্রধান হিসেবে দাযিত্ব পালন করছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বের কারণে আজ আমরা এক বদলে যাওয়া বাংলাদেশের জনগণ।রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের মূল হাতিযার হচ্ছে জনগণের আস্থা অর্জন করা। যে রাজনৈতিক দল জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারবে তারাই নির্বাচনে বিজযী. হবে। জনগণের আস্থা অর্জন করতে হলে জনগণের সামনে পরিবর্তনের একটি রূপরেখা তুলে ধরতে হয। গত ১৩ বছরে বাংলাদেশের জনগণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশের অর্জন প্রত্যক্ষ করেছে। ঠিক একিই ভাবে রাজনীতির আস্তাকুড়ে বিরোধীদলের নিক্ষিপ্ত হবার প্রক্রিযা.দেখেছে। গত ১৫ বছরে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের সামনে এমন কোন রূপরেখা উপস্থাপন করতে পারেনি যাতে জনগণ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হযে. আংেদালনে শামিল হবে এবং সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করবে। যে সকল রাজনৈতিক দল সরকার পতনের আংেদালনের মাধ্যমে ক্ষমতায.আসবে মর্মে স্বপ্ন দেখছেন তাদের এই বাস্তবতাটা বোঝা উচিত।এছাড়া বিরোধী দলের নির্বাচন বর্জনের যে সংস্কৃতি সেটিও তাদের জন্য বুমেরাং হচ্ছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায.নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয। বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করে। যদিও বিরোধী দলের নির্বাচন বর্জনের কারণে গত কযেক বছর ধরে বাংলাদেশের নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ কমেছে। তার পরেও নির্বাচন বর্জনের মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান হবে না। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে বুঝতে হবে নির্বাচন কমিশন কিংবা নির্বাচন বর্জনই বর্তমান সমস্যার সমাধান নয। তাদের ক্ষমতায.যাবার জন্য মূলত যেটি প্রযোজন সেটি হচ্ছে দলীয. কিছু সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশের উন্নযনের জন্য আওয়ামী লীগ যে রূপরেখা প্রদান করেছে তার বিপরীতে জনগণকে আকৃষ্ট করবার মতো রূপরেখা প্রদান করা। কিন্তু দুঃখের বিষয.হচ্ছে বিরোধী দলগুলো সেই বিষযগুলো উপলব্ধি না করে শুধুমাত্র বিরোধিতার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করছে এবং বিভিন্ন প্রপাগণ্ডা এবং অপপ্রচারের রাজনীতির মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতায. যেতে চাইছে।কযেক মাস আগে যে নির্বাচন কমিশন গঠিত হযেছে সেই নির্বাচন কমিশনে তেমন কোনো বিতর্কিত ব্যক্তি নেই। যাদের নিযে. নির্বাচন কমিশন গঠিত হযেছে তারা প্রত্যেকেই নিজেদের চাকরি জীবনে খুব স্বচ্ছতার সাথে দাযিত্ব পালন করেছেন। অতএব এই ব্যক্তিদের নিযে.গঠিত নির্বাচন কমিশনের প্রতি অনাস্থা না রেখে তাদেরকে আস্থায. নিযে.আলোচনার ভিত্তিতে একটি সুষ্ঠু সমাধানের পথ খুঁজে বের করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে বিরোধী দলেকে। কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বর্তমান কমিশনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সেই পরীক্ষাতে কমিশন উত্তীর্ণ হযেছে। জনগণ ভোটাধিকার প্রযোগ করেছে এবং যিনি ভোটে জিতেছেন তিনিই মেযর হয়েছেন। ফলে, বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে অপপ্রচার এবং অপকৌশলে রাজনীতি থেকে সরে এসে গঠনমূলক রাজনীতি চর্চার মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত বিরোধী দলের। একই সাথে সরকারের উচিত কিছুটা হলেও ছাড় দিযে. একটি সঅংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করা।আমাদের গণতন্ত্র আমরাই চালাব। কারও ফরমায়েশিতে দেশের গণতন্ত্র চলবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাযদুল কাদের। আজ শুক্রবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।ওবাযদুল কাদের বলেন, বিএনপির ভেতরে গণতন্ত্র নেই। তারাই আবার আওয়ামী লীগকে গণতন্ত্রের ছবক দিতে আসে। তাদের আমলেই গণতন্ত্রের ওপর আঘাত এসেছে বেশি। আওয়ামী লীগ ষড়যন্ত্র করে না বরং বারবার ষড়যন্ত্রের শিকার হয।আগামীতে অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অংশীদারত্বমূলক নির্বাচন হবে জানিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, সরকার শুধু রুটিন মাফিক দাযিত্ব পালন করবে।

BERUGRAM GRAM PANCHAYET
BOWAI, PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender No. 09/BGP/15th FC(Tied)/2022-23, Dated-20/01/2023

E-tender are invited by Prodhan Berugram Gram Panchayat from bonafied and experienced contractor for Construction work under 15 th FC (TIED) 2022-23 fund, Period of completion: 60 Days. Documents download/sell date(online) **from 20/01/2023 at 17.00 hrs up to 27/01/2023 up to 17.00 hrs.** Bid submission date(online) **from 20/01/2023 at 17.00 hrs. up to 27/01/2023 up to 17.00 hrs.** Bid opening date on **30/01/2023 at 11.00 hrs.** For details please contact at GP office.

Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-06/E.O/J.P.S/2022-23

E-tenders are invited by the undersigned from the bonafied contractors for 10 nos various construction work, under Joypur Panchayat Samity. Period for downloading of bid documents **18/01/2023 to 28/01/2023 up to 12.00 PM.** Period for submission of bid documents **up to 12.00 PM of 28/01/2023** & the time & date of opening of Technical bid on **30/01/2023 at 12.00 P.M.** The Financial bid to be notified. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Executive officer
Joypur Panchayat Officer

BERUGRAM GRAM PANCHAYET
BOWAI, PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender No. 10/BGP/15th FC(Untied)/2022-23, Dated-20/01/2023

E-tender are invited by Prodhan Berugram Gram Panchayat from bonafied and experienced contractor for Construction work under 15 th FC (UNTIED) 2022-23 fund, Period of completion: 60 Days. Documents download/sell date(online) from **20/01/2023 at 17.00 hrs up to 27/01/2023 up to 17.00 hrs.** Bid submission date(online) from **20/01/2023 at 17.00 hrs. up to 27/01/2023 up to 17.00 hrs.** Bid opening date on **30/01/2023 at 11.00 hrs.** For details please contact at GP office.

Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

ডেনট্যাক্স (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

এমএমএস চেম্বারস, ৪এ কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট,
১ম ফ্লোর, রুম নং. ডি১, কলকাতা-৭০০০০১
CIN : L51109WB1984PLC037960
Website : www.dentaxindialimited.com, E-Mail : dentaxindialtd@gmail.com
ফোন ঃ ০৩৩ ৪০৪৪ ৫৭৫৩

নোটিস

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে ১ম অতিরিক্ত সাধারণ সভা আর্থিক বছর ২০২২-২৩ ডেনট্যাক্স (ইন্ডিয়া) লিমিটেড শেয়ার হোল্ডারদের অনুষ্ঠিত হবে রেজিস্টার অফিসে এমএমএস চেম্বারস, ৪এ কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, রুম নং. ডি১, কলকাতা-৭০০০০১, শনিবার ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ বেলা ১২.০০ ঘটিকায় আলোচ্য বানিজ্যিক সূচী দেওয়া রয়েছে অতিরিক্ত সাধারণ সভার নোটিসে।

অনুসারী হিসাবে এমসিএ সার্কুলার এবং সার্কুলার যা জারি করেছে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) যা হল সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি২ / সিআইআর/ পি/ ২০২২/ ৬২ তারিখ ১৩ মে, ২০২২ অতিরিক্ত সাধারণ সভার (ইজিএম) নোটিস পাঠানো হয়েছে কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মোডে সেই সকল সদস্যদের যাদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি/ ডিপোসিটারিতে।

যে সদস্যরা শেয়ার ধরে রেখেছেন ফিজিক্যাল মোডে এবং যারা আপডেট করাননি নিজেদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির কাছে তাদের অনুরোধ আপডেট করাতে ইমেল ঠিকানা কোম্পানির কাছে dentaxindialtd@gmail.com লিখিত আকারে সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহকারে। যে সদস্যরা শেয়ার ধরে রেখেছেন ডিমেটিরিয়ালাইজ মোডে তাদের অনুরোধ রেজিস্টার/ আপডেট করাতে নিজেদের ইমেল ঠিকানা নির্দিষ্ট ডিপোসিটারি পার্টিসিপেন্টে।

সদস্যরা লক্ষ্য করবেন ইজিএম নোটিস পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.dentaxindialimited.com । একই পাওয়া যাবে সেন্ট্রাল ডিপোসিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) ওয়েবসাইটে www.evotingindia.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জে, দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড https://www.cse-india.com/।

সদস্যদের অনুরোধ করা যায় ই-ভোটিং নির্দেশাবলী দেখতে যা পাঠানো হয়েছে নোটিসে এবং যদি কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে দেখতে পারেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান্স (এফএকিউ) বা ইমেল পাঠান helpdesk.evoting@cdslindia.com বা কল করুন ০২২-২৩০৫৮৭৩৮ এবং ০২২-২৩০৫৮৫৪২-৪৩।

ডেনট্যাক্স (ইন্ডিয়া)লিমিটেড
স্বা /-
নীতা আগরওয়াল
সর্বক্ষণের পরিচালক

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২০-০১-২০২৩

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লি.

CIN : L51909WB1895PLC001021
রেজি. অফিস ঃ ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল ঃ **allianceudyog@gmail.com**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯(২) ৪৭ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ অনুসারে অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লি. বোর্ডের পরিচালনবর্গদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে মঙ্গলবার ৩১ জানুয়ারি, ২০২৩, ইন্টার-আলিয়া, বিবেচনা, এবং রেকর্ড গ্রহণ কোম্পানির অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২। আরও বিজ্ঞাপিত করা যায় **বানিজ্য জানালা** কোম্পানির নিরাপত্তা লেনদেনের বন্ধ হয়েছে নিশ্চিতকরণ এবং ঘোষনার জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ কোম্পানির সমস্ত পরিচালক, অফিসার এবং পদাধিকারীদের জন্য, পূর্ব ঘোষনা মত খুলবে ৪৮ ঘন্টা পর সভা শেষের এবং স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির আর্থিক ফলাফল ঘোষনার পর।

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লি.-র পক্ষে
শারদুল সিং জৈন
ডিরেক্টর
DIN : 00013732

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২০.০১.২০২৩

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

Offline-tender work is hereby invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD,Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake Kolkata-700091. Name of Work:- 1) "IT works at Geetanjali Auditorium in connection with ARM by VVIP on 30/01/23-01/02/2023 at Birbhum." 2) " IT works for staying place at Ranga Bitan Tourist Complex, Amarkutir in connection with VVIP visit on 30/01/23- 01/02/23 at Birbhum." 3) " IT works for helipads for VVIP visit on 30/01/2023- 01/02/23 at Birbhum." 4) " IT works at Duck Banglow for Public Benefit Distribution Programme by VVIP on 30/01/23-01/02/23 at Birbhum." 5)" IT works for road show by VVIP on 30/01/23-01/02/23 at Birbhum." 6) " IT works at Goda Bali (Sand) Ground Near Nababhat for Public Benefit Distribution Programme by VVIP on 02/02/23 at Goda Bali (Sand) Ground Purba Bardhaman." 7) " IT works for helipads for VVIP visit on 02/02/23 at Goda Bali (Sand) Ground Purba Bardhaman." **Tender Ref No: WBPWD/EE/BIT/NIT-50 OF 2022-2023.** Bid Submission Closing Date: **26-01-2023 up to 01:00 P.M.**

Sd/- EE,Bidhannagar IT Division, PWD

আবাস যোজনার তালিকা থেকে নাম বাদ

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ২০ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকা খতিয়ে দেখতে শুক্রবার বর্ধমান-১ ব্লকে যায় দুই সদস্যর কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। সকালেই এই প্রতিনিধি দলের সদস্য প্রদ্যুম্ন কুমার কর ও মনোজ কুমার চলে আসেন বর্ধমান-১ নম্বর ব্লক অফিসে। এখানে আধিকারিকদের সঙ্গে দেড় ঘন্টার বেশী সময় বৈঠক করে বেরিয়ে পড়েন ব্লকের অন্তর্গত পঞ্চায়েত গুলিতে আবাস যোজনার তালিকার তদন্তে। সড়াইটিকড় পঞ্চায়েতের কোমলপুর গ্রামে ঢোকার পর আবাস যোজনার বার বার নাম বাদ যাচ্ছে বলে রাইমা বিবি, ফতেমা বিবিরা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সামনে ক্ষোভ উগরে দেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা তাদের লিখিতভাবে অভিযোগ করতে বলেও তারা আশ্বস্ত হননি। রাইমা বিবি তাদের মাটির বাড়ি ঘুরিয়ে দেখান। অভিযোগ, তার স্বামী সামশের মল্লিক আগে তৃণমূল কংগ্রেস করতো, পরে গ্রামে নেতৃত্বের সাথে ঝামেলা হওয়ায় সামশের বাবু বিজেপি করার কথা বলায় তার নাম দেওয়া হয়েছে।

OFFICE OF THE JAGATBALLAVPUR PANCHAYAT SAMITY
P.O.:- MUNSHIRHAT, DIST.:- HOWRAH
NIT No: WBJBPURPS/NIT-47/2023 Date: 20.01.23

For and on behalf of the Jagatballavpur Panchayaty Samity, The Executive Officer, Jagatballavpur Panchayat Samity invites tender for total 13(Thirteen) nos. works. Time of completion: 30 Days. For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Executive Officer
Jagatballavpur Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

Office of the Pradhan
CHHARRA DUMDUMI GRAM PANCHAYAT
Chharra, Chharra, Purulia
Notice Inviting Tender For Works
Contract NIT/04(2022-23)

"Sealed Tender for **NIT/04(2022-23) Dated 20/01/2023** in prescribed Tender Form of Chharra Dumdumi Gram Panchayat is hereby invited from the bonafide and eligible Contractors of different types of works in Gram Panchayat area, please contact if required with the Chharra Dumdumi Gram Panchayat Office within office hours as well as office day **upto 28/01/2023 upto 1P.M."**

sd/- Pradhan
CHHARRA DUMDUMI GRAM PANCHAYAT

OFFICE OF THE PRADHAN
JABARRAH JHAPRA II GRAM PANCHAYAT
VILL.+PO.: FUSRABAID, DIST.: PURULIA(W.B.)
UNDER PARA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No.: 271/JJIIGP/2022-2023 dt. 19/01/2023
NIeT No.: WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-II/NIT(e)-01/2022-23

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Jabarrah Jhapra II Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/.** 1. Date and Time of Download/Sale: **from 21/01/2023 10 am to 30/01/2023 5 pm.** 2. Date and Time of Bid Submission: **from 21/01/2023 10 am to 30/01/2023 5 pm.** 3. Date and time of Bid Opening: **02/02/2023 at 12 Noon.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as abovementioned website.

Sd/- Pradhan
Jabarrah Jhapra II Gram Panchayat

TARAKESWAR MUNICIPALITY
e-Tender Notice

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following tender ID of SWM works under Tarakeswar Municipality: Construction of shed for SWM vehicle of Tarakeswar Municipality

Sl. No	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1	2023_MAD_451976_1	21.01.23	15.02.23	17.02.23

Details information will be available from the website- **http://wbetenders.gov.in**

Sd/-Chairman
Tarakeswar Municipality

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক / punjab national bank ...the name you can BANK upon! United Bank of India, Oriental Bank of Commerce

দাবী বিজ্ঞপ্তি

সস্ত্র সার্কেস অফিস, হুগলী, ২৩এ, রাই এম সি লাহিড়ী বাহাদুর স্ট্রিট,
পোস্ট-শ্রীরামপুর, হুগলী (প.ব.), পিন-৭১২২০১ Email ID : cs8240@pnb.co.in

(জারি হয়েছে অধীন ১৩(২) নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তি এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩(১) নিরাপত্তা অঅগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা,২০০২)

উল্লেখিত নোটিস পাঠানো হয়েছে রেজিস্টার পোস্ট সঙ্গে এডি / স্পিড পোস্ট নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা যিনি স্বীকৃত আধিকারিক পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা সুনিশ্চিত অধীন ধারা ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ(প্রয়োগ) ধারা ২০০২, গ্রাহক/ বন্ধকদাতা/ জামিনদারকে যা তালিকাভুক্ত রয়েছে নিম্নে (এরপর উল্লেখ হবে গ্রাহক) জানানো যায় যে দাবী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ভিত্তিক বকেয়া পরিশোধ করতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এই নোটিস জারি হওয়ার তারিখ থেকে যে সমস্ত বিস্তারিত তথ্য নিম্নে উল্লেখিত রয়েছে তাতে ওই অ্যাকাউন্ট প্রদর্শিত হয়েছে ''নন পারফর্মিং অ্যাসেট'' হিসাবে। এই নোটিস পাঠানো হয়েছে রেজিস্টার পোস্টের মাধ্যমে এডি সাথে / স্পিড পোস্টে যা ফেরত এসেছে বিতরিত না হয়ে। নিম্নস্বাক্ষরকারী মনে করছেন উল্লেখিত গ্রাহক / জামিনদার ইচ্ছাকৃত দাবী বিজ্ঞপ্তি এড়িয়ে যাচ্ছেন। এই নোটিসের কপি পাওয়া যাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে এবং যদি গ্রাহকরা মনে করেন, যে কোন কাজের দিন সাধারণ কাজের সময়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে তা সংগ্রহ করতে পারেন।

উপরোক্ত বিষয়ে, আরও নোটিস দেওয়া যায় যে গ্রাহক / জামিনদারকে পরিশোধ করতে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে** এই নোটিস প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, বকেয়া রাশি নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে, নিজেদের নামের পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গে পরবর্তী সুদসহ প্রয়োজ্য হারে যার বিস্তারিত রয়েছে দাবী বিজ্ঞপ্তিতে সঙ্গে ব্যয়, দাবী ইত্যাদি পরিশোধ / পুনরুদ্ধার দিন পর্যন্ত এবং নিম্নোক্ত বিভিন্ন সুরক্ষিত নথিপত্র সম্পাদিত হয়েছে গ্রাহক/ জামিনদার দ্বারা ব্যাঙ্কের পক্ষে ঋণের বকেয়া পরিশোধে, উল্লেখিত সম্পত্তি বন্ধকী/ দায়বদ্ধ রয়েছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে গ্রাহক/ জামিনদার দ্বারা। যদি গ্রাহক/ জামিনদার পরিশোধে ব্যর্থ হন ব্যাঙ্কের উল্লেখিত বকেয়া, সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক অগ্রসর হবে উপরোক্ত সম্পত্তির বিরুদ্ধে অধীন বন্দোবস্ত সারফেশি আইন, ২০০২ মোতাবেক বন্ধকী বিক্রয়ে যা অধিগৃহীত হয়েছে বা অধিগৃহীত হয়নি অধীন ১৩(৪) প্রয়োজ্য আইন এবং ধারা মোতাবেক যা গ্রাহক/ জামিনদারদের সম্পূর্ন খরচে এবং দায়বদ্ধতায়।

গ্রাহক/ বন্ধকদাতা / জামিনদাররা পারবেন না আইন মোতাবেক হস্তান্তর করতে উল্লেখিত সম্পত্তি বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোন মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পূর্ব অনুমতি ছাড়া। যদি কেই উল্লেখিত আইন উলঙ্ঘন করেন তাহলে তারা দায়বদ্ধ থাকবেন শাস্তি বা জরিমানার জন্য যা আইন মোতাবেক রয়েছে। নোটিস জারি করা হচ্ছে আমাদের অধিকারের আইন ব্যতিরেকে সম্পূর্ন আপনার নিজের ঝুঁকি এবং খরচে।

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ গ্রাহক/ জামিনদারদের নাম খ) শাখার নাম যেখান থেকে সুবিধা নেওয়া হয়েছে	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ ২) এনপিএ তারিখ ৩) বকেয়া রাশি দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখে
১.	**ক) শ্রী অসীম দাস ও শ্রীমতি সন্ধ্যা দাস (গ্রাহক)** চক্রবর্তী নগর, কানাইপুর, পোস্ট-বড়বাহিরা, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২৪৬ **অ্যাকাউন্ট নং. ০১৬১৩০০০৬৭২৯০** **শাখা ঃ শ্রীরামপুর**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী সম্পত্তির জমি পরিমাপ ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ১২ ব.ফু. অবস্থিত মৌজা-বড়বাহিরা, জে.এল. নং.-৫, আরএস দাগ নং-১৫৪৬, এলআর দাগ নং-১৪২৩ অংশীভূত এলআর খতিয়ান নং.-২৩৩৩ এবং ১৪২৩, হাল এলআর খতিয়ান নং. ৪৯২৭ এবং ৫৪৯২৮ কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী। উল্লেখিত সম্পত্তি রেজিস্টার রয়েছে এডিএসআর শ্রীরামপুর, যার বুক নং.-১, ভলিউম-৪, পাতা ৪২৯৪ থেকে ৪৩০৮, ডিড নং. ১-২৪২৫ সাল ২০০৯। **সম্পত্তি শ্রী অসীম দাস ও শ্রীমতি সন্ধ্যা দাসের নামে রয়েছে।** **সম্পত্তির পরিসীমা** ঃ উত্তরে-মনীন্দ্র দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণ- দাগ নং. ১৫৪ সম্পত্তি, পূর্ব-দাগ নং. ১৫৪৬ সম্পত্তি, পশ্চিম-গনেশ চন্দ্র নিয়োগীর সম্পত্তি।	**১) ০৬.০১.২০২৩** **২) ০৭.০৪.২০২২** **২) টাকা. ১,৬৭,৩৪৮.৯৫** (টাকা এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার তিনশত আটচল্লিশ এবং পঁচানব্বই পয়সা মাত্র) ০১.০১.২০২৩ তারিখে সঙ্গে পরিশোধ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ
২.	**ক) শ্রী গোপাল চৌধুরি ও শ্রী লাল চাঁদ চৌধুরি (গ্রাহক)** ডোঙ্গাঘাটা পোল, মনোহরপুর, উত্তর সুভাষ পল্লী, ডানকুনি, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৩১১ **অ্যাকাউন্ট নং. ১১৩১৬০১১০০০৬০৮** **শাখা ঃ শ্রীরামপুর**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী সম্পত্তির একটি নিজ মালিকানাধীন বসবাসের ফ্ল্যাট নং. ১০৬ ৩য় ফ্লোরে আবাসনের যার নাম ''আশুতোষ অ্যাপার্টমেন্ট'', পরিমাপ সুপার বিল্ট এলাকা ৭৫১. ২ ব.ফু. (কভার এলাকা ৬২৬ ব.ফু.) অবস্থিত মৌজা-মনোহরপুর, জেএল নং. ৯৮, আরএস দাগ নং. ৬৫৯ এবং ৬৫০, এলঅর দাগ নং. ১৩৬৯ এবং ১৩৭০, ডানকুনি পৌরসভার অন্তগ৩ত, পোস্ট ও থানা-ডানকুনি, জেলা-হুগলী। উল্লেখিত সম্পত্তি রেজিস্টার রয়েছে এডিএসআর জনাই, যার বুক নং.-১, ভলিউম-০৬০৮-২০১৯, পাতা ১৬১৪৩৮ থেকে ১৬১৪৭৩, ডিড নং. ০৬০৮০৬৮৩১ সাল ২০০৯। **সম্পত্তি শ্রী গোপাল চৌধুরি, পিতা শ্রী মুরলীধর চৌধুরির নামে রয়েছে।** **সম্পত্তির পরিসীমা** ঃ উত্তরে-খোলা আকাশ, দক্ষিণ-ফ্ল্যাট নং. ১০৫, পূর্ব-খোলা আকাশ, পশ্চিম-রাস্তার দিকে খোলা আকাশ।	**১) ০৬.০১.২০২৩** **২) ২৯.০৯.২০২২** **২) টাকা. ১৬,২৬,৪৪৩.৩০** (টাকা ষোল লক্ষ ছাবিবশ হাজার চারশত তেতাল্লিশ এবং তিরিশ পয়সা মাত্র) ০১.০১.২০২৩ তারিখে সঙ্গে পরিশোধ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ
৩.	**ক) শ্রী রঘুনাথ দাস ও শ্রীমতি ঝর্ণা দাস (গ্রাহক)** ২১১, কানাইপুর কলোনি, পোস্ট-কানাইপুর জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২৪৬। **অ্যাকাউন্ট নং. ০১৬১৩০০০৬৮০৮৬** **শাখা ঃ শ্রীরামপুর**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি যার পরিমাপ ০২ কাঠা ০১ ব.ফু., অবস্থিত মৌজা-কানাইপুর, জেএল নং.-৪, আরএস দাগ নং.-৪৮৬, এলআর দাগ নং-৭৩২ অধীন এলআর খতিয়ান নং-৮২৫, হাল এলআর-৯৩২, কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী। উল্লেখিত সম্পত্তি রেজিস্টার রয়েছে এডিএসআর শ্রীরামপুর, যার বুক নং.-১, ভলিউম নং.-৫২, পাতা ৩৫৭ থেকে ৩৬২, ডিড নং. ১-৪৭৩৯ সাল ১৯৯২। **সম্পত্তি শ্রী রঘুনাথ দাসের নামে রয়েছে।** **সম্পত্তির পরিসীমা** ঃ উত্তরে-খালি জমি, দক্ষিণে-খালি জমি, পূর্ব-পঞ্চায়েতের উঁচু নিকাশী নালা, পশ্চিম-নিত্যরঞ্জন ঘোষের সম্পত্তি।	**১) ০৬.০১.২০২৩** **২) ০১.০৩.২০২২** **২) টাকা. ৫,৪৯,৬৯৮.৬০** (টাকা পাঁচ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত আঠানব্বই এবং ষাট পয়সা মাত্র) ০১.০১.২০২৩ তারিখে সঙ্গে পরিশোধ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ

দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বেকার ১৩(২) নোটিস তারিখ ১০.১১.২০১৪, অসাবধানতাবশত কিছু প্লট নং. উল্লেখ হয়নি টাইপের বিভ্রান্তির জন্য সম্পত্তির বিবরণে যার উল্লেখ রয়েছে ক্র.নং. ১ এ, এই নোটিস প্রদান করা হল সম্পত্তি সম্পর্কিত। অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে, পূর্বেকার ১৩(২) নোটিস সম্পূর্ন আকারে লাগু থাকবে।

তারিখ ঃ ২১.০১.২০২৩
স্থান ঃ শ্রীরামপুর

অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

OFFICE OF THE JAGATBALLAVPUR PANCHAYAT SAMITY
P.O.:- MUNSHIRHAT, DIST.:- HOWRAH
NIT No: WBJBPURPS/NIT-35 Date: 18.01.23

For and on behalf of the Jagatballavpur Panchayaty Samity, The Executive Officer, Jagatballavpur Panchayat Samity invites tender for total 10(Ten) nos. works. Time of completion: 90 Days. For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Executive Officer
Jagatballavpur Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

Office of the MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT
Birshibpur, Uluberia, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide **NIT reference / memo no. 14/MGP, Dated: 20.01.2023** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Last date for the online receipt of Tender is **30/01/2023 at 16:00.** Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India **BOI**

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বারাসত জোনাল অফিস
সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বিভাগ

২য় ফ্লোর, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর-১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

দাবী বিজ্ঞপ্তি

নোটিশ অধীন ১৩(২) এর সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২

নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণ গ্রহীতারা **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সল্ট লেক শাখা** থেকে নীচের উল্লিখিত সুরক্ষিত ঋণগুলি গ্রহণ করেছেন, নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ তাদের নিজ নিজ সম্পত্তি বন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়েছে। যেহেতু তারা সংশ্লিষ্ট ঋণ চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন, তাই তাদের ঋণগুলিকে আরবিআই নির্দেশিকা অনুসারে এনপিএ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সল্ট লেক শাখা-র** কাছে তাদের বকেয়া পরিমাণ, নিম্নলিখিত সারণীতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং উল্লিখিত পরিমাণের উপর আরও সুদও প্রযোজ্য হিসাবে প্রদেয় হবে এবং তাদের নিজ নিজ তারিখ থেকে কার্যকরভাবে চার্জ করা হবে।

ক) গৃহীত ঋণ/ সামগ্রী	গ্রাহক/ জামিনদার/ বন্ধকদাতার নাম	ক) বকেয়া ১৩(২) নোটিশ তারিখ অনুসারে খ) এনপিএ তারিখ গ) অনুমোদনের সীমা	সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ
ক) গৃহ ঋণ	**গ্রাহক ঃ শ্রী সুরদীপ চট্টোপাধ্যায়** বিডি-৩৮১, সেক্টর-১, সল্ট লেক, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪ **জামিনদার ঃ সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়** বিডি-৩৮১, সেক্টর-১, সল্ট লেক, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪	**ক) টাকা. ১৪৬৯৬২৭.৫৬** সঙ্গে আপটু ডেট সুদ **খ) ২৮.০৮.২০২২** **গ) টাকা. ১৫,০০,০০০.০০**	উল্লেখিত ঋণসুবিধা অনুমোদন করা হয়েছে ব্যাঙ্ক দ্বারা উল্লেখিত সম্পত্তি / বন্ধকীতে (নির্দিষ্ট সম্পত্তি / সামগ্রী ব্যাঙ্কের দাবীযুক্ত)ঃ- ক) ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী আসল দলিল যার নং. ১-১৫২৩০৫২৪১ সাল ২০১৬ তারিখ ১৩.০৫.২০১৬ বসবাসের ফ্ল্যাট নং. ৪এফ চতুর্থ ফ্লোরে, ব্লক নং ঃ ৪, এলাকার পরিসাম প্রায় ৮৫০ ব.ফু., সুপার বিল্ট এলাকা কমপ্লেক্সে যার নাম ''মঙ্গোলিয়া প্রেস্টিজ-২'' অবস্থিথত আরএস বা এলআর দাগ নং. ২৬৪১, ২৬১৭, ২৬১৮, রেকর্ড রয়েছে এল.আর. খতিয়ান নং. ৭৯০/ ১, ১৩৫৬ / ১, ২৮৯৭ / ১, ৫৯৫ / ১, আরএস খতিয়ান নং. ৬৭৮, ৯৯২, আরএস নং. ১২৬, তৌজি নং. ১৭৩, মৌজা-বিষ্ণুপুর, জেএল নং. ৪৪, থানা-রাজারহাট, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা।

১. যেহেতু আপনি উল্লিখিত ঋণ সুবিধাগুলির অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে আপনার বকেয়া পরিশোধে ডিফল্ট করেছেন, তাই আমরা **২৮.০৮.২০২২ থেকে আপনার অ্যাকাউন্টকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে** শ্রেণীবদ্ধ করেছি। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা নির্দেশাবলী/ নির্দেশিকা অনুসারে।

২. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা এতদ্বারা আপনাকে উপরে উল্লিখিত আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশ দিয়েছি এবং আপনাকে **১৪৬৯২৭.৫৬ টাকা যুক্ত ৫৩৮৫০ টাকা মোট ১৫২৩৪৭৭.৫৬ টাকা (চুক্তিগত বকেয়া নোটিসের তারিখ পর্যন্ত) ৭.৮০ শতাংশ প্রতি বছর সুদের সাথে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দ্বারা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মাসিক বকেয়া, এবং সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের দ্বারা গৃহীত খরচগুলি সহ,** যা ব্যর্থ হলে দয়া করে মনে রাখবেন যে আমরা খরচ এবং ফলাফল হিসাবে সম্পূর্ণরূপে আপনার ঝুঁকি থাকবে। উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে।

৩. যদিও আমরা আপনাকে ব্যাঙ্কের সমস্ত বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাঙ্কের খরচ এবং সুরক্ষিত সম্পদগুলি উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করার মাধ্যমে আপনার দায়ভার সম্পূর্ণ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে সারফেশি আইনের ধারা ১৩(৮) অনুসারে, সুরক্ষিত সম্পদের খালাসের অধিকার আপনার কাছে শুধুমাত্র পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত বা সরকারি বা বেসরকারি থেকে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণ জানানোর তারিখ পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে লিজ, চুক্তি বা সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে স্থানান্তরের চুক্তি মাধ্যমে।

৪. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/ অথবা আনুষঙ্গিক যে কোনও ব্যয়ের পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ পাওনা সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পর, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।

৫. যদি উল্লিখিত বকেয়া সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তবে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আগে আইনি পদক্ষেপগুলি দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ায় আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি। ট্রাইব্যুনাল/ আদালত, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া বাকি পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।

৬. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের, বন্ধক মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন।

৭. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাঙ্কের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

৮. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি বিরূপতা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

এই দাবী বিজ্ঞপ্তি অধীন ১৩(২) সারফেশি আইন, ২০০২ মোতাবেক জারি করা হচ্ছে পূর্বেকার দাবী বিজ্ঞপ্তির পরিবর্ত হিসাবে যা আপনার উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছিল গত ১৫.১০.২০২২ তারিখে। গত ১৫.১০.২০২২ তারিখের উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা হল।

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৮.০১.২০২৩

স্বা /- স্বীকৃত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক / punjab national bank ...the name you can BANK upon! United Bank of India, Oriental Bank of Commerce

সার্কেল সস্ত্র বারুইপুর,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বারুইপুর, কলকাতা-৭০০১৪৪, ফোন ঃ ০৩৩-২৪৩৩৫০৪৬ E-mail : cs8319@pnb.co.in

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য) (ধারা ৮(১)

এতদ্বারা,

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক/ অনুমোদিত আধিকারিক/ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তি ও প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ধারা ১৩ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি যার তারি উল্লেখ রয়েছে প্রতি অ্যাকাউন্ট ভিত্তিতে জানানো যায় গ্রাহকদের পরিশোধ করতে হবে বকেয়া রাশি উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে।

যদি গ্রাহক বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হন, বিজ্ঞাপিত করা যায় যে গ্রাহক এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রতীকী অধিগ্রহণ করবেন নিম্নেবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা সুনিশ্চিত হয়েছে তার ওপর অধীন ধারা ১৩(৪) আইনের সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ নিম্নে বর্নিত তারিখে প্রতিটি নামের ক্ষেত্রে।

গ্রাহ ও জামিনদাতাদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় অধীন বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) ধারা ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময় পাবেন সুরক্ষিত সম্পত্তি পুণরুদ্ধারে।

গ্রাহক/ বন্ধকদাতা / জামিনদাররা পারবেন না আইন মোতাবেক হস্তান্তর করতে উল্লেখিত সম্পত্তি বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোন মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পূর্ব অনুমতি ছাড়া। যদি কোন লেনদেন হয় তাহলে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক দাবী করবে নিম্নলিখিত রাশি সুদ সহকারে এবং অন্যান্য খরচ ও দাবী সহকারে।

অনুমোদিত আধিকারিকের নাম ঃ কৌশিক লাহিড়ী, চিফ ম্যানেজার

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্টের নাম খ) শাখার নাম	গ্রাহকের নাম (সম্পত্তির মালিক)	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ ২) অধিগ্রহণের তারিখ ৩) বকেয়া রাশি দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখে
১.	**ক) মে. উইমেন্স বুটিক মালিক ঃ শ্রীমতি সুমনা চ্যাটার্জি** **অ্যাকা নং.- ০১৩৫২৫০৩৪৯৩৩৮ (সিসি) ও ০১৩৫২৫০৩৪৯৩৩৮ (টিএল)** **খ) রাজপুর শাখা**	**শ্রীমতি সুমনা চ্যাটার্জি** স্বামী বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি ৩ / বি রামধন বোস রোড, রাজপুর বোসপাড়া বীরেন্দ্র পাড়া, থানা-সোনারপুর, পোস্ট-রাজপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৪৯, ফোন-৯১৯৮৭৪৬২২৯৪৫ **বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি** ৩ / বি রামধন বোস রোড, রাজপুর বোসপাড়া বীরেন্দ্র পাড়া, থানা-সোনারপুর, পোস্ট-রাজপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৪৯, ফোন-৯১৯৮৭৪৬২২৯৪৫	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি এবং নির্মিত বসবাসের বাড়ি যার মোট এলাকা ১ কাঠা ৩৭ ব.ফু. আরএস দাগ নং-২১৪৪, জেএল নং-৫৫, তৌজি নং-২৫৫, থানা-সোনারপুর যার অবস্থান ৯৭ রামধন বসু রোড, বরেন্দ্র পাড়া, থানা-সোনারপুর, সোনরপুর পৌরসভা, যার পরিসীমা-উত্তরে- ৪ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণে-জি চ্যাটার্জির জমি ও বাড়ি, পূর্ব-শ্রী চ্যাটার্জির খালি জমি ও বাড়ি, পশ্চিম-রামধন বসু রোড এবং **সম্পত্তির মালিক ঃ বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি,** পিতা-শ্রী নেপাল চন্দ্র চ্যাটার্জি, নথিবদ্ধ দলিল নং. ১৩৮৭ / ২০০০।	**১) ১৮.১০.২০২২** **২) ১৭.০১.২০২৩** **২) টাকা. ৭,০০,৭২৩.৪৭** **(সাত লক্ষ সাতশত তেইশ টাকা সাতচল্লিশ পয়সা মাত্র)**
২.	**ক) মে. তরুলতা এন্টারপ্রাইজ** **অ্যাকা নং.- ০১৩৫২৫০৩৪৯৫৯৮ (সিসি) ও ০১৩৫৩০০০৪৫০৯৪ (টিএল)** **খ) রাজপুর শাখা**	**রনজিৎ মন্ডল** এন রোড, শ্মশান ঘাটে বিপরীতে। টি.পি. লেন, পোস্ট-রাজপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৪৯, ফোন-৯১৯৮৩০১১৩৫৫৮ **শ্রী সুধীর নাথ (জামিনদার)** পিতা-প্রয়াত সাধন চন্দ্র নাথ (রনজিৎ মন্ডলের শ্বশুর) ঠিকানা-৫৬, নবীন চন্দ্র ঘোষ স্ট্রিট (সান রাইজ ক্লাব নিকট), ওয়ার্ড নং-১৮, থানা-সোনারপুর,কলকাতা-৭০০১৪৯, ফোন-৯৮৩১৯২৫৭৫৮	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি এবং নির্মিত বসবাসের বাড়ি দাগ নং-১১১, খতিয়ান নং ১৩৮৬, তৌজি নং-২৬৩, থানা-সোনারপুর, যার মোট কভার এলাকা ৪০০ বর্গফুট এবং **সম্পত্তির মালিক ঃ সুধীর নাথ,** পিতা-সাধন চন্দ্র নাথ যার রেজিস্টার দলিল ৫০৩৫ / ১১ এবং দলিল নং. ৬২৯৯/ ১৯৮৯ এবং সম্পত্তির পরিসীমা উত্তরে-সান রাইজ ক্লাব, দক্ষিণ-দেবু ঘোষের জমি এবং বাড়ি, পূর্ব-খালি জমি গোবিন্দ ঘোষের, পশ্চিম-১২ ফুট চওড়া রাস্তা।	**১) ০১.০৩.২০২২** **২) ১৭.০১.২০২৩** **২) টাকা. ৭,৪৪,৬৩৭.৩০** **(সাত লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ছয়শত সাইত্রিশ টাকা তিরিশ পয়সা মাত্র)**
৩.	**ক) সন্দীপ সেন** **অ্যাকা নং.- ০১৩৫৩০০০৩৪০১৬** **খ) রাজপুর শাখা**	**শ্রী সন্দীপ সেন** ঠিকানা-১৮ গনেশ ঘোষ লেন, সন্দীপ সেন, ৬৬ তিলজলা, কলকাতা-৭০০০৩৯ **শ্রী গোপাল সাঁই** ঠিকানা-২২-বি গনেশ ঘোষ লেন, সন্দীপ সেন, ৬৬ তিলজলা, কলকাতা-৭০০০৩৯ ফোন-৯৬৮১৭৯০৭৭১	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি এবং বাড়ি যার আরএস দাগ নং-১০৪৭ হোল্ডিং নং-১৩২০, আরএস খতিয়ান নং-৩৯৮, জেএল নং-৩৫, যার মোট এলাকা-৩ কাঠা ৭ছটাক ৩৩ বর্গফুট অবস্থিত জেএন বোস রোড, পোস্ট-কোদালিয়া, থানা-সোনরপুর (জেএম-২ বাসস্ট্যান্ড ও এসবিআই নিকট) পিন-৭০০১৪৪ এবং সম্পত্তির পরিসীমা পূর্ব- দাগ নং ১০৪৭, পশ্চিম্১০৫৭, উত্তর-১০৪৬, দক্ষিণ ৬ ফুট চওড়া রাস্তা এবং সম্পত্তি রয়েছে গোপাল সাঁই নামে যার রেজিস্টার বিক্রয় দলিল নং ২৫৫১/ ২০১১।	**১) ০৯.০৮.২০২১** **২) ১৭.০১.২০২৩** **২) টাকা. ৩,৪৬,৯৫২.০০** **(তিন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার নয়শত বাহান্ন টাকা মাত্র)**
৪.	**ক) আমিনালি মোল্লা** **অ্যাকা নং.- ১৯২১৩০০০০১৩৩৫ (টিএলপিএইচএল), ১৯২১৩০০০০২৮৮২ (টিএলআইএমটি) এবং ১৯২১২৫০০০০০১৯ (সিসিএকেসি)** **খ) প্রিয়া মোড়**	**আমিনালি মোল্লা** পিতা- আলম বারি মোল্লা গ্রাম-বকুলতলা (গারদেওয়ানি প্রাথমিক স্কুল নিকট), পোস্ট-বকুলতলা, জয়নগর, জয়নগর-মজিলপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৩৮, ফোন নং-৭৬৯৯৮৫৫২০১	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি এবং একতলা বাড়ি যার দাগ নং-৫০৫০, খতিয়ান নং-৯৪, জেএল নং-৯১, মৌজা গারদেওয়ানি, থানা-জয়নগর, যার জমির মোট এলাকা ৪১.৫ ডেসিমেল এবং সম্পত্তি রয়েছে আমিনালি মোল্লার নামে পিতা-অঅসম বারি মোব্বা যার নথিবদ্ধ দলিল নং. ৩৮৪৪ / ১৯৭৮ এবং সম্পত্তির পরিসীমা উত্তরে-সালমান মোল্লার সম্পত্তি, দক্ষিণ-৮ ফুট রাস্তা, পূর্ব-৮ ফুট রাস্তা, পশ্চিম-সাহেব আলি মোল্লা।	**১) ০৪.০৬.২০২২** **২) ১৯.০১.২০২৩** **২) টাকা. ১১,৮০,২৬৪.৭৬** **(এগারো লক্ষ আশি হাজার দুইশত চৌষট্টি টাকা ছিয়াত্তর পয়সা মাত্র)**
৫.	**ক) আবু কালাম গাজি** **অ্যাকা নং.- ১৯২১২১০০০১৩০৪ (ওডি), এবং ১৯২১৩০০০০৩১৯৩ (টিএল)** **খ) প্রিয়া মোড়**	**আবু কালাম গাজি** পিতা- কালুরাদ্দিন গাজি, সদর পাড়া, গ্রাম-গারদেওয়ানি, পোস্ট-ঠাকুরচক, থানা-জয়নগর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৩৮। **মোসাম্মদ তাহমিনা গাজি** স্বামী- আবু কালাম গাজি, গ্রাম-গারদেওয়ানি, পোস্ট-ঠাকুরচক, থানা-জয়নগর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৩৮।	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী একতলা বসবাসের বাড়ি সঙ্গে জমি গ্রাম-গারদেওয়ানি, পোস্ট-ঠাকুরচক, থানা-জয়নগর, মৌজা-গারদেওয়ানি, জেএল নং-৯১, তৌজি নং-১৫৩৫, আরএস খতিয়ান নং-১১৪২, ১১৬৭, এলআর খতিয়ান নং. ১৪৪৯, নতুন এলআর খতিয়ান নং-৫৯১৫, ৫৯১৩, আরএস ও এলআর দাগ নং-১৮৭৩ অধীন গারদেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েত, **সম্পত্তি রয়েছে আবু কালাম গাজি ও মোসাম্মদ তাহমিনা গাজির নামে** যা উপহার কোবলা নং. ০০১৪৯ সাল ২০১৫, জমির এলাকা ০৪ ডেসিমেল, এবং সম্পত্তির পরিসীমা উত্তরে-রহিম লস্করের সম্পত্তি, দক্ষিণ-আক্কাচ গাজির সম্পত্তি, পূর্ব-কাদের গাজি ও শহিদুল্লা গাজির সম্পত্তি, পশ্চিম-পিডব্লুডি রাস্তা।	**১) ২০.১০.২০২২** **২) ১৯.০১.২০২৩** **২) টাকা. ৭,৭৫,৫৫০.৫৫** **(সাত লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র)**
৬.	**ক) রবিউল সরদার** **অ্যাকা নং.- ১৯২১৩০০০০১৫২৬ (টিএল) এবং ১৯২১৩০০০০২৭৭৬ (টিএল)** **খ) প্রিয়া মোড়**	**রবিউল সরদার** পিতা- আবুল হোসেন সরদার গ্রাম ও পোস্ট-ঠাকুরচক গোরদেওয়ানি, বকুলতলা, পিন-৭৪৩৩৩৮ **মহ আবুল হোসেন সরদার** পিতা- আনজেদ সরদার গ্রাম ও পোস্ট-ঠাকুরচক গোরদেওয়ানি, বকুলতলা, পিন-৭৪৩৩৩৮	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী বসবাসের জমি এবং বসবাসের বাড়ি যার আরএস দাগ নং-৪০৬৫, এলআর দাগ নং-৪০৬৬, সিএস খতিয়ান নং-৪০, আরএস খতিয়ান নং-১৬৪২, ১৩৯৫ জেএল নং-৯১, তৌজি নং-১৫৩৫ অংশীভূত নতুন এলআর খতিয়ান নং-৪৮৬ (মালিকের খতিয়ান), গ্রাম ও পোস্ট -বকুলতলা হাট, থানা-জয়নগর, অধীন গারদেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েত, মৌজা-গারদেওয়ানি, এলাকা কম বা বেশি ৭ ডেসিমেল এবং **সম্পত্তি রয়েছে মহ আবুল হোসেন সরদারের নামে** যার রেজিস্টার ডিড নং-১ ৩৫৫১ / ১৯৯৬ এবং সম্পত্তির পরিসীমা উত্তরে-ফকির মহম্মদ মন্ডলের সম্পত্তি, দক্ষিণ-মালিকের নিজের জমি, পূর্ব-আবদুল্লা সরকারের জমি, পশ্চিম-নিরাপদ নস্করের জমি।	**১) ২০.১০.২০২২** **২) ১৯.০১.২০২৩** **২) টাকা. ১০,২৪,১৯৬.০৫** **(দশ লক্ষ চব্বিশ হাজার একশত ছিয়ানব্বই টাকা পাঁচ পয়সা মাত্র)**
৭.	**ক) রফিক সরদার** **অ্যাকা নং.- ১৯২১২১০০০১৯৫৩ (ওডি)** **খ) প্রিয়া মোড়**	**মহ রফিক সরদার** পিতা- মহ নূর হোসেন সরদার গ্রাম-পাটপুকুর, পোস্ট-বকুলতলা, থানা-জয়নগর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩৩৮	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী বসবাসের জমি এবং বসবাসের বাড়ি যার আরএস এবং এলআর দাগ নং-৫২৮৯, আরএস খতিয়ান নং-১৫২২ এলআর খতিয়ান নং-১৮৯৬, মৌজা-গারদেওয়ানি, থানা-জয়নগরস অধীন বৈশাতা গ্রাম পঞ্চায়েত এবং **সম্পত্তি রয়েছে রফিক সরদারের নামে** যার রেজিস্টার ডিড নং-১ ৫১১৭ / ২০১৪ এবং সম্পত্তির পরিসীমা উত্তরে-কৃষ্ণ নস্করের সম্পত্তি, দক্ষিণ-মিলন নস্করের জমি এবং বাড়ি, পূর্ব-খালি জমি দাগ নং-৫২৯০, পশ্চিম-খালি জমি শশধর পাটোয়ারির।	**১) ২০.১০.২০২২** **২) ১৯.০১.২০২৩** **২) টাকা. ৩,০০,৮১২.৬০** **(তিন লক্ষ আটশত বারো টাকা ষাট পয়সা মাত্র)**

তারিখ ঃ ২১.০১.২০২৩
স্থান ঃ বারুইপুর

অনুমোদিত আধিকারিক
বারুইপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগণা)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

গৃহকোণ

দেওয়াল রং করার আদর্শ সময় শীতকালে

দেয়াল রং করার আদর্শ সময় শীতকালে। কারণ, এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে। আবার বৃষ্টিও একেবারে হয় না। ফলে দেওয়াল থাকে শুষ্ক আর আর্দ্রতামুক্ত। তাই দেওয়াল রং করাতে চাইলে বর্ষা মৌসুমের আগেই উদ্যোগ নিতে পারেন।তবে মনে রাখবেন, রং একবার করা হয়ে গেলে সহজে তা পরিবর্তন করা যাবে না। তাই রং করার আগে কিছু বিষয় মাথায় রাখা উচিত। ঘরের ভেতরে বা বাইরে, যেখানেই রং করেন না কেন, সেটা বেশ ব্যয়বহুল। তাই হুট করে রং নির্বাচন না করে, সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত। দোকানে যে রং ভালো লাগবে, সেটা আপনার দেওয়ালে না'ও ভালো লাগতে পারে। তাই রং করার আগে দেওয়ালের ছোট একটি অংশে রং করে যাচাই করে নিতে পারেন। এভাবে পরীক্ষা করে নিলে রং নির্বাচনটা যথাসম্ভব নিখুঁত হবে। বিশেষ কোনো থিমে রং করবেন কি না, তা'ও ভাবতে হবে। ঘরের আকার, রোদের আসাযাওয়া, ঘরের ব্যক্তি আর কাজএসব বিবেচনা করে রং বেছে নিতে হবে। আবার ঘরের আসবাবের কথা মাথায় না রেখেই অনেক সময় আমরা ঘরের জন্য রং নির্বাচন করে ফেলি। ঘরের আসবাবের সঙ্গে যায় এমন রং বেছে নেওয়া উচিত। প্রতিটা ঘরের আলাদা আবহ থাকে।

একই ঘরে একাধিক রং ব্যবহার করতে চাইলে, সেটাও খুব সাবধানতার সঙ্গে করতে হবে। কেননা একাধিক রঙের ব্যবহারে ঘর দেখতে বড় বা ছোট লাগতে

পারে। ঘরের সিলিংয়ের রং নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। সিলিংয়ে সাদা বা দেওয়ালের রং থেকে হালকা রং ব্যবহার করলে ঘর উজ্জ্বল দেখায়। ঘরে যদি যথেষ্ট আলোবাতাস প্রবেশ করে, তাহলে হালকা বা গাঢ় রং বেছে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঘরের অবস্থান যদি এমন হয় যে খুব বেশি দিনের আলো ঢুকতে পারে না, সে ক্ষেত্রে উজ্জ্বল রং ব্যবহার করতে পারেন।

ঘরের প্রধান দরজা দিয়ে আমরা ক্লান্ত হয়ে ঘরে ঢুকি কিংবা সতেজ হয়ে বের হই। তাই প্রধান দরজার আশপাশে উজ্জ্বল রং যেমন হলুদ, কমলা, ম্যাজেন্টা, হলদে সবুজের মতো রংগুলো ব্যবহার করতে পারেন। ড্রয়িংরুম বা বসার ঘর একটি বাড়ির মূল আকর্ষণ। তাই ড্রয়িংরুমটা রুচিশীল রঙে রাঙানো জরুরি। এ ক্ষেত্রে গোলাপ রঙের গোলাপি, ওশান গ্রিন, ফ্রেঞ্চ ধূসর, বেগুনি, ক্রিম কালার ও লেমন ইয়েলো হতে পারে ভালো রং। পুরো ঘরে এই রং না লাগিয়ে একাংশেও ব্যবহার করতে পারেন। চিকন একটা লাইন চলে যেতে পারে লম্বালম্বি বা আড়াআড়ি। এই উজ্জ্বল রংগুলো মনকে উজ্জীবিত ও সতেজ করে তোলে। হলুদ বা কমলার মতো উষ্ণ, উজ্জ্বল রংগুলো আমাদের ক্ষুধা বাড়াতে সাহায্য করে। তাই বিভিন্ন রেস্তোরাঁর দেয়ালে সাধারণত এই রংগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। শোবার ঘর- দিন শেষে বেডরুম বা শোবার ঘরটাই আপনার একান্ত স্বস্তির জায়গা। তাই শোবার ঘরের জন্য হালকা, সতেজ, শান্তি ও স্নিগ্ধ আমেজ আনে, এমন রং বেছে নেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে সাদা, চাঁপা সাদা, হালকা ভায়োলেট, হালকা সবুজ, আকাশি নীল, ফ্রেঞ্চ ধূসর, ক্রিম ইত্যাদি শীতল রং দেওয়া যায়।

এ ধরনের রং মনে আনে শান্তি আর স্বস্তি। তাই শোবার ঘরে এই রংগুলোরই বেশি ব্যবহার হয়। ছোট শিশুদের ঘরের রং বাছাইয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ, রং বাচ্চাদের মনের ওপর প্রভাব ফেলে অনেক বেশি। বাচ্চাদের ঘরে রং করার আগে তার সঙ্গে কথা বলে পছন্দ বুঝে নেওয়া যেতে পারে। শিশুর পছন্দের কোনো চরিত্র থাকলে সেটা আঁকিয়ে নিতে পারেন দেওয়ালে। তবে এখানে এমন চরিত্রই আঁকা উচিত, যা শিশুর পছন্দের তালিকায় বেশ কয়েক বছর থাকবে।

বাড়ির অফিসের জন্য ছাই রঙের বিভিন্ন শেড আদর্শ। গাঢ় নীল রং কম্পিউটার বা ল্যাপটপের প্রেক্ষাপটে ভালো লাগবে। আবার সবুজ, শেওলা অথবা বাঙ্গি রঙের শেডগুলোও ভালো লাগবে। রান্নাঘরে সূর্য বা প্রাকৃতিক আলোর প্রবেশ নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। পর্যাপ্ত সূর্যের আলো না পাওয়া গেলে সাদা রংই ভালো। রান্নাঘরে গাঢ় রঙের ব্যবহার এড়িয়ে চলাই ভালো।

হুট করে রং নির্বাচন না করে, সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত।

ট্রেনগুলি পুনঃ নির্ধারিত

২০ জানুয়ারীঃ সংশ্লিষ্ট ডাউন লিঙ্ক ট্রেনের দেরীতে আসার কারণে, মেলএক্সপ্রেস ট্রেনগুলি নিম্নরূপ পুনঃনির্ধারণ করা হবে- ১৩০০৯ হাওড়া-যোগনগরী ঋষিকেশ দুন এক্সপ্রেস হাওড়া ছাড়বে ২২,০০ টায়। ২০,২৫ টায় নির্ধারিত প্রস্থান সময়ের পরিবর্তে। ২০.০১.২০২৩ তারিখে। ০৫৬৪০ কলকাতা-শিলচর স্পেশাল কলকাতা ছাড়বে ১৬,৩০ টায়। ২০.০১.২০২৩ তারিখে ১৫,০০ টায় নির্ধারিত প্রস্থানের পরিবর্তে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত। মথুরাপুর রোড স্টেশনে পুরানো ফুট ওভার ব্রিজ ভেঙে ফেলার জন্য, ইউপি এবং ডিএন লাইনে একই সাথে ৭ ঘন্টা (২২.০১.২০২৩ এর ২৩,৩০ ঘন্টা থেকে ২৩.০১.২০২৩ এর ০৬,৩০ ঘন্টা পর্যন্ত) ট্রাফিক এবং পাওয়ার ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছে বালিগঞ্জনামখানা সেকশনে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইএমইউ ট্রেন বাতিল- ২২.০১.২০২৩ তারিখে DN ৩৪৭৫২ শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ২৩.০১.২০২৩ তারিখে DN ৩৪৭১৪ শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালইউপি ৩৪৭১৩, ৩৪৭১৫, ৩৪৭১৭ লক্ষ্মীকান্তপুর-শিয়ালদহ স্থানীয় সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি সংক্ষিপ্ত উৎপত্তি DN ৩৪৭৫৪ শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ।

Name Change

I DEBNATH PATRA S/o NITAI PATRA residing atVill-Chotkhanda, PO-Chotkhanda, PS-Memari, Dist-Hooghly WEST BENGAL, INDIA do hereby state that my daughter's actual name AYITRIVA PATRA instead of DIGANTI PATRA, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Chinsurah, Hooghly on 16/01/2023. AYITRIVA PATRA and DIGANTI PATRA both are same and one identical person.

Name Change

I,MEHEBUB SEKH(Old Name) S/o MOJAMMEL HOQUE SEKH residing at Vill-Brahmanagar, PO-Hriday-pur, PS-Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) MEHEBUB HAQUE SEKH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/01/2023. MEHEBUB SEKH and MEHEBUB HAQUE SEKHboth are same and one identical person.

Name Change

I,PARBINA KHATUN alias PARVINA BEGAM alias PARVINA BEGOM(Old Name) W/o SK LAL BABU residing at Vill-Ruidas Para, PO & PS- Amta, Dist-Howrah, Pin-711401, WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) PARBINA BEGAM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/01/2023.PARBINA KHATUN, PARVINA BEGAM, PARVINA BEGOM and PARBINA BEGAMboth are same and one identical person.

Name Change

I, SEKH ANISUR RAHAMAN is wrongly recorded in my Passport No- U5603120. S/o- EJABUL HOSSAIN. Residing at Vill - Dafarpur, Post- Dafarpur, Ps- Raghunathganj, Dist- Murshidabad, Pin- 742227, West Bengal. Shall henceforth be known as SK ANISUR RAHAMAN. That my name SK ANISUR RAHAMAN and SEKH ANISUR RAHAMAN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at BerhamporeMurshidabad.

Name Change

I, RAFIKUL MANDALresiding at Vill-Chandpur, PO+PS- Dhantala, Dist-Nadia, WB India, do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name DINMAHAMMAD MANDAL instead of MD DINMAHAMMAD MONDAL , vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Ranaghat on 09/01/2023.DINMAHAMMAD MANDAL and MD DINMAHAMMAD MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, MOHAMMAD MUJIB(Old Name) S/o MOHAMMAD ABBAS ANSARI residing at House No-618, Khanpatti, ImambaraChowkBabuTalab, Asansol, PaschimBardhaman, Pin-713302 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) MOHAMMAD MUJIBULLAH ANSARI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/01/2023.MOHAMMAD MUJIB and MOHAMMAD MUJIBULLAH ANSARI both are same and one identical person.

Name Change

I, ATTAM PRAKASH HARLALKA alias ATAM PRAKASH HARALALKA(Old Name) residing at 35, SuhasiniGangulySarani, PO-Bhawanipore, Kolkata-700025 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) ATAM PRAKASH HARLALKA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/01/2023.ATTAM PRAKASH HARLALKA, ATAM PRAKASH HARALALKA and ATAM PRAKASH HARLALKA both are same and one identical person.

Separate sealed tenders are hereby invited by the undersigned for **NIT No-14 of 2022-23 of SLWSSD,** Dept. of UD & MA, for two nos. work at Subhanna, Salt Lake. Last date of application-**27.01.2023 (12.00 noon).** For details, contact to the office of the undersigned or log in Website **www.wburbanservices.gov.in** (The Web Portal of the Urban Development Department).
Sd/- Sub Divisional Officer Salt Lake Water Supply Sub-Division

প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদযাপন করছে নেতাজি বিদ্যাপীঠ রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মালিগাঁও, ২০ জানুয়ারি ঃ ২১ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী

উদযাপন করবে নেতাজি বিদ্যাপীঠ রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মালিগাঁও। মুখ্য অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করবেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনশুল গুপ্তা। প্রাচীর পত্রিকা, প্রদর্শনী ও বিদ্যালয় পত্রিকা 'সুভাষ'এর প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বিশেষ সংখ্যার উন্মোচন করবেন মুখ্য অতিথি। তিন দিনের অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে নেতাজি বিদ্যাপীঠ রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মালিগাঁওএর শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মসূচি পরিবেশন করবেন। আন্তঃবিদ্যালয় কুইজ, চিত্রাঙ্কন, শিল্পকর্ম, সমবেত সংগীত, দলীয় নৃত্য ইত্যাদি প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে। প্রাক্তন অধ্যক্ষ, প্রাক্তন শিক্ষকশিক্ষিকা ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা এই প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সম্মানে ১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি নেতাজি বিদ্যাপীঠ রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ হওয়া কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেন শিলচর এনআইটির প্রাক্তন ডিরেক্টর ড. পরিতোষ কংস বনিক, নতুন দিল্লির বর্ধমান মহাবীর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডা. জয়শ্রী ভট্টাচার্য ও এফআইডিই রেটেড দাবা খেলোয়াড় শ্রী রাজীব ধর। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে এবং ছাত্রছাত্রীরা যাতে নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্করণ হয়ে উঠতে পারে তার জন্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রয়াস চালিয়ে আসছে।

শহরে চে গুয়েভারার কন্যা আলেইদা গুয়েভারা

সৌরভ দত্ত, ১৯ জানুয়ারি ঃ শহরে চে গুয়েভারার কন্যা আলেইদা গুয়েভারা, সঙ্গে তাঁর কন্যা এস্তেফানিয়া মার্টিন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গণসংবর্ধনা জানানো হলো তাঁদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম ছাত্র সংগঠনগুলি ছাড়াও তাঁদের সম্মান জানান যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সংবর্ধনায় আপ্লুত চে কন্যা বক্তব্যও রাখেন এই মঞ্চ থেকে। কলকাতা শহরজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগ দিতে শুক্রবার শহরে এসেছেন আলেইদা গুয়েভারা। কলকাতা বিমানবন্দরে এ দিন সকালে তাঁকে স্বাগত জানান বাম সমর্থকরা। আজ এবং আগামিকাল কলকাতায় একাধিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। চন্দননগরেও যেতে পারেন অ্যালেইদা গুয়েভারা। সঙ্গে থাকছেন অ্যালেইদার কন্যা এস্তেফানিয়া মার্টিন।ভারতে এসে গত সপ্তাহে কোচিতে সিপিএমের গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সর্বভারতীয় সম্মেলনে বৃন্দা কারাতের ডাকে অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে চেন্নাই হয়ে শহরে এলেন মার্ক্সিস্ট বিপ্লবীর কন্যা অ্যালেইদা। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই অ্যালেইদা গুয়েভারাকে সম্মান জানানোর প্রস্তুতি চলছিল বামপন্থী সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে। শুক্রবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়.গণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর আপ্লুত হয়ে.পড়েন চে কন্যা। স্প্যানিশ ভাষাতে বক্তব্যও রাখেন মঞ্চ থেকে। চে র আদর্শে সর্বোপরি মানুষকে ভালোবাসার বার্তা দেন তিনি।যদিও এইবারই প্রথম কলকাতা সফর নয়.চে কন্যার। আমেরিকার গুয়ানতানামো বে'র জেলে বন্দি কিউবার পাঁচ বিপ্লবীর মুক্তির দাবি নিয়ে.বিশ্বজুড়ে প্রচারের সময়ে. ১৯৯৮ সালে প্রথমবার কলকাতায় এসেছিলেন অ্যালেইদা। তিন দিনের সেই সফরেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েই সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল চেকন্যাকে।

নাগপুর-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনায় মৃত এক

বুলধানা, ২০ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার ভোরে নাগপুরমুম্বাই সুপার কমিউনিকেশন এক্সপ্রেসওয়েতে এক দুর্ঘটনায় একজন মারা গেছে এবং ২১ জন আহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে ভোর সাড়ে ৪টায়। নাগপুর থেকে ঔরঙ্গাবাদের দিকে আসা রাহি ট্রাভেলসের একটি প্রাইভেট বিলাসবহুল বাস বুলধানা জেলার দেউলগাঁও রাজার আসোলা ফাটা গ্রামের কাছে উল্টে যায়। প্রাইভেট বাসটিতে থাকা যাত্রীরা পেছন থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কা লাগে। এই ঘটনায় এক যাত্রী মারা যান। খবর পেয়ে পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্সের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য দেউলগাঁও রাজা ও জালনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কি করে এই ঘটনা ঘটল তা নিয়ে পুলিসই তদন্ত করে দেখবে বলেই স্পষ্ট জানিয়েছে।

IIFL FINANCE

CIN: **L67100MH1995PLC093797**
Reg Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
• E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার গহনার নীলাম সম্পর্কিত জনসাধারণের নোটিশ

সাধারণ জনসাধারণকে এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে দেনাদারের দ্বারা নিয়মিত নয় এমন গোল্ড লোন, GL12482870, GL13446490, GL13775320, GL13829036, GL14087194, GL14090327, GL14270445, GL14477429, GL14515989, GL14524152, GL14554661, GL14604319, GL14606257, GL14644559, GL14651472, GL14678840, GL14705478, GL14712954, GL14714721, GL14787401, GL14791042, GL14793697, GL14835512, GL14879389, GL14885572, GL14924562, GL14950151, GL14952840, GL14973967, GL15002987, GL15015617, GL15020833, GL15028185, GL15081382, GL15086630, GL15116633, GL15130320, GL15135516, GL15138206, GL15141796, GL15149487, GL15154101, GL15157588, GL15191954, GL15192198, GL15199600, GL15206874, GL15242624, GL15244318, GL15253483, GL15256925, GL15263716, GL15264058, GL15268575, GL15279123, GL15288772, GL15292172, GL15300634, GL15326443, GL15326965, GL15328780, GL15329784, GL15330918, GL15333335, GL15338730, GL15343042, GL15345206, GL15372818, GL15372912, GL15381225, GL15385188, GL15385564, GL15391562, GL15405397, GL15414861, GL15435105, GL15469736, GL15469920, GL15475609, GL15513822, GL15514478, GL15532046, GL15549826, GL15550598, GL15552531, GL15561661, GL15583553, GL15585888, GL15589844, GL15610074, GL15612461, GL15620146, GL15621225, GL15631654, GL15632379, GL15635877, GL15637606, GL15638808, GL15639541, GL15645400, GL15654833, GL15661758, GL15664120, GL15667605, GL15670655, GL15680098, GL15695851, GL15699662, GL15710285, GL15717306, GL15717699, GL15724875, GL15726482, GL15748129, GL15749879, GL15752507, GL15759645, GL15772799, GL15775500, GL15788197, GL15789397, GL15791417, GL15794929, GL15802354, GL15803087, GL15815832, GL15823189, GL15830214, GL15830439, GL15835626, GL15839602, GL15851406, GL15853186, GL15853460, GL15853887, GL15864815, GL15867308, GL15897937, GL15900273, GL15907808, GL15922146, GL15922431, GL15922612, GL15923380, GL15924204, GL15924220, GL15925310, GL15926431, GL15927720, GL15947465, GL15956820, GL15958085, GL15959688, GL15960290, GL15962429, GL15963380, GL15969971, GL15970752, GL15972011, GL15972673, GL15977513, GL15977989, GL15979457, GL15985002, GL15989888, GL15995309, GL15996183, GL15998934, GL16000428, GL16002093, GL16006524, GL16007157, GL16009563, GL16021650, GL16062802, GL16065009, GL16066475, GL16067657, GL16079756, GL16086439, GL16098832, GL16101016, GL16101888, GL16103849, GL16112752, GL16137897, GL16148293, GL16161738, GL16164263, GL16174912, GL16180477, GL16196896, GL16211547, GL16221408, GL16222529, GL16269141, GL16279783, GL16297992, GL16300214, GL16313572, GL16319762, GL16323660, GL16331995, GL16345208, GL16353339, GL16370867, GL16392040, GL16406313, GL16408509, GL16422789, GL16432875, GL16437374, GL16441064, GL16461786, GL16464204, GL16468491, GL16470634, GL16484465, GL16485880, GL16495384, GL16500390, GL16510151, GL16515759, GL16518144, GL16518774, GL16522233, GL16523319, GL16526166, GL16535124, GL16574591, GL16591397, GL16622137, GL16635979, GL16648234, GL16660947, GL16668079, GL16670046, GL16692126, GL16699883, GL16701599, GL16711372, GL16724460, GL16742071, GL16746556, GL16750322, GL16752158, GL16754297, GL16763618, GL16822479, GL16826246, GL16826278, GL16837004, GL16851191, GL16864304, GL16885275, GL16899252, GL16901579, GL16907047, GL16920249, GL16931896, GL16946826, GL16950397, GL16967143, GL16969480, GL16980115, GL16997490, GL17010099, GL17017831, GL17026408, GL17056848, GL17082670, GL17095192, GL17105535, GL17109627, GL17113701, GL17116580, GL17126520, GL17152804, GL17155237, GL17168591, GL17207023, GL17215194, GL17216174, GL17216672, GL17221467, GL17236246, GL17241645, GL17252107, GL17260781, GL17335510, GL17342748, GL17355617, GL17363246, GL17368621, GL17372840, GL17404475, GL17404940, GL17406849, GL17422741, GL17434955, GL17442020, GL17451640, GL17470942, GL17472506, GL17473428, GL17495813, GL17518412, GL17568368, GL17569299, GL17587866, GL17614035, GL17618996, GL17623601, GL17629273, GL17629556, GL17632501, GL17638075, GL17644317, GL17697442, GL17709983, GL17719414, GL17727046, GL17738389, GL17755108, GL17761306, GL17762756, GL17796217, GL17796751, GL17807405, GL17809402, GL17827007, GL17832861, GL17856601, GL17858142, GL17865650, GL17867637, GL17910838, GL17939133, GL17939220, GL17941074, GL17941644, GL17948429, GL17963220, GL17963545, GL17963807, GL17965906, GL17966571, GL17967067, GL17969006, GL17980906, GL17983985, GL17984329, GL17988367, GL17988542, GL17988897, GL17992875, GL17994062, GL17999368, GL18003803, GL18005300, GL18005308, GL18005522, GL18007025, GL18008468, GL18010742, GL18012983, GL18016356, GL18016436, GL18016737, GL18017206, GL18019761, GL18021636, GL18022017, GL18022636, GL18024251, GL18025358, GL18026596, GL18027826, GL18029282, GL18030522, GL18032197, GL18033787, GL18036593, GL18038655, GL18044778, GL18045488, GL18046823, GL18048492, GL18055669, GL18056513, GL18058378, GL18060726, GL18061816, GL18061960, GL18062412, GL18065047, GL18065688, GL18065949, GL18069422, GL18070878, GL18072854, GL18073757, GL18085188, GL18086906, GL18087473, GL18087843, GL18088798, GL18089349, GL18095636, GL18096977, GL18106061, GL18106934, GL18109741, GL18111625, GL18112457, GL18120798, GL18122298, GL18125774, GL18132011, GL18132123, GL18143837, GL18154858, GL18158308, GL18160534, GL18163898, GL18163961, GL18164670, GL18202991, GL18212802, GL18229865, GL18265293, GL18275162, GL18285161, GL18285186, GL18294923, GL18295104, GL18297427, GL18304930, GL18316509, GL18331120, GL18339803, GL18360114, GL18376640, GL18378946, GL18398845, GL18422716, GL18435880, GL18437419, GL18444825, GL18447001, GL18448509, GL18521693, GL18546568, GL18581174, GL18606274, GL18625843, GL18634653, GL18635073, GL18640797, GL18644095, GL18650427, GL18653527, GL18663511, GL18709173, GL18720739, GL18741333, GL18758291, GL18817351, GL18834689, GL18846123, GL18854686, GL18855438, GL18857389, GL18860573, GL18863743, GL18864899, GL18865389, GL18865571, GL18867972, GL18869637, GL18873280, GL18877142, GL18878115, GL18878268, GL18883075, GL18885056, GL18887763, GL18887970, GL18890232, GL18892436, GL18895443, GL18897122, GL18901204, GL18902468, GL18907743, GL18908951, GL18910073, GL18910107, GL18914536, GL18919926, GL18923308, GL18925117, GL18935564, GL18936692, GL18937569, GL18946938, GL18949729, GL18952045, GL18958412, GL18974211, GL18984622, GL19005686, GL19009913, GL19031279, GL19057219, GL19059212, GL19127213, GL19129970, GL19142619, GL19151059, GL19171998, GL19182539, GL19182784, GL19211184, GL19214655, GL19216244, GL19223782, GL19270230, GL19270346, GL19276292, GL19292475, GL19295195, GL19298603, GL19311732, GL19312355, GL19314848, GL19315028, GL19318857, GL19329983, GL19336953, GL19344575, GL19364293, GL19375398, GL19378148, GL19382960, GL19394136, GL19404980, GL19408888, GL19435000, GL19448497, GL19455491, GL19471725, GL19478601, GL19489082, GL19494978, GL19502640, GL19512765, GL19515808, GL19521320, GL19521415, GL19535129, GL19539213, GL19545229, GL19553993, GL19557460, GL19578108, GL19578749, GL19584755, GL19585763, GL19587969, GL19601146, GL19603316, GL19620207, GL19623105, GL19630561, GL19641409, GL19675689, GL19725032, GL19754949, GL19767708, GL19773458, GL19782000, GL19789492, GL19798371, GL19814010, GL19814854, GL19816138, GL19820711, GL19822707, GL19822393, GL19824875, GL19825280, GL19844738, GL19848390, GL19856016, GL19857032, GL19865689, GL19867960, GL19884841, GL19902711, GL19905303, GL19918199, GL19931060, GL19931360, GL19933685, GL19935841, GL19936576, GL19974458, GL19976710, GL19977701, GL19987024, GL19987887, GL19992439, GL20000249, GL20001666, GL20010545, GL20017622, GL20019594, GL20023738, GL20029680, GL20032499, GL20037390, GL20039167, GL20040410, GL20040707, GL20042448, GL20042968, GL20045791, GL20046269, GL20046355, GL20047157, GL20067943, GL20067960, GL20076866, GL20076872, GL20080897, GL20081549, GL20085723, GL20087233, GL20090304, GL20092043, GL20092248, GL20093436, GL20093783, GL20096211, GL20106394, GL20109294, GL20115482, GL20117305, GL20117847, GL20120610, GL20121149, GL20123184, GL20123837, GL20125400, GL20135456, GL20136519, GL20137556, GL20145026, GL20148378, GL20149813, GL20150150, GL20154540, GL20154997, GL20160839, GL20160887, GL20160939, GL20163192, GL20164209, GL20165638, GL20166514, GL20168464, GL20168516, GL20175512, GL20177936, GL20177968, GL20180327, GL20182088, GL20184555, GL20186774, GL20187531, GL20187565, GL20188157, GL20189389, GL20190866, GL20192166, GL20192550, GL20193110, GL20193796, GL20194551, GL20195179, GL20195767, GL20196743, GL20197467, GL20198984, GL20201606, GL20202229, GL20202722, GL20203181, GL20203290, GL20203493, GL20203698, GL20203941, GL20204107, GL20204314, GL20204610, GL20204842, GL20207640, GL20214717, GL20215230, GL20217861, GL20224738, GL20226351, GL20230318, GL20230997, GL20231474, GL20234635, GL20237047, GL20238888, GL20242453, GL20246328, GL20246730, GL20249042, GL20251244, GL20252655, GL20253973, GL20254099, GL20258797, GL20259240, GL20261690, GL20263116, GL20263570, GL20264213, GL20264753, GL20267375, GL20269106, GL20269223, GL20270458, GL20270585, GL20270760, GL20287473, GL20287690, GL20290850, GL20294823, GL20297329, GL20298315, GL20314491, GL20349557, GL20352476, GL20361937, GL20363991, GL20373833, GL20380193, GL20398137, GL20435324, GL20441797, GL20453570, GL20473759, GL20502007, GL20532294, GL20575374, GL20593147, GL20615050, GL20623561, GL20632072, GL20653377, GL20678038, GL20690498, GL20697875, GL20704542, GL20712757, GL20712863, GL20717412, GL20718577, GL20718704, GL20725150, GL20725162, GL20735336, GL20743274, GL20753717, GL20755202, GL20766311, GL20768767, GL20773858, GL20773944, GL20774152, GL20783111, GL20786056, GL20787545, GL20788759, GL20789609, GL20790690, GL20791744, GL20797624, GL20801824, GL20806365, GL20806913, GL20807519, GL20817191, GL20818693, GL20828445, GL20845154, GL20846315, GL20853411, GL20859581, GL20859981, GL20859986, GL20875723, GL20877785, GL20883210, GL20884926, GL20897326, GL20918531, GL20930522, GL20935150, GL20942412, GL20955145, GL20955406, GL20955526, GL20959077, GL20966709, GL20973976, GL20978683, GL20990552, GL20992983, GL20995509, GL20995877, GL20997589, GL21010006, GL21026007, GL21026089, GL21029495, GL21041657, GL21046272, GL21052308, GL21057748, GL21063060, GL21068153, GL21069356, GL21071891, GL21071947, GL21072189, GL21078858, GL21089034, GL21089197, GL21109850, GL21119073, GL21119126, GL21121651, GL21126751, GL21129935, GL21135565, GL21137895, GL21148892, GL21153506, GL21160271, GL21165297, GL21166014, GL21167424, GL21171743, GL21172664, GL21174290, GL21174384, GL21178398, GL21179810, GL21181908, GL21185233, GL21194487, GL21199686, GL21200152, GL21201131, GL21209199, GL21209462, GL21211860, GL21220465, GL21220539, GL21226114, GL21227044, GL21228063, GL21228871, GL21229399, GL21229716, GL21237064, GL21237296, GL21238455, GL21246484, GL21248504, GL21253210, GL21253462, GL21261362, GL21273665, GL21278491, GL21278550, GL21282661, GL21284012, GL21286576, GL21290786, GL21291795, GL21293759, GL21296614, GL21305463, GL21307265, GL21318422, GL21321405, GL21326608, GL21337249, GL21337849, GL21342102, GL21344338, GL21345538, GL21354941, GL21356395, GL21357877, GL21364948, GL21372364, GL21372718, GL21379457, GL21382220, GL21383895, GL21384993, GL21385294, GL21387694, GL21390447, GL21393451, GL21393842, GL21394473, GL21395740, GL21402533, GL21402952, GL21403018, GL21404926, GL21413359, GL21414861, GL21419951, GL21420886, GL21421485, GL21421679, GL21422374, GL21423004, GL21426453, GL21431222, GL21431413, GL21431789, GL21439281, GL21439377, GL21439561, GL21440740, GL21442384, GL21446208, GL21449154, GL21464000, GL21474753, GL21475143, GL21479667, GL21480787, GL21481657, GL21484550, GL21499074, GL21499334, GL21500258, GL21501441, GL21502415, GL21502846, GL21503619, GL21515957, GL21524234, GL21525307, GL21536826, GL21541288, GL21544229, GL21545460, GL21547610, GL21549539, GL21550781, GL21552875, GL21553806, GL21554519, GL21554847, GL21561677, GL21561916, GL21562011, GL21562549, GL21563003, GL21566472, GL21566980, GL21570496, GL21571772, GL21576437, GL21577328, GL21577518, GL21578653, GL21578985, GL21585248, GL21585545, GL21587517, GL21589106, GL21593110, GL21596755, GL21597360, GL21597894, GL21603250, GL21603690, GL21605587, GL21606864, GL21619932, GL21620247, GL21622098, GL21622864, GL21624587, GL21625175, GL21625339, GL21626864, GL21635307, GL21635987, GL21636795, GL21637006, GL21637072, GL21638238, GL21643895, GL21650371, GL21654279, GL21657452, GL21692713, GL21697707, GL21710087, GL21713579, GL21713623, GL21722108, GL21724958, GL21728523, GL21740567, GL21753723, GL21754454, GL21760679, GL21762184, GL21769931, GL21770266, GL21777064, GL21777530, GL21780489, GL21781603, GL21781827, GL21782312, GL21783122, GL21796228, GL21842081, GL21852171, GL21856535, GL21885325, GL21891714, GL21896406, GL21896729, GL21897019, GL21903508, GL21907453, GL21910918, GL21911696, GL21923545, GL21924250, GL21924285, GL21947709, GL21968980, GL21970648, GL21976752, GL22034892, GL22039353, GL22056187, GL22074860, GL22082508, GL22085950, GL22090074, GL22091630, GL22095868, GL22106494, GL22116433, GL22144313, GL22159916, GL22166656, GL22174760, GL22183790, GL22194242, GL22200940, GL22207058, GL22251387, GL22252734, GL22280732, GL22284095, GL22319438, GL22321448, GL22323889, GL22324714, GL22324761, GL22339788, GL22351268, GL22372630, GL22374876, GL22381442, GL22389213, GL22404792, GL22414240, GL22439023, GL22442054, GL22442928, GL22444432, GL22459645, GL22461990, GL22463755, GL22483802, GL22494972, GL22511739, GL22514071, GL22519187, GL22521627, GL22522819, GL22522936, GL22524753, GL22528407, GL22538405, GL22543890, GL22550883, GL22551197, GL22551758, GL22562993, GL22570636, GL22579570, GL22579908, GL22580318, GL22583437, GL22584086, GL22588556, GL22589656, GL22594794, GL22597333, GL22614779, GL22615083, GL22617126, GL22622658, GL22651154, GL22652584, GL22653446, GL22653915, GL22654243, GL22668242, GL22677254, GL22681408, GL22684615, GL22712939, GL22751201, GL22825379, GL22854191, GL22971627, GL23091429, GL23161539, GL9945948.

আমরা **25-01-2023**বা তার পরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সোনার গহনাগুলির সকাল **10** টায় নিলাম পরিচালনা করছি সংশ্লিষ্ট উপজেলা / কেন্দ্র যেখানে এ জাতীয় ঋণ প্রাপ্ত হয়েছিল। এই ধরণের তালুকা এবং কেন্দ্রগুলির ঠিকানা আমাদের ওয়েবসাইট **www.iifl.com** এ যথাযথভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে। পরিশোধে অক্ষম সমস্ত দেনাদারদের যথাযথভাবে নীলামের বিষয়ে এই নোটিশের মাধ্যমে জানানো হয়ে গেছে। দেনাদারদের অক্ষমতা বিস্তারিতভাবে বন্দকী সোনার গহনা এবং অন্যান্য বিষয়ের বিস্তারিত নিজ-নিজ তালুকা এবং কেন্দ্রগুলিতে প্রদর্শিত হয়েছে। নীলামের পদ্ধতি নিজ-নিজ শাখায় প্রদর্শন করানো হয়েছে। কিন্তু যেকোনও ক্ষেত্রে এখানে উল্লেখিত নীলামের দিন পর্যন্ত অনাদায়ী দেনাদারদের সম্পূর্ণ বাকী টাকা ফেরত দেওয়ার একটা পছন্দ আছে, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে প্রযোজ্য খরচ এবং তাদের লোন অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার, এই নোটিশ জারী হওয়ার পরেও । যদিও, অনাদায়ী লোনগুলি যেগুলি বন্ধ হবে অথবা এই ঘোষণা প্রকাশের পরেও যা হল **21-01-2023-য়,** তাদের এই ঘোষণার খরচ যথানুপাতে বহন করতে হবে।

বিডারদের (যারা নীলামে দর হাঁকে) **24-01-2023** -য় সোনার গহনা পরীক্ষা করার জন্যে এবং তাদের প্রস্তাবিত মূল্য জমা দেওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সোনা নীলাম করা হবে **"AS IS WHAT IS"**-এর ভিত্তিতে। কোম্পানীর দ্বারা প্রবর্তিত প্রযোজ্য শর্তাবলী এবং পদ্ধতি অনুসারে নীলাম পরিচালিত হবে। যদি নীলাম অনাদায়ী অ্যাকাউন্টস্ নীলামের দিন সম্পূর্ণ না হয়, তাহলে বন্দকী সোনার গহনা নীলাম করা হবে পরের দিনগুলিতে কোনও নোটিশ ছাড়া। নীলামের জন্যে শর্তাবলী কোম্পানীর একান্ত ইচ্ছাধারায় করা হবে। দরের জন্যে নীলামে অংশগ্রহণ এবং সমর্থন, কোম্পানীর একান্ত ইচ্ছার ওপরে হবে।

আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড কোনও অ্যাকাউন্টস্ নীলামের তালিকা থেকে সরিয়ে নেওয়ার কর্তৃত্ব আছে কোনও খবর দেওয়ার পূর্বে এবং বাতিল করার অধিকারস্আগে থেকে না জানিয়ে নীলামের তারিখ পরিবর্তণ করতে পারে।

তারিখ: 21-01-2023 **অথরাইজড্ অফিসার**

অন্য কিছু বিস্তারিত জানার জন্যে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন: **(আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড)**

IIFL FINANCE LTD., No.1, Shakesphere Sarani, 8th Floor, AC Market, Kolkata 700071, West Bengal • Contact: 90071 05223 / 74396 78189

কর্মসংস্থান মেলায় ৭১ হাজার যুবকের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরকারি পদে নির্বাচিত প্রায় ৭১ হাজার যুবকযুবতীকে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

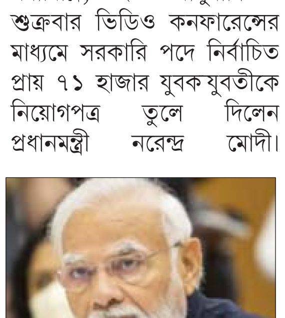

প্রধানমন্ত্রীও এই তরুণকে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ধারাবাহিকভাবে আয়োজিত এসব চাকরি মেলা এখন আমাদের সরকারের পরিচয়ে পরিণত হয়েছে। এটি আমাদের সরকার যে রেজোলিউশন নেয় তা কীভাবে প্রমাণ করে। মোদী আরও বলেন, যারা আজ নিয়োগপত্র পেয়েছেন তাদের জন্য এটি জীবনের একটি নতুন যাত্রা। সরকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ায় আপনি উন্নত ভারতের যাত্রায় সক্রিয়. অংশগ্রহণকারী হবেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কর্মসংস্থান মেলার মাধ্যমে তরুণদের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করা হচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন বিভিন্ন কারণে নিয়মিত পদোন্নতিও আটকে থাকত। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এসেছে। এখন কেন্দ্রীয় সরকারে নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও সময়বদ্ধ এবং সুসংগঠিত। স্বচ্ছ পদ্ধতিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি তরুণদের মধ্যে আস্থা জাগায়। এই স্বচ্ছতা তাদের আরও ভালো প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামতে অনুপ্রাণিত করে। আমাদের সরকার এ লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নবনিযুক্ত তরুণদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলছে, কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণের পথে এই রোজগার মেলা একটি পদক্ষেপ। সারাদেশ থেকে নতুন নির্বাচিত জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, লোকো পাইলট, টেকনিশিয়ান, ইন্সপেক্টর, সাবইন্সপেক্টর, কনস্টেবল, স্টেনোগ্রাফার, জুনিয়র অ্যাকা ন্ট্যান্ট, গ্রামীণ ডাক সেবক, ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টর, শিক্ষক, নার্স, ডাক্তার, সামাজিক নিরাপত্তা অফিসারের মতো বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হবেন। এই প্রসঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের মুখে খুশি এবং সন্তুষ্টি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন এবং অনেকেই তাদের পরিবারে প্রথম ব্যক্তি যিনি সরকারি চাকরি পেয়েছেন। তিনি বলেন, আপনি নিশ্চয়ই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। কেন্দ্রীয় চাকরিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও সুগম এবং সময়বদ্ধ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও গতি বর্তমান সরকারের কাজের প্রতিটি দিককে চিহ্নিত করে। তিনি আরও বলেন, এই সরকার এ ধরনের সমস্যা সমাধান করেছে এবং একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করেছে। স্বচ্ছ নিয়োগ এবং পদোন্নতি তরুণদের মধ্যে আস্থা জাগায় বলেও তিনি মনে করেন।

Name Change

I, SUNIL KUMAR BISWAS is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- AMULLYA KUMAR BISWAS. Residing at Vill - GangapurMathpara, Post- Duttapukur, Ps- Barasat -I, Dist- North 24 Pargana, Pin- 743248, West Bengal. Shall henceforth be known as SUNIL BISWAS. That my name SUNIL BISWAS and SUNIL KUMAR BISWAS is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at BerhamporeMurshidabad.

Name Change

I, ABID AHMED is wrongly recorded in my Passport No- K7369213. S/o- MUKTAR AHAMMAD. Residing at Vill - 4/2 BrayaSaha Lane, Po - Berhampore, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742101, West Bengal. Shall henceforth be known as ABID AHAMMAD. That my name ABID AHAMMAD and ABID AHMED is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at BerhamporeMurshidabad.

Name Change

I, ISLAM MALLICK is wrongly recorded in my Son's Passport No- N1124660. S/o- BANAI MALLIK. Residing at Vill - Majlishpur, Post- Tarapur, Ps- Burwan, Dist- Murshidabad, Pin- 742132, West Bengal. Shall henceforth be known as NURUL ISLAM MALLICK. That my name NURUL ISLAM MALLICK and ISLAM MALLICK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at BerhamporeMurshidabad.

Name Change

I, AKRAM ALI SK is wrongly recorded in my Voter Card No- XMB2458487. S/o- IYAD ALI SK. Residing at Vill - Mamdalipur, Po - N.P Raipur, Ps- Hariharpara, Dist- Murshidabad, Pin- 742165, West Bengal. Shall henceforth be known as AKRAM SK. That my name AKRAM SK and AKRAM ALI SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at BerhamporeMurshidabad.

Name Change

I, AKASH RAJAK (Old Name) S/o TarakRajakresiding at 10, Ahiripukur Road, PO-Ballygunge, Kolkata-700019 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) AAKASH RAJAK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/01/2023.AKASH RAJAKand AAKASH RAJAK both are same and one identical person.

Name Change

I, MOJIBOR GAIN is wrongly recorded in my Son,s School Certificate. S/o- BAJLU GAIN. Residing at Vill - House No- N0296, Post- Lakshigachha Road, Ps- Chapra, Dist- Nadia, Pin- 741123, West Bengal. Shall henceforth be known as MAJIBAR RAHAMAN GAIN. That my name MAJIBAR RAHAMAN GAIN and MOJIBOR GAIN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at BerhamporeMurshidabad.

Name Change

I,KM ADRI KASHYAP (Old Name) D/o RAJENDRA PRASAD RAI residing at 27, NityadhanMukharjee Road, Howrah Municipal Corporation, Howrah-711101 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) ADRI KASHYAP, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/01/2023.KM ADRI KASHYAP and ADRI KASHYAP both are same and one identical person.

Name Change

I, MOHINI is wrongly recorded in my Passport No- K1491754. S/o- MUSURUDDIN. Residing at Vill - Donali, Post- Sanmattragar, Ps- Raghunathganj, Dist- Murshidabad, Pin- 742213, West Bengal. Shall henceforth be known as MAHAMMAD ASRAFUL MIYA. That my name MAHAMMAD ASRAFUL MIYA and MOHINI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at BerhamporeMurshidabad.

Name Change

I, TARAK LAL RAJAK alias TARAK LAL AKASH (Old Name) S/o Late ManickLalRajakresiding at 10, Ahiripukur Road, PO-Ballygunge, Kolkata-700019 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) TARAK RAJAK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/01/2023.TARAK LAL RAJAK,TARAK LAL AKASHand TARAK RAJAK both are same and one identical person.

বিহার থেকে এসে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে প্রতারণার চেষ্টা, বুঝতে পেরেই থানায় অভিযোগ মেয়ের বাড়ির লোকের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ জানুয়ারি ঃ বিহার থেকে এসে আত্মীয়র মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব। পাত্রর সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে দেখতে গিয়ে চক্ষুচড়ক গাছ মেয়ের বাড়ির লোকের। পাত্র ইতিমধ্যেই বিবাহিত। তারা বুঝতে পারে তাদের মেয়েকে পাচারের উদ্দেশ্য ছিল। সাথে সাথে অভিযোগ দায়ের করা হয় থানায়। তৎক্ষণাত পুলিশ বিয়ে করতে আসা ভুয়ো পাত্র এবং বৌদির পরিচয়ে আসা তার স্ত্রীকে গ্রেফতার করে। সমগ্র ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য এলাকায়। তৃণমূলের মদতেই বিহারের দুষ্কৃতীদের বাড়বাড়ন্ত অভিযোগ বিজেপির। মমতা ব্যানার্জির জামানায় রাজ্যের সকল মেয়ে সুরক্ষিত। অপরাধীরা ছাড়া পায় না পাল্টা তৃণমূল। তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত তালশুর গ্রামের বাসিন্দা শোভা পাশওয়ান এবং সন্তোষ পাশওয়ান। দিন আনে দিন খাওয়া পরিবার। বাড়িতে বিবাহযোগ্য মেয়ে। কিছু দিন আগে স্থানীয় পরিমল মহলদার তাদের পাত্রের খোঁজ দেয়। সে জানায় তার আত্মীয়ের কাছে সুযোগ্য পাত্র আছে। সেই নিয়ে কথা বার্তা হয় দুই পক্ষের মধ্যে। বিহারের পাটনা থেকে হরিশ্চন্দ্রপুরে মেয়ে দেখতে আসে উদল কুমার যাদব এবং কাঞ্চন দেবী। উদল কুমার যাদব আসে বিয়ের উদ্দেশ্যে। কাঞ্চন দেবীকে তার বৌদি বলে পরিচয় দেয়। পরবর্তীতে মেয়ের বাড়ি থেকে বিহারের পাটনাতে তাদের বাড়ি যায়। সেখানে এলাকাবাসীর থেকে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে উদল কুমার যাদব তাদের সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেছে। সে ইতিমধ্যে বিবাহিত। যাকে বৌদি বলে পরিচয় দিয়েছে সেই কাঞ্চন দেবী তার স্ত্রী। মেয়ের বাড়ির লোক বুঝতে পারে তারা প্রতারিত হতে যাচ্ছিল। তাদের অভাবের সুযোগ নিয়ে তাদের মেয়েকে বিয়ের নাম করে নিয়ে গিয়ে পাচার করে দেওয়া হতো। অভিযুক্তদের ফোনের কিছু কথোপকথন কানে আসে তাদের। তারা সেখানে কিছু প্রকাশ করে না। বিয়ের জন্য তারা উদল কুমার যাদব কে ডাকে। তারা হরিশ্চন্দ্রপুরে এলেই তৎক্ষণাত থানায় জানায় মেয়ের বাড়ির লোকেরা। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ সাথে সাথে উদল কুমার যাদব এবং বৌদির পরিচয় নিয়ে আসা তার স্ত্রী কাঞ্চন দেবি কে গ্রেপ্তার করে। পাত্রের খোঁজ দেওয়া স্থানীয় পরিমল মহালদার পলাতক। সমগ্র ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের উদ্দেশ্য কি ছিল? তাদের সঙ্গে বড় কোন নারী পাচার চক্রের যোগ রয়েছে কি না? এর পেছনে আর কারা কারা রয়েছে? সকল প্রশ্নের উত্তর বের করার জন্য ধৃতদের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। এদিকে সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। বিজেপির দাবি তৃণমূলের মদতেই ভিন রাজ্য থেকে দুষ্কৃতীরা এসে অপরাধমূলক কাজকর্ম চালাচ্ছে। যদিও পাল্টা তৃণমূলের দাবি মমতা ব্যানার্জির আমলে সকল মেয়ে সুরক্ষিত। অপরাধীরা কেউ ছাড়া পাবে না। অভিযোগকারী বিশ্বজিত পাশওয়ান বলেন, আমরা বিহারে যখন পাত্রের বাড়ি দেখতে যাই তখন সব কিছু জানতে পারি। পাত্র ইতিমধ্যেই বিবাহিত। কিন্তু সেখানে সব প্রকাশ করলে অপরাধীদের ধরা যেত না। তাই তাদের বিয়ের কথা বলে হরিশ্চন্দ্রপুরে নিয়ে আসি। এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত যাতে পরবর্তীতে কোন মেয়ের ক্ষতি না হয়। জেলা বিজেপি কমিটি সদস্য কিষান কেডিয়া বলেন, রাজ্য-জুড়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। বিহার থেকে এসে এই সাহস কেউ পাবে না যদি না তৃণমূলের মদত থাকে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ বলেই অপরাধীদের এত বাড়বাড়ন্ত। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক আইএনটিটিইউসির সভাপতি সাহেব দাস বলেন, কেউ যদি ভাবে বিহার থেকে এসে এই রাজ্যের মেয়েদের ক্ষতি করবে তারা ভুল ভাবছে। এখানকার পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট সক্রিয়। বাংলায় মেয়েদের সুরক্ষা আছে। কোন অপরাধী বাঁচতে পারবে না। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেবদূত গজমের জানান থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিন চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। গোটা ঘটনা তদন্ত চলছে। সমগ্র ঘটনা নিয়ে যথেষ্ট আতঙ্কিত এলাকাবাসী। যদি তাদের বাড়ির লোক বুঝতে না পারে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিত তবে কি হত। ভাবতে গেলেই শিউরে উঠছে সকলে। তাদের মত অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরেই এই ধরনের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। এলাকাবাসী দাবি জানাচ্ছে পুলিশের উচিত সমগ্র ঘটনা সামনে আনা। সাথে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি ব্যবস্থা করা। যাতে পরবর্তীতে কেউ এই ধরনের কাজ করার সাহস না পায়।

বাড়ির মালিক আটক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি ঃ অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ির ফারাবাড়ি নেপালী বস্তি এলাকায় অভিযান চালালো বনদপ্তর। বনবিভাগের বৈকুন্ঠপুর ডিভিশনের ডাবগ্রাম রেঞ্জের তরফে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। জানা গেছে বন্য আইনকে তোয়াক্কা না করে বনদপ্তরের জমিতে অবৈধভাবে দু তলা পাকা বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। সম্প্রতি মাস কয়েক আগে বনদপ্তরের তরফে ওই বাড়িটি ভেঙে দেওয়ার জন্য নোটিশও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তাতেও কর্ণপাত করেনি বাড়ির মালিক ডি ভি ছেত্রী। অবশেষে ওই অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযান চালালো বনদপ্তর। এদিন বনদপ্তরের ডিএফও সহ উচ্চপদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতে ওই বাড়ি ভাঙ্গা হয়। পাশাপাশি জানা গিয়েছে বাড়ির মালিক কেউ আটক করা হয়েছে।

Office of The Nayadih Gram Panchayat
Vill.-Darpa, PO-Darpa, PS-Jaldha, Dist.-Purulia(W.B.), Pin-723212
NOTICE INVITING TENDER No. 07/NGP/2022-23, DATE: 20.01.2023

Sealed Tender is invited by the Pradhan, Nayadih Gram Panchayat for the execution of total 8(Eight)Nos. similar works. Source of Fund: 15 th FC(Tied). Work completion period: 15 days. Date of sale of Tender form on any working day from **20.01.2023 to 01.02.2023 (from 10.30 AM to 3.30 PM).** Last date of dropping of sealed Tender Form on or before **02.02.2023 (up to 1.00 PM).** Date of Opening of Tender: **02.02.2023 at 2.00 PM.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Nayandih Gram Panchayat

ABRIDGED TENDER NOTICE

NIT.NO.-149 Memo No.-57 Dated 19/01/2023 the B.D.O & Executive Officer, Haldia Panchayat Samity invites tender from qualified bidders for 2 nos Sinking of Submersible Pump With Pipe Line ,supply of pipe line,const. of Drain,construction of community toilet under B.D.O & Haldia Panchayat Samity from the fund of 15Th CFC . Details may be accessed and dully responded through **http://www.wbtenders.gov.in** from 20th January, 2023 (Friday) at 9.00 A.M.to 27-01-2023 (Friday) 17.00 Hours.

Sd/-
Executive Officer,
Haldia Panchayat Samiti

ABRIDGED TENDER NOTICE

NIT. NO.150 Memo No.58 Dated 19/01/2023 the B.D.O & Executive Officer,Haldia Panchayat Samity invites tender from qualified bidders **Construction of Concrete Road, Supply Instalation Testing & commisioning of LED Street light** under B.D.O & Haldia Panchayat Samity from the fund of 15Th CFC . Details may be accessed and dully responded through **htt://www.wbtenders.gov.in** from **20th January ,2023 (Friday) at 9.00 A.M.to 02-02-2023 (Thursday) 13.00 Hours.**

Sd/- Executive Officer,
Haldia Panchayat Samiti

Bidhannagar Municipal Corporation

i) NIT No 1687/PWD(BMC)/2nd Call, Date - 19.01.2023 e-Tender has been invited for Construction of concrete road, Box Drain and kerb stone at Different location in Ward no. 20,21,22,23,24,26,32,33,35,36,37,38,39, under BMC [Paray Samadhan Scheme] For details, please follow, (i) Tender Id 2023_MAD_450970_1 and 24,] in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board, ii) Last date of Bid submission - 28/01/2023 up to 3.00 p.m.

Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

খড়গপুর ডিভিসনে কমিশন এজেন্ট

নং কম/জিওও/পিএইচ/কসেস/পিটি.১, তারিখ ১১.০১.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে খড়গপুর ডিভিশনের নিম্নলিখিত তিনটি (০৩) স্টেশনে অর্থাৎ (১) খড়গপুর-টাটা শাখার বানিমাখি পিএইচ. (২) খড়গপুর-ভদ্রক শাখার পলপলা পিএইচ ও (৩) রূপসা-বাংরিপোসি শাখার ঠাকুরতোটা পিএইচ-তে নিয়োজিত কমিশন এজেন্ট নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করছেন : **জমার তারিখ :** ১৩.০২.২০২৩ তারিখ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টে। **খোলার তারিখ :** ১৩.০২.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। **স্থান :** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের কার্যালয়, খড়গপুর। যোগ্যতা মানদণ্ড, স্থান, আবেদনের ধরন এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ser.indianrailways.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। এই টেন্ডার সম্বন্ধে কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে তা সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের কার্যালয়, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর থেকে যে কোনও কাজের দিন কাজের সময়ে পাওয়া যাবে। দ্রষ্টব্য : যদি কোনও কেন্দ্র/রাজ্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুসারে স্বাভাবিক জীবন/কাজ বিঘ্নিত হয় জমা/টেন্ডার বাক্স খোলার তারিখে তাহলে সেটি বন্ধ রাখা হবে। জমা/ টেন্ডার বাক্স খোলার তারিখ পরবর্তী স্বাভাবিক কাজের দিনে একই সময় ও স্থানে পুনর্নির্ধারিত করা হবে।

(PR-1031) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার /খড়গপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

Bidhannagar Municipal Corporation

i) NIQ No 759/PWD(E)/BMC, Date - 19.01.2023
ii) NIT No. 471/PWD/ROAD/BMC, Date - 20.01.2023
e-Tender has been invited for i) Supply of Dumper and Black Hoe Loader for Environment department for one year ii) Reconstruction of Shed and repairing wall & floor of BFICF that within ward no. 31 under BMC. For details, please follow, [i] Tender Id 2023_MAD_450641_1 and 2, ii) 2023_MAD_452317_1] in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board.
i) Last date of Bid submission - 04/02/2023 up to 3.00 p.m.
ii) Last date of Bid submission - 28/01/2023 up to 3.00 p.m.

Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
Press Notice

Executive Officer, Para Panchayat Samity invites E-tender as follows: **WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-20/2022-23 dt. 19.01.2023** for **09** nos scheme **(Tender ID: 2023_DM_450840_1 to ID: 2023_DM_450840_9)** within the jurisdiction of Para Panchayat Samity. Last date of Tender submission is **27.01.2023 up to 04.00 P.M.** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

E-Tender Notice

Application are invited from bonafied contractors/agencies vide **NIT bearing memo nos are 631/RGP/23, dated-21/01/2023** of the under mentioned for "UPGRADATION OF SUBMERSIBLE" works under Rasapunja Gram Panchayat, TM Block., South 24 Parganas. Last Date of Bid Submission: **01/02/2023, 11:00 am,** Date of Opening **03/02/2023, 11:00 am.** For details, please see **www.etender.com**

Sd/- Prodhan
Rasapunja Gram Panchayat
T/Maheshtala Dev. Block
South 24 Parganas

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
Press Notice

Executive Officer, Para Panchayat Samity invites E-tender as follows: **WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-19/2022-23 dt. 19.01.2023** for 05(Five) nos scheme **(Tender ID: 2023_DM_449885_1 to ID: 2023_DM_449885_5)** within the jurisdiction of Para Panchayat Samity. Last date of Tender submission is **27.01.2023 up to 04.00 P.M.** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

উদ্ধার লক্ষ টাকা মূল্যের হাতির দাঁত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি ঃ পাচারের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিন জনকে গ্রেফতার করেছে ফাঁসি দেওয়ার ঘোষ পুকুর বন দপ্তর। জানা গেছে কাল রাতে খড়িবাড়ির ইন্দো- নেপাল সীমান্ত এলাকা থেকে তিনজন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে আটক করে এসএসবির জওয়ানেরা। তল্লাশি চালাতে উদ্ধার হয় দুটি হাতির দাঁত। বনবিভাগের ঘোষ পুকুর রেঞ্জের সাথে যোগাযোগ করলে রেঞ্জার সোনম ভুটিয়ার নেতৃত্বে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিহারের দিকে যাওয়ার সময় পিক আপ ভ্যান থেকে দাঁত দুটি উদ্ধার হয়।

ভুল সংশোধন

১৮।০১।২০২৩ বুধবার হাওড়া জেলার ঝিখিরার বন্ধন কোন্নগর **THP** শাখা থেকে ৪৯ জন মহিলাকে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য সম্পদ প্রদান করা হল মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে।

Office of The Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NIeT No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-37(05)/22-23,
Dated: 20.01.2023

E-tenders are hereby invited by the under signed for 05 nos. Tube Wells. Last date of bid submission: **31.01.2023,** Details available from the web site **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas

BAGNAN-II PANCHAYAT SAMITY
ANTILA :: BAGNAN :: HOWRAH
Abridged Notice Inviting Tender
E-NIT No.:- WB/HOW/BAG-II/NIET-7/2022-23, dt.-19/01/2023 and
E-NIT No.:- WB/HOW/BAG-II/NIET-8/2022-23, dt.-19/01/2023

Sealed tenders are hereby invited by the undersigned from bonafied and resourceful contractors for implementation of 10 nos. and 11 nos schemes under Bagnan-II Panchayat Samity. For other Details, contact office of the undersigned within office hour.

Sd/- E.O. Bagnan-II Panchayat Samity, Howrah

Office of the Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Re-e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for **tender reference no: 1840/EO, Singur dated. 20.01.2023** for Construction of PCC Roads & Solar High Mast light within Singur PS. Last date for the online Bid submission is 28/01/23. Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in (Tender ID 2023_ZPHD_451086_1 to 5).**

Sd/- Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

CHATUMADAR GRAM PANCHAYAT OFFICE
VILL. & P.O.-CHATUMADA, P.S.-HURA, DIST.-PURULIA
CHATUMADAR GRAM PANCHAYAT
NOTICE FOR INVITING TENDER

Sealed Tenders are invited by the undersigned from eligible Contractors having 60% Credential of similar type of works for 14 nos. Of schemes **(NIT-3 & NIT-4)** to be constructed at different places under Chatumadar Panchayat. For details the contractors may visit to the office of the Chatumadar Gram Panchayat. 1. Date and time for issuing tender form : **21.01.2023 to 03.01.2023 up to 12.00 noon.** 2. Date of dropping of tender paper : **21.01.2023 to 03.01.2023 up to 12.00 noon .** 3. Date and time for opening of tender paper : **03.01.2023 at 1.00 pm.** 4. Period of completion : 30 days.

SD/- Pradhan
Chatumadar Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসআইটি/০২/২৩/৩ তারিখ ১৬.০১.২০২৩। ডিভিশনাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলি প্লেস, ৪র্থ তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রম নং এবং টেন্ডার নং; বিবরণ; বায়না মূল্য যথাক্রমে ঃ (১)** ... [illegible] ... **STORES-85/2022-23**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

বালিগঞ্জ-নামখানা শাখায় ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের জন্য ট্রেন নিয়ন্ত্রণ

মথুরাপুর রোড স্টেশনে পুরোনো ফুট ওভারব্রিজ ভেঙে ফেলার জন্য, বালিগঞ্জ-নামখানা সেকশনে আপ ও ডাউন লাইনে একসাথে ২২/২৩.০১.২০২৩ (রবিবার/সোমবার) **তারিখ রাতে ০৭ ঘন্টার (রাত ১১.৩০ মিনিট থেকে সকাল ৬.৩০ মিনিট পর্যন্ত) জন্য ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের** প্রয়োজন হবে। তদনুযায়ী, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে ঃ ● **ট্রেন বাতিল [২২.০১.২০২৩ (রবিবার)] ঃ** শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর ঃ ডাউন– ৩৪৭৫২। [২৩.০১.২০২৩ (সোমবার)] ঃ শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর ঃ ডাউন– ৩৪৭১৪। লক্ষ্মীকান্তপুর-শিয়ালদহ ঃ আপ– ৩৪৭১৩, ৩৪৭১৫, ৩৪৭১৭। ● **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ ও সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু এবং যাত্রাপথে নিয়ন্ত্রণ ঃ** (১) ডাউন ৩৪৭৫৪ শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল রবিবার লক্ষ্মীকান্তপুরের পরিবর্তে বারুইপুরে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ৩৪৭১১ লক্ষ্মীকান্তপুর-শিয়ালদহ লোকাল সোমবার লক্ষ্মীকান্তপুরের পরিবর্তে বারুইপুর থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। (২) ডাউন ৩৪৭১২ শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল সোমবার লক্ষ্মীকান্তপুরের পরিবর্তে দক্ষিণ বারাসাতে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ৩৪৭৯১ লক্ষ্মীকান্তপুর-শিয়ালদহ লোকাল সোমবার লক্ষ্মীকান্তপুরের পরিবর্তে দক্ষিণ বারাসাত থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। ● **ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ ঃ** (১) আপ ৩৪৭১৯ লক্ষ্মীকান্তপুর-শিয়ালদহ লোকাল ৪৬ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে সোমবার সকাল ৫.৪৪ মিনিটের পরিবর্তে **সকাল ৬.৩০ মিনিটে** ছাড়বে। (২) আপ ৩৪৭২১ লক্ষ্মীকান্তপুর-শিয়ালদহ লোকাল ১৫ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে সোমবার সকাল ৬.৩০ মিনিটের পরিবর্তে **সকাল ৬.৪৫ মিনিটে** ছাড়বে। দ্রষ্টব্য ঃ ব্লক শেষ হওয়ার পর ০১ (এক)টি আপ ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে সুবিধামতো ছাড়বে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

This Corrigendum to the Issue Opening Advertisement is being published in Financial Express (English Daily) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions) and DurantaBarta (Bengali) (West Bengal), ('Corrigendum') in the Issue Opening Advertisement dated Thursday, January 19, 2023 which was published on Friday, January 20, 2023.

FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

PREMIER ROAD CARRIERS LIMITED
Corporate Identification Number: L63090WB1968PLC027309;
Registered Office: 14th Floor, Suite No. 1405, Om Towers, 32 Chowringhee Road, Kolkata - 700071, West Bengal India;
Corporate Office: 901/ 918 B Wing, Dalamal Tower, Nariman Point, Mumbai – 400021, Maharashtra, India;
Contact Number: +912267740623;
Contact Person: Mr. Agnivesh Moreshwar Sathe, Company Secretary and Compliance Officer;
Email-ID: info@prclimited.co.in; Website: www.prclimited.co.in.

THE PROMOTERS OF OUR COMPANY ARE MR. YASHU GUPTA, MR. VIJAY KUMAR GUPTA, MR. KARAN GUPTA, MS. SUSHMA GUPTA, MS. SMRITI GUPTA, MS. POOJA GUPTA, M/S VIJAY KUMAR GUPTA HUF, M/S YASHU GUPTA HUF, M/S MAHESH KUMAR GUPTA HUF, M/S LOGISYS ADVISORS PRIVATE LIMITED, M/S DILIGENT INVESTMENT LIMITED, M/S PREMIER AUTO FINANCE LIMITED, M/S PREMIER ENCLAVE PRIVATE LIMITED, M/S PREMIER ROAD SERVICE LIMITED

RIGHTS ISSUE OF UP TO 52,12,500 (FIFTY-TWO LAKHS TWELVE THOUSAND AND FIVE HUNDRED) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00/- (RUPEES TEN ONLY) ('EQUITY SHARES') EACH AT A PRICE OF ₹10.00/- (RUPEES TEN ONLY) PER RIGHT SHARE ISSUED AT PAR VALUE WITH THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES ('ISSUE PRICE') ('RIGHT SHARES') FOR AN AMOUNT UP ₹ 5,21,25,000.00/- (RUPEES FIVE CRORES TWENTY-ONE LAKHS TWENTY-FIVE THOUSAND ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF PREMIER ROAD CARRIERS LIMITED IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHT SHARES FOR EVERY 1 (ONE) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON FRIDAY, JANUARY 13, 2023, BEING THE RECORD DATE ('ISSUE'). THE ISSUE PRICE IS AT PAR WITH THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE' BEGINNING ON PAGE 134 OF THE LETTER OF OFFER.
***Assuming full subscription**
The Issue Opening date for the Rights Issue of Premier Road Carriers Limited should be read as TUESDAY, JANUARY 24, 2023.

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

ISSUE OPENS ON TUESDAY, JANUARY 24, 2023	LAST DATE FOR MARKET RENUNCIATION# FRIDAY, JANUARY 27, 2023	ISSUE CLOSES ON** WEDNESDAY, FEBRUARY 01, 2023

#The Equity Shares of our Company are exclusively listed on CSE Limited. Since the trading platform of CSE Limited is not functional, the Applicants shall not be able to deal in the Rights Entitlements using the secondary market platform of Limited. The Investors may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part through an off-market transfer, during the Renunciation Period. Such renunciation shall result in renouncement of the Right Shares. The Investors should have the demat Rights Entitlements credited/lying in his/her own demat account prior to the renunciation. Eligible Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date.
** Our Board thereof will have the right to extend the Issue Period as it may determine from time to time, provided that this Issue will not remain open more than 30 (thirty) days from the Issue Opening Date. Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

The Letter of Offer is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in

COMPANY DETAILS PREMIER ROAD CARRIERS LIMITED	REGISTRAR TO THE ISSUE PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED
Corporate Identification Number: L63090WB1968PLC027309; **Registered Office:** 14th Floor, Suite No. 1405, Om Towers, 32 Chowringhee Road Kolkata - 700071, West Bengal India; **Corporate Office:** 901/ 918 B Wing, Dalamal Tower, Nariman Point, Mumbai – 400021, Maharashtra, India; **Contact Number:** +912267740623; **Contact Person:** Mr. Agnivesh Moreshwar Sathe, Company **Secretary and Compliance Officer;** Email-ID:info@prclimited.co.in; Website:www.prclimited.co.in.	Unit No. 9, Ground Floor, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Lower Parel East, Mumbai-400011, Maharashtra, India; **Contact Details:** +91-22-2301-2518/ 6761; **E-mail ID:** support@purvashare.com **Investor grievance e-mail:** support@purvashare.com **Website:** www.purvashare.com **Contact Person:** Ms. Deepali Dhuri **SEBI Registration Number:** INR000001112.

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s). e-mail address of the Sole/ first holder, folio number or demat account number, number of Rights Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number, and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip.

For, Premier Road Carriers Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Agnivesh Moreshwar Sathe
Company Secretary and Compliance Officer
Membership no. 50107

Place: Mumbai
Date: Friday, January 20, 2023

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e–TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Water Supply/ GRWW), KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/22-23/154
Name of the work: **Providing washout, 64" dia blank flanges and 24" dia manholes with blank flange on 64" dia raw water main near Ramnagar More on Karl Marx Sarani.** Estimated Cost : ₹ **4,66,510.00.** Earnest Money: ₹ **9,330.00.** Period of Completion: **10 Days.**

(2) NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/22-23/300
Name of the work: **Installation of M.S 300mm dia bypass assembly of M.S 1600mm dia raw water main infront of RWPS-II of GRWW including other allied works.** Estimated Cost: ₹ **2,95,870.00.** Earnest Money: ₹ **5,917.00.** Period of Completion: **07 Days.**

(3) NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/22-23/285
Name of the work: **Manufacture, fabrication and fitting fixing of M.S. 1600mm dia "T" barrel for inter connection of M.S cum GRP raw water main near BPCL Petrol Pump at CGR Road.** Estimated Cost: ₹ **2,49,785.00.** Earnest Money: ₹ **4,996.00.** Period of Completion: **10 Days.** Last date and time of receipt/opening of Tender (online): **06.02.2023 at 02.00 p.m./08.02.2023 at 02.00 p.m. (for Sl. No. 1-3).**

(4) NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/22-23/48
Name of the work: **Construction of surface drain for damaged portion during laying of 1600 mm dia M.S raw water pipe line inside CESC Southern Generating Station near Ramnagar.** Estimated Cost: ₹ **2,51,796.00.** Earnest Money: ₹ **5,036.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(5) NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/22-23/320
Name of the work: **Installation of M.S 1600mm dia tailpiece from existing 1600mm dia tbarrel at Sinharhati Junction on Karl Marx Sarani alongwith provision of RCC Chair support on 1600mm dia M.S cum GRP raw water transmission main.** Estimated Cost: ₹ **2,35,657.00.** Earnest Money: ₹ **4,713.00.** Period of Completion: **10 Days.**

(6) NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/22-23/213
Name of the work: **Providing 1500mm dia MS pipelines with necessary control valve arrangements and connection with 1800mm dia main near Sinerhati Junction and 85 no. bustee on CGR Road.** Estimated Cost: ₹ **2,35,799.00.** Earnest Money: ₹ **4,716.00.** Period of Completion: **10 Days.** Last date and time of receipt/opening of Tender (online): **07.02.2023 at 02.00 p.m./09.02.2023 at 02.00 p.m. (for Sl. No. 4-6).**

(7) NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/22-23/204
Name of the work: **Strengthening damaged part of boundary wall of WTP PH-III to prevent percolation of water at the Eastern Direction within GRWW.** Estimated Cost: ₹ **2,95,567.00.** Earnest Money: ₹ **5,911.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of receipt/opening of Tender (online): **08.02.2023 at 02.00 p.m./10.02.2023 at 02.00 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1-7).**

The Executive Engineer (C)/Br-III, KMC invites tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE-III/33/38/22-23 (1st call)
Name of the work: **Repairing of road surface by hot asphalt mixture at Beliaghata Main Road, R.M.D.G. Lane, R.K. Naskar Lane and different location in Ward No. 033.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : ₹ **2,60,342.00.** Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion: **60 Days.** Last date and time of submission of bid: **31.01.2023 - 12:00 noon.** Date and Time of Opening of Bid: **02.02.2023 - 12:00 noon.** The bid forms and other details are available on and from **20.01.2023 (5:00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil)/Br-IX, KMC invites tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/IX/073/051/2022-2023/R (1st call)
Name of the work: **Construction of Manhole by replacing of T-connection at 1, 7, 60 Harish Chatterjee Street in Ward No. 73.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : ₹ **3,57,478.46.** Earnest Money: ₹ **7,200.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **01.02.2023 - 11:00 a.m.** Tender will be opened on: **03.02.2023 - 11:00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **20.01.2023 (5:00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil)/BR.-XIV, KMC invites tender online system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/XIV/131/69/22-23/R (1st call)
Name of the work: **Maintenance of concrete passage at Bye Lane of Upen Banerjee Road near Pr. Nos. 819/N, 223A/C, 1165/A, 1151 etc. in Ward No. 131.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,49,946.83.** Earnest Money: ₹ **9,300.00.** Period of Completion: **21 Days.** Last Date of submission of Bid: **01.02.2023 - Upto 4:00 p.m.** Tender will be opened on - **03.02.2023 - 4:00 p.m.**

(2) NIT No.: KMC/XIV/127/131/22-23/R (1st call)
Name of the work: **Improvement of passage at Bye Lane of Gazi Saheb Tala Road near Pre. No. 43A, 58, 16/2, 22/1 & H/O Asish Kr. Roy in Ward No. 127.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,61,960.84.** Earnest Money: ₹ **5,300.00.** Period of Completion: **21 Days.** Last Date of submission of Bid: **01.02.2023 - Upto 11:00 a.m.** Tender will be opened on - **03.02.2023 - 11:00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.01.2023 (5:00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil)/BR.-IV, KMC invites E-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/023/22-23/17/R
Name of the work: **Repairs to I. P. footpath, concrete passages at Baikuntha Sen Lane, Jogen Kabiraj Row etc. and others in Ward No. 023.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,48,349.20.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/038/032/2022-2023/R
Name of the work: **Repairs to sewer line at 21, Badur Bagan Lane, 36/1, Vidyasagar Street and others in Ward No. 38.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,31,424.11.** Earnest Money: ₹ **2,650.00.** Period of Completion: **10 Days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/039/JIO/2022-2023/R
Name of the work: **Repairs to paver blockat 60, M. M. Burman St. to 18A, M. M. Burman St. and 95, M. G. Road to 89, M. G. Road disturbed by Reliance JIO in Ward No. 039.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,99,446.71.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **21 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **01.02.2023 - 11:00 a.m. (for Sl. No. 1 to 3).** Tender will be opened on - **03.02.2023 - 11:00 a.m. (for Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **20.01.2023 (5:00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (C)/BR.-VII, KMC invites tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VII/064/40/2022-2023/R
Name of the work: **Improvement of footpath at Circus Row (Left Flank) in Ward No. 64.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **3,46,483.64.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **30.01.2023 upto 10:00 a.m.** Tender will be opened on - **01.02.2023 at 10:00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **20.01.2023 (5:00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Executive Engineer (Civil)/BR.-XVI, KMC invites tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XVI/123/111/22-23
Name of the work: **Const. of C. C. Road at Biren Roy Road East near Pr. No. 40/6 in Ward No. 123.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,91,943.32.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **06.02.2023 - 12:00 noon.** Tender will be opened on - **08.02.2023 - 12:00 noon.** The bid forms and other details are available on and from **28.01.2023 (5:00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/SD/MDPS/D/7/22-23 of S&D Deptt. published in this Newspaper **(Key No. 969/22-23) on 12.01.2023.** Last date and time of Bid of Sl. No. 3 shall be read as **03.02.2023 at 12:00 noon** instead of 21.01.2023 and the bid forms and other details shall be available from **20.01.2023** instead of 13.01.2023 from the website **https://etender.wb.nic.in**

1004/22-23

সাত সকালে ৭ পয়েন্ট বাংলার

হরিয়ানাকে হারিয়ে নকআউটে মনোজরা

লাহলি, ২০ জানুয়ারিঃ অপ্রতিরোধ্য বাংলা। চলতি রঞ্জি ট্রফিতে মনোজ তিওয়ারির দলকে থামানোই যাচ্ছে না। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে এখনও অপরাজিত ঈশান পোড়েল-সুদীপ ঘরামিরা। হরিয়ানারকে শেষ দিনে সকাল সকাল ইনিংস ও ৫০ রানে হারিয়ে দিয়ে বোনাস পয়েন্ট-সহ ৭ পয়েন্ট তুলে নিল বাংলা। তৃতীয় দিনের শেষে হরিয়ানা ৭৯ রানে পিছিয়ে ছিল। শেষ দিনে বাংলার জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৩টি উইকেট। সকাল সকাল বাকি থাকা তিনটি উইকেট তুলে নেন আকাশদীপ-মুকেশ কুমাররা। লাহলির পিচে ব্যাটে-বলে দাপট দেখাল বাংলা। প্রসঙ্গত, ৪১৯ রানে শেষ হয়েছিল মনোজ তিওয়ারির বাংলার প্রথম ইনিংস। অন্যদিকে হরিয়ানা ঘরের মাঠে, প্রথম ইনিংসে ৫২ ওভারে ১৬৩ রান তোলে। এর পর দ্বিতীয় ইনিংসে হরিয়ানাকে ফলো অন দেয় বাংলা। হরিয়ানা তৃতীয় দিনের শেষে ৭ উইকেট হারিয়ে তুলেছিল ১৭৭ রান। চতুর্থ দিন ২৯ রান তুলেই অল আউট হয়ে যায় হরিয়ানা। চতুর্থ দিন সুমিত কুমারের উইকেট তুলে নেন মুকেশ কুমার। ১৩ রান করে ফেরেন সুমিত। বাকি ২টি উইকেট (অমিত রানা ২০, অজিত চাহাল ০) নিয়েছেন আকাশদীপ। দুই ইনিংস মিলিয়ে মোট ১০টি উইকেট নিয়েছেন আকাশদীপ। হরিয়ানার প্রথম ইনিংসে ১৩ ওভার বল করে ৬১ রান খরচ করে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন আকাশদীপ। এর পর দ্বিতীয় ইনিংসে ২১ ওভার বল করে ৫ মেডেনসহ ৫১ রান দিয়ে ৫টি উইকেট নেন আকাশদীপ। ম্যাচের সেরার পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। বাংলার সহকারী কোচ সৌরাশিস লাহিড়ী ম্যাচের পর ফেসবুকে দলের ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ছেলেরা দারুণ পারফর্ম করেছো আমরা নকআউটে আকাশদীপের কথা না বললেই নয়। ওর প্রথম ১০ উইকেটের জন্য। আমি আমার দলকে ভালোবাসি। পাশাপাশি বাংলার পারফরম্যান্সে খুশি হলেও, আত্মতুষ্টিতে ভুগতে নারাজ কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। হরিয়ানাকে হারানোর পর বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেন, আমরা ভালো জয় পেয়েছি। কিন্তু আমাদের অনেক দূর যেতে হবে। আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। উদযাপনেরও কোনও জায়গা নেই। আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং দল হিসেবে একসঙ্গে আরও লড়াই করতে হবে।

অভিষেকে নজর কাড়লেন আমনজোৎ

দীপ্তিদের দাপটে জয় ভারতের

কেপটাউন, ২০ জানুয়ারিঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি ত্রিদেশীয় সিরিজে প্রথম ম্যাচে দুরন্ত জয় ছিনিয়ে নিল টিম ইন্ডিয়ার মেয়েরা। আমানজো কাউর এবং দীপ্তি শর্মার সৌজন্যে প্রথম ম্যাচে তারা প্রোটিয়া বাহিনীকে ২৭ রানে হারাল ভারতে। সেই সঙ্গে অভিষেকেই নয়া নজির গড়ে ফেললেন আমানজোৎ। এ দিন তিনি ভারতের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে ৩০ বলে ৪১ করে অপরাজিত থাকেন। সেই সঙ্গে ভারতকে লড়াই করার মতো স্কোর করতে সাহায্য করেন। পাশাপাশি স্মৃতি মন্ধানার রেকর্ড ভেঙে গড়ে ফেলেন নয়া নজিরও। ২০০৬ সালে ভারতের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচের পর থেকে টিম ইন্ডিয়ার মহিলা ক্রিকেটারদের মধ্যে অভিষেকে সর্বোচ্চ রান করলেন আমানজোৎ। এর আগে এই নজির ছিল স্মৃতি মন্ধানার। যিনি ৩৯ রান করেছিলেন। এ ছাড়া জেমিমা রডরিগেজ করেন ৩৭ রান। তবে আমানজোৎ এ দিন সকলকে ছাপিয়ে যান। টস জিতে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠায় দক্ষিণ আফ্রিকা। শুরুটা টিম ইন্ডিয়ার মোটেও ভালো হয়নি। দলের ১৪ রানের মাথায় আউট হন স্মৃতি মন্ধানা (৭ বলে ৭)। যা ভারতের কাছে বড় ধাক্কা ছিল। এর পর হার্লিন দেওয়াল ৯ বলে ৮ করে রানআউট হন। পরিবর্তে নামা জেমিমা রডরিগেজ তো প্রথম

বলেই আউট হয়ে যান। ৩৪ রানেই ৩ উইকেট হারিয়ে বসে থাকে ভারত। দলের হাল কিছুটা ধরার চেষ্টা করেছিলেন যস্তিকা ভাটিয়া। ৩৪ বলে ৩৫ করে তিনিও আউট হয়ে যান। দেবীকা বৈদ্য আবার ১৬ বলে ৯ করে আউট হন। ৬৯ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ভারত তখন মারাত্মক চাপে। সেই সময়ে দলের হাল ধরেন দীপ্তি শর্মা এবং আমনজোৎ কাউর। ২৩ বলে ৩৩ করেন দীপ্তি। ৩০ বলে ৪১ করে অপরাজিত থাকেন আমানজোৎ। অভিষেকেই চমতে দেন আমানজোৎ। ষষ্ঠ উইকেটে এই দুই তারকা ৭৬ রান যোগ করেন। যার সুবাদেই ভারতের স্কোর ৬ উইকেটে ১৪৭ রানে পৌঁছয়। তা না হলে খারাপ পরিস্থিতিতে পড়তে হত টিম ইন্ডিয়াকে। দক্ষিণ আফ্রিকার ননকুলুলেকো ম্লাবা ২ উইকেট নিয়েছেন। রান তাড়া করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার শুরুটাও ভালো হয়নি। তারা শুরু থেকেই নির্দিষ্ট ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে। ভারতীয় বোলারদের দাপটে ৬৪ রানে তারা ৫ উইকেট হারিয়ে বসেছিল। প্রোটিয়াদের হয়ে মারিজানে ক্যাপ ২২ বলে ২২ রান করেন। সুনে লুস ৩০ বলে ২৯ করেন। ২০ বলে ২৬ করেন ক্লো ট্রায়ন। বাকিদের অবস্থা তথৈবচ। নির্দিষ্ট ২০ ওভারে ৯ উইকেট হরিয়ে ১২০ রানে থামে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস। ভারতের দীপ্তি শর্মা ৩ উইকেট নিয়েছেন। ২ উইকেট নিয়েছেন দেবীকা বৈদ্য। ২৭ রানে জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত। ম্যাচের সেরা হন আমানজোৎ।

এবার কি ফ্যাশন-শো'র মডেল লাগবে! নির্বাচকদের তোপ সানির

মুম্বই, ২০ জানুয়ারিঃ দল নির্বাচন নিয়ে জাতীয় নির্বাচকদের একহাত নিলেন প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল গাভাসকর। তাঁর প্রশ্ন, ঘরোয়া ক্রিকেটে অন্যতম সফল ব্যাটার সরফরাজ খানকে কেন ভারতীয় দলে নেওয়া হচ্ছে না? গত দু'মরসুম ধরে ভাল ছন্দে রয়েছেন সরফরাজ। মুম্বইয়ের হয়ে সব থেকে বেশি রান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৫ বছরের ব্যাটারের গড় ৫৩। এই ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বে তাঁর আগে রয়েছেন মাত্র এক জন, অস্ট্রেলিয়ার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান। তবু এখনও জাতীয় দলে সুযোগ হয়নি সরফরাজের। মুম্বইয়ের ব্যাটারের প্রতি জাতীয় নির্বাচকদের বঞ্চনায় ক্ষুব্ধ গাভাসকর। সাধারণ চোখে সারফরাজকে দেখে খেলোয়াড় বা ক্রিকেটার হিসাবে মনে হয় না। কারণ, তিনি বেশ স্থূলকায়। জাতীয় দলে সুযোগ না পাওয়ার এটাই কারণ কি না, প্রশ্ন তুলেছেন গাভাসকর। প্রাক্তন অধিনায়ক চেতন শর্মা-সহ বাকি নির্বাচকদের উদ্দেশে বলেছেন, ''আপনারা যদি শুধু রোগা, ছিপছিপে চেহারার ছেলে খোঁজেন, তা হলে ফ্যাশন শো-তে চলে যান। কয়েক জন ভাল মডেল খুঁজে এনে তাদের হাতে ব্যাট-বল ধরিয়ে দিন। তাদের ক্রিকেটার হিসাবে গড়ে তুলুন।'' রঞ্জি ট্রফিতে ধারাবাহিক ভাবে ভাল পারফরম্যান্সের পরেও চেতন শর্মার নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি জাতীয় দলে সুযোগ দেয়নি সরফরাজকে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম দু'টি টেস্টের দলেও জায়গা হয়নি তাঁর। তার পরই ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন গাভাসকর। প্রাক্তন জোরে বোলার বেঙ্কটেশ প্রসাদ সরফরাজকে দলে না নেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলার পর সরব হয়েছেন গাভাসকর। তাঁর মতে এক জন ক্রিকেটারের চেহারা যেমনই হোক, তার পারফরম্যান্সকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

শুভমন গিল কৃতজ্ঞ যুবরাজের কাছে, 'বড় ভাই এবং মেন্টর' বলে দিলেন সম্মান

হায়দরাবাদ, ২০ জানুয়ারিঃ দ্বিশতরানের স্টেশনে পৌঁছন ১৪৫ বলে। উল্টোদিকে একের পর এক উইকেট পড়লেও আগ্রাসনের রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াননি শুভমান গিল। বরং টিম ম্যানেজমেন্টের নির্দেশ অনুসারে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচে শেষ ওভার পর্যন্ত ক্রিজে ছিলেন তিনি। ২০৮ রানের রাজকীয় ইনিংস খেলে যখন ফিরছেন, তখন ইনিংসে আর মাত্র চারটি বল বাকি! কেরিয়ারের প্রথম ওডিআই ডাবল সেঞ্চুরির ইনিংস কার্যত বিশ্বকাপে তাঁর রোহিত শর্মার সঙ্গে ওপেন করতে নামাতেও সিলমোহর দিল। ঈশান কিষানকে বাইরে রেখে তাঁর ওপেনিংয়ে নামা নিয়ে চর্চা চলছিল নানা মহলে। কারণ, কিছুদিন আগে দ্রুততম দ্বিশতরান করেছিলেন ঈশান। বুধবার নিজামের শহরে গিল অবশ্য বুঝিয়ে দিলেন যে তিনিও কম যান না! ২৩ বছর বয়সি সেজন্যই বলেছেন, ''আমার কাছে এই ইনিংসের বিশাল গুরুত্ব। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের প্রথম ও তৃতীয় ম্যাচে বড় রানের সুযোগ হারিয়েছিলাম। ওই দুই ম্যাচে লম্বা ইনিংস খেলার সুযোগ ছিল। কিন্তু তা কাজে লাগাতে পারিনি। কিউয়িদের বিরুদ্ধে তাই সেট হওয়ার পর ফোকাস ছিল একটাই, যতটা সম্ভব বেশি রান করতে হবে।'' পরপর তিনটি ছয় মেরে দুশোর গণ্ডি পার করেন গিল। পুরুষদের একদিনের ম্যাচে সবচেয়ে কম বয়সে ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ডও গড়েন তিনি। যা আসে ২৩ বছর ১৩২ দিনে। ক্রিকেট মহলের নজর কেড়েছে তাঁর ছক্কা হাঁকানোর ক্ষমতা। গিলের কথায়, ''হাত খুলে মারার জন্য ছটফট করছিলাম। কিন্তু নিয়মিত উইকেট পড়ছিল। ড্রেসিং-রুমের নির্দেশ ছিল, শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার। তাই মাঝেমধ্যে সতর্কতার সঙ্গে ব্যাট করেছি। ঠিক করেছিলাম শেষ পাঁচ ওভার চালিয়ে খেলব। কিন্তু ওয়াশিংটন সুন্দর আউট হয়ে যাওয়ায় আরও দু'ওভার ঝুঁকি না নেওয়ার বার্তা পেয়েছিলাম। শেষ তিন ওভারে তাই বড় শট নিয়েছি।'' বাবা লখিন্দর সিং ও মেন্টর যুবরাজ সিংকে কৃতিত্ব দিয়েছেন গিল। তাঁর মতে, ''যুবি পাজি আমার মেন্টর। বড় ভাইয়ের মতো। ব্যাটিং নিয়ে সবসময় কথা হয় ওঁর সঙ্গে। আর শুরুতে বাবা ছিলেন আমার কোচ। এই দু'জনকে গর্বিত করতে পেরে আমি তৃপ্ত।''

আইসিসি-র কোপে পুরো ভারতীয় দল, বিরাট শাস্তি পেলেন রোহিতরা

দুবাই, ২০ জানুয়ারিঃ বড় শাস্তি পেল ভারতীয় দল। ম্যাচ ফি-র ৬০ শতাংশ কাটা গেল রোহিত শর্মাদের। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম এক দিনের ম্যাচে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওভার শেষ করতে না পারায় জরিমানা দিতে হবে রোহিতদের। শনিবার দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামার আগেই শাস্তি পেলেন তাঁরা। প্রথম এক দিনের ম্যাচে ১২ রানে ম্যাচ জেতে ভারত। কিন্তু সেই ম্যাচে নির্ধারিত সময়ের পর তিন ওভার বাকি ছিল রোহিতদের। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওভার শেষ করতে না পারলে জরিমানা দিতে হবে। প্রতি ওভারের জন্য ২০ শতাংশ করে ম্যাচ ফি কেটে নেওয়া হয়। তিন ওভার বাকি থাকার রোহিতদের ৬০ শতাংশ ম্যাচ ফি কাটা হয়েছে। ম্যাচ রেফারির কাছে রোহিত নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেওয়ায় কোনও শুনানি হবে না বলে জানিয়েছে আইসিসি। এক দিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচ জিতে নিয়েছে ভারত। সেই ম্যাচে দ্বিশতরান করেন শুভমন গিল। তাঁর দাপটে নিউ জিল্যান্ডের সামনে ৩৫০ রানের লক্ষ্য রাখে ভারত। শুভমন ১৪৯ বলে ২০৮ রান করেন। নিউ জিল্যান্ড ৩৫০ রানের লক্ষ্যের কাছে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। ৩৩৭ রানে শেষ হয়ে যায় নিউ জিল্যান্ড। মাইকেল ব্রেসওয়েল ১৪০ রান করেন। তাঁর ৭৮ বলের ইনিংস নিউ জিল্যান্ডকে জয়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু মহম্মদ সিরাজদের দাপটে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জেতে ভারত। রায়পুরে দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচ খেলতে নামবে ভারত। সেই ম্যাচ জিতলেই সিরিজ রোহিতদের। কিন্তু তাঁদের এই ম্যাচে সতর্ক থাকতে হবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওভার শেষ করার ব্যাপারে। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী এখন আর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওভার শেষ করতে না পারলে অধিনায়ককে নির্বাসিত করা হয় না। তাই পরের ম্যাচেও যদি সময়ের মধ্যে ওভার শেষ করতে না পারে ভারত, তা হলে আবার ম্যাচ ফি কাটা হবে ক্রিকেটারদের।

অর্শদীপকে পরামর্শ লি'র

সিডনি, ২০ জানুয়ারিঃ নো বলের পর নো বল... তারপরও নো বল। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পুনেতে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন তরুণ পেসার অর্শদীপ সিং। এশিয়া কাপ, টি-২০ বিশ্বকাপে ছাপ ফেলা ২৩ বছরের পেসার ওই ম্যাচের পর ব্যাপকভাবে সমালোচিত হন। সোশ্যাল মিডিয়ায় মিমের বন্যা। সেই সিরিজে ভারতের স্ট্যান্ড ইন ক্যাপ্টেন হার্দিক পান্ডিয়াও ম্যাচের পর বিরক্তি প্রকাশ করেন। সাময়িক ব্যর্থতা নিয়ে প্রতিভাধর অর্শদীপকে বিচার করতে চান না অস্ট্রেলিয়ার গতির রাজা ব্রেট লি। এক ম্যাচে পাঁচটি নো বলের লজ্জার রেকর্ড গড়ে ফেলা লি, অর্শদীপকে নয়া উদ্যোমে মাঠে নামার পরামর্শ দিচ্ছেন। পাঞ্জাব কা পুত্তরের উদ্দেশে অজি পেস কিংবদন্তির মূল্যবান বার্তা, 'অতীত মোছ, ভুল খোঁজো, ট্রেনিংয়ে নামো।' নিজের ইউটিউব চ্যানেলে 'কীভাবে নো বলের সমস্যাকে জয় করবেন?' শীর্ষক ভিডিয়োতে লি বলেছেন, ''কয়েকদিন আগে ভারতের পেসার অর্শদীপ সিংকে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-২০ ম্যাচে ব্যর্থ হতে দেখেছি। নো বলের পর নো বল করে গিয়েছে। মোট পাঁচটি নো বল। এমন ব্যর্থতা হজম করা মুশকিল। চোট সারিয়ে সবে দলে ফিরেছিল। আমি জানি এমন হ্যাটট্রিক কোনও বোলারই চাইবেন না।'' নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সমস্যার জড় খুঁজে বের করেছেন অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার। তিনি বলেন, ''আমার মনে হয় চোট সারিয়ে দলে ফেরার পর একজন বোলারের পক্ষে ছন্দ হারিয়ে ফেলাটা স্বাভাবিক। সেই পরিস্থিতি থেকে বেরনোর জন্য খুব চেষ্টা করেন বোলাররা। দ্রুত দৌড়নোর চেষ্টা করেন। এতেই বিপত্তি ঘটে। ধারাবাহিকতা হারিয়ে যায়। মাথার উপর চাপও থাকে। উইকেট তুলে নিয়ে তাঁরা অধিনায়ককে খুশি করতে চান।'' এই সমস্যার সমাধান কীভাবে সম্ভব? বাঁ হাতি পেসারের উদ্দেশে ব্রেট লি-র বার্তা, ''কঠিন সময় যাচ্ছে অর্শদীপের। আমি ওর জায়গায় থাকলে বলতাম, অনুশীলনে ফিরে যাও, যা হয়েছে মাথা থেকে মুছে ফেলো। একইসঙ্গে কোথায় ভুল হচ্ছে সেটা খুঁজে বের করে, তার থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করো। এরপর যখন মনে হবে চাপের মধ্যে রয়েছো, অনুশীলনে নিজেকে নিংড়ে দাও এবং একশো শতাংশ ভাবে নিজেই নিজেকে তুলে ধরো।''

বক্সার বিজেন্দ্রও এবার প্রতিবাদ মঞ্চে!

বিজেপি সাংসদকে জেল খাটতে হবে, সোচ্চার দাবি ভিনেশদের

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারিঃ দিল্লির যন্তর মন্তরে দেশের নামী কুস্তিগিরদের বিদ্রোহে সামিল হলেন বক্সার বিজেন্দ্র সিং। তিনি যোগ দিয়েই প্রচার মাধ্যমকে বলেছেন আমি এই লড়াইয়ে কুস্তিগিরদের পাশে আছি। এটা আমাদের সবার লড়াই। কোনও দোষী যেন রেহাই না পায় সেটা আমাদের দেখতে হবে। গতকাল সিপিএম নেত্রী বৃন্দা কারাত ধর্না মঞ্চে উঠতে গেলে তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হয়। এটাই বলা হয় যে, এই মঞ্চে কোনও রাজনীতিবিদদের জায়গা নেই। এই মঞ্চ শুধুমাত্র ক্রীড়াবিদদের। বিজেন্দ্র যোগ দেওয়ায় উদীপ্ত হয়েছেন মোট ৩০ জন নামী কুস্তিগিররা। কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি ব্রিজ ভূষণ সিংয়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন ভিনেশ ফোগত, সাক্ষী মালিকরা। তাঁদের মন্তব্য এই ফেডারেশন সভাপতি মহিলা কুস্তিগিরদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন। তিনি তাঁদের নানা হুমকিও দেন। তিনি যেহেতু হরিয়ানার বিজেপি সাংসদ, তাই ক্ষমতা বলে বাকিদের দাবিয়ে রাখতে চান। তাঁর পছন্দের কোচরাও যৌন হয়রানি করে থাকেন। এই নিয়ে সরব হয়েছেন তারা। এই অভিযোগ সবটাই জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রককে। ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর ওই অভিযুক্ত সভাপতিকে সব দায়িত্ব থেকে সরে যেতে বলেছেন। তবে বজরং পুনিয়ারা চান শুধু সরিয়ে দিলে হবে না। ব্রিজ ভূষণকে কারাবাসে পাঠাতে হবে। এদিন ভিনেশও বলেছেন, ''আমরা চাই ওই অত্যাচারী সভাপতির জেল। কারণ ওনাকে প্রশ্রয় দিলে বাকিরা উৎসাহিত হবে।'' প্রসঙ্গত আজ নিয়ে তিনদিনে পড়ল ধর্না। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান কুস্তিগিররা।

ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে পারেন বিরাট!

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে নতুন ভাবনায় তারকা ব্যাটার

মুম্বই, ২০ জানুয়ারিঃ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আপাতত একদিনের সিরিজ খেলছে ভারত। প্রথম ম্যাচ তারা জিতেছে অনেক কষ্ট করে। স্কোরবোর্ডে বড় রান তুলেও জিততে হয়েছে মাত্র ১২ রানে। আসলে বিভিন্ন দলের সঙ্গে একদিনের সিরিজ খেলে বছরের শেষে হতে চলা বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সেরে নিতে চাইছে ভারত। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসে টেস্ট সিরিজ খেলতে ভারতে আসছে অস্ট্রেলিয়া। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে থাকতে গেলে এই টেস্ট সিরিজ জিততে হবে ভারতকে। আর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ভারতকে ভাল পারফর্মেন্স তুলে ধরতে হলে বিরাট কোহলির রান পাওয়াটা অত্যন্ত জরুরি হতে চলেছে। শোনা যাচ্ছে, দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ খেলার পর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাকি সিরিজ নাও খেলতে পারেন কোহলি। তিনি দিল্লির জার্সিতে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে পারেন। রবি শাস্ত্রী মনে করেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নামার আগে বিরাট কোহলির অবশ্যই রঞ্জি খেলা উচিত। তাহলে চার দিনের ম্যাচের ধকল যেমন নিতে পারবে শরীর, তেমনই আবার টেস্ট ক্রিকেটের মানসিকতায় নিজেকে নিয়ে যেতে পারবেন তিনি। অতীতে সচিন তেন্ডুলকর অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে এমনটাই করেছিলেন। ফল পেয়েছিলেন হাতেনাতে। বিরাট সেটা করলে ভালই হবে মনে করেন রবি। তবে বিরাট কোহলি নিজের মুখে এখনও পর্যন্ত ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু এমন একটা ভাবনা তার মনের মধ্যে রয়েছে অস্বীকার করার জায়গা নেই। রবি শাস্ত্রীর পরামর্শ বরাবর মন দিয়ে শোনেন কোহলি। অধিনায়ক হিসেবে কোচ রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে কাজ করে নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বিরাট বরাবর স্বীকার করেন তার জীবনের রবি শাস্ত্রীর অবদান অনেকটা। তাই অস্ট্রেলিয়া সিরিজ হওয়ার আগে বিরাট কোহলি ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে পারেন এমন সম্ভাবনা বেশ ভাল।

মুখে ঘুষি, চোখের তলায় কালসিটে, তাও মেসির বিরুদ্ধে জোড়া গোল রোনাল্ডোর!

রিয়াধ, ২০ জানুয়ারিঃ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো যে ফুরিয়ে যাননি, আরও একবার প্রমাণ করে দিলেন। সৌদি আরবের রিয়াধে বৃহস্পতি-রাত ছিল কার্যত রঙিন। লিওনেল মেসি এবং প্যারিস সাঁজার বিরুদ্ধে রিয়াধ অলস্টারের ম্যাচে গোলের বন্যা বয়ে গিয়েছে। ৫-৪এ জিতেছে পিএসজি। ৯ গোলের ম্যাচে মেসি যেমন কেন্দ্রে ছিলেন, তেমনই ছিলেন রোনাল্ডোও। পিএসজির বিরুদ্ধে সিআর সেভেন কিন্তু ঝলমলে পারফরম্যান্স করেছেন। যে কোনও বড় ম্যাচে বরাবর সেরাটাই দিতে দেখা গিয়েছে পর্তুগিজ তারকাকে। এই ম্যাচও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আল নাসেরে গিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু রোনাল্ডো ৩৭ বছর বয়সেও থেকে গিয়েছেন আগের মতোই ফিট, চনমনে, গোল স্কোরার। পিএসজির বিরুদ্ধে রোনাল্ডো দুটো গোল করেছেন। তবে তার আগে প্রতিপক্ষ কিপার কায়লর নাভাস ঘুষি মারেন তাঁকে। চোখের নিচে কালসিটেও পড়ে গিয়েছে। তাতেও যে তাঁকে দমিয়ে রাখা যাবে না, প্রমাণ করে দিয়েছেন রোনাল্ডো। পেনাল্টি থেকে একটা গোল যেমন

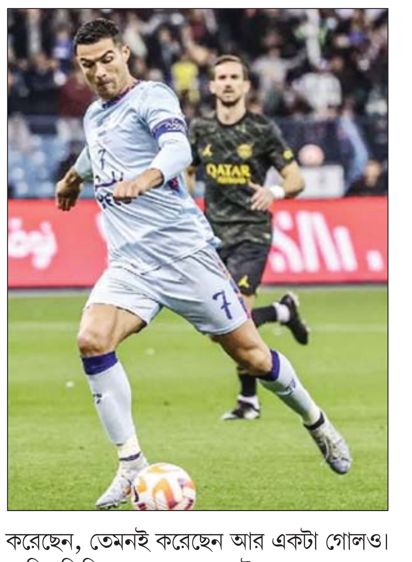

করেছেন, তেমনই করেছেন আর একটা গোলও। মেসি, কিলিয়ান এমবাপে, নেইমারদের তারকার পাশাপাশি রোনাল্ডোও ছিলেন সার্চলাইটে। বিশ্বের চার সেরা প্লেয়ারের এই ম্যাচ নিয়ে আরব দেশ তো বটেই, ফুটবল বিশ্বেরও তুমুল আগ্রহ ছিল। কিং ফাহাদ স্টেডিয়ামে ৬৯ হাজার সিট কানায় কানায় ভর্তি ছিল। ম্যাচের উত্তেজনা কিন্তু বহু গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন রোনাল্ডোর চিরকালীন প্রতিপক্ষ মেসি। ম্যাচের ৩ মিনিটের মাথায় তিনি গোল করেন। কাতার বিশ্বকাপ জেতার পর তিনিই এই প্রজন্মের অন্যতম সেরা ফুটবলার, তা নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন নেই। মেসির গোল থেকে পিএসজি ১-০ করার পর রোনাল্ডো তাঁর অলস্টার টিমকে খেলায় ফেরান। ৩৪ মিনিটে তাঁরই পেনাল্টি থেকে করা গোল থেকে ১-১ করে রিয়াধ অলস্টার। এরপরই আবার মারকুইনহোস পিএসজিকে এগিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পরেই রোনাল্ডো আবার ২-২ করে দেন। এখনও আল নাসেরের হয়ে অভিষেক হয়নি তাঁর। রবিবার নতুন ক্লাবের হয়ে প্রথম ম্যাচ খেলবেন তিনি। তার আগেই রোনাল্ডো শো দেখল সৌদি আরবের ফুটবল। আর তাতে যে সিআর সেভেনকে ঘিরে আরও আচ্ছন্ন হবে ওই দেশের ফুটবল, সে সম্ভাবনা আরও উস্কে দিলেন রোনাল্ডো।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501